# মাকাতীব

## হযরত মাওলানা শাহ্ মোঃ ইলিয়াছ (রহঃ)

মূলঃ- আল্লামা সায়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী

ভাষান্তর

মুফ্তী মোঃ মাসুম বিল্লাহ সিরাজী

ও

মাওঃ মোঃ আব্দুস সামাদ কাসেমী

প্রকাশনায়

মীর পাবলিকেশান্স

১৩নং আদর্শ পুস্তক বিপণী বিতান

বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-১০০০

# কোথায় কি


❑ দু'টি কথা

❑ ভূমিকা

**প্রথম অধ্যায়** ১৩

❑ মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভীর নামে পত্র, ৩৪টি

**দ্বিতীয় অধ্যায়** ৮৩

❑ মিঞাজী মোঃ ঈসা সাহেবের নামে পত্র, ৫টি

**তৃতীয় অধ্যায়** ১০৫

❑ বিভিন্ন কর্মীবৃন্দ ও বন্ধু-বান্ধবের নামে পত্র, ২০টি

**চতুর্থ অধ্যায়** ১৩৩

❑ মেওয়াতের কর্মীবৃন্দের নামে পত্র, ৬টি

# দু'টি কথা

কোন তাহরীক তথা আন্দোলন এবং দল বা জামাত এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তার মূলতথ্য সংক্রান্ত জানতে ও বুঝতে হলে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং সঠিক মাধ্যম হলো স্বয়ং জামা'আত বা দলের প্রবক্তার সংস্পর্শ ও তার সাথে বন্ধুত্ব পরায়ণ সম্পর্ক। আর তার মৃত্যুর পর সর্বাপেক্ষা নিকটতম নির্ভরযোগ্য মাধ্যম, তার স্বরচিত পুস্তকাদি, চিঠিপত্র এবং অমূল্য অমীয়বানী। তবে অনেকাংশে চিঠিপত্রকে অপরাপর মাধ্যমদ্বয়ের তুলনায় বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

হযরত মাওলানা শাহ মোঃ ইলিয়াছ সাহেব (রহঃ) নিজে কোন পুস্তকাদি লিখেননি। তবে তাঁর মুখ নিসৃত অমূল্য অমীয় বানীর এক বিরাট জখিরা মাওলানা মোঃ মঞ্জুর নো'মানী সাহেব (রহঃ) পুস্তিকাকারে একত্রিত করে প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর চিঠিপত্রের এই একত্রিত সংখ্যাটি এখন আপনাদের হাতে, যা প্রকাশ পেয়েছে মুহতারাম মাওঃ আবুল হাসান আলী নদভীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টায়।

আজকের এই সংকলনে সর্বমোট ৬৫টি পত্র আছে, তন্মধ্যে প্রথম ৩৪টি পত্র স্বয়ং সংকলক মাওঃ আবুল হাসান আলী নদভীর নামে। এরপর ৫টি পত্র মিঞাজি মোঃ ঈসা ফিরোজপুরী মেওয়াতীর নামে। অতঃপর ২০টি চিঠি বিভিন্ন কর্মীবৃন্দ ও বন্ধু-বান্ধবের নামে এবং সর্বশেষ ৬টি পত্র মেওয়াতে কর্মরত তাবলীগি কর্মীবৃন্দের নামে।

চিঠিপত্রের এই বিশাল সংকলন ১৩৭২ হিজরীতে সর্বপ্রথম প্রকাশ হয়েছে এবং এর পর থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে বেশ কয়েকবার প্রকাশ হয়ে আসছে। যদ্দরুণ এর মধ্যে বেশ কিছু ভুল-ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। তদুপরি তার ছিল না কোন নাম আর না ছিল তেমন কোন সূচীপত্র। ফলে যে কোন পত্রের সঠিক গুরুত্ব ও প্রাপকের সঠিক ঠিকানার সন্ধানছিল খুবই দুরুহ।

আল্লাহ তা'আলা মুহতারাম ভাই মোঃ আনিস মিয়াকে (ম্যানিজিং ডাইরেক্টর এদারা এ এশাআতে দ্বীনিয়াত প্রাঃ লিঃ) উত্তম প্রতিদান দান করুন। তিনি বিশেষ গুরুত্বের সাথে এটাকে পুনঃপ্রকাশের ইচ্ছা পোষণ করেন এবং যথারীতি ১৯৯১ সালের জুন মাসে প্রথম পুনঃ প্রকাশ করেন।

বর্তমানে লেখকগণ নিজ মস্তিস্ক প্রসূত চিন্তাধারা পরিবেশন করে যেখানে গর্বিত, সেখানে আমরা আল্লাহর শোকর আদায় করছি যে, আমরা পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামদের রেখে যাওয়া স্মৃতি থেকে যা কিছু পেয়েছি তারই সার সংক্ষেপ উপাস্থাপন করার প্রয়াস করেছি মাত্র। আমাদের নিজের কোন অভিমত এখানে প্রবেশ করিনি।

বক্ষমান পুস্তিকাটি মাতৃভাষায় বর্তমান রূপে প্রকাশ পর্যন্ত আন্তরীক সদিচ্ছাও সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছি শ্রদ্ধাভাজন জনাব মোঃ রেজাউল করিম সাহেব ও এ্যাডঃ মোঃ আঃ করিম এবং মাওঃ মোঃ ফরহাদ সুলতান সাহেব এর যাদের অনুপ্রেরনা সদা স্বরনিয়। তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন না করাটা অকৃতজ্ঞতারই

শামিল হবে। এছাড়া কম্পোজিং, ও প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে অক্লান্ত শ্রম দিয়েছেন, মীর প্রকাশনীর প্রপ্রাইটার জনাব ইউনুছ সাঃ এবং মীর মোঃ ছাইফুল্লাহ ও দিলবর হোসেন। তাদের ও জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

অদক্ষ হস্তহেতু ভুল ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। এছাড়াও মুদ্রণ প্রমাদ তো থাকেই। এ ব্যপারে পাঠক মহলের যে কোন মতামত ও সংশোধন ধন্যবাদের সাথে গৃহিত হবে ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে দোয়া করি ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم

"হে আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে তুমি কবুল কর। নিশ্চয়, তুমি সব শুন ও জান, আমীন

**অনুবাদক**

মুফ্‌তী মোঃ মাসুম বিল্লাহ সিরাজী

ও

মাওঃ মোঃ আব্দুস সামাদ কাসেমী

# ভূমিকা

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

মাশায়িখ ও বুযুর্গানেদ্বীন এবং উলামায়ে কিরাম ও মনীষিদের চিঠিপত্র সংগ্রহের প্রথা অনেক পূর্ব থেকেই চলে আসছে। এসব প্রত্রাদি তাদের আন্তরিক শৌয্য-বীর্য এবং মন মানসিকতার সঠিক ভাব ও ধারণা সংক্রান্ত জানার এক অনন্য দর্পণ। আবার অনেকাংশে এসব পত্রাদি থেকে তৎকালীন সম-সাময়িকীতে তাদের সঠিক অবস্থান দাওয়াত ও আন্দোলনের সঠিক বিপ্লবীধারা সম্পর্কে তাদের জীবনবৃত্তান্ত ও জীবনালোচনার তুলনায় বলাবাহুল্য বেশীই জানা যায়। সবকিছুর তুলনায় এটিই একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। কেননা কাহারো জীবন বৃত্তান্ত ও জীবনী তো অপরের রচিত এবং তাতে লিখকের নিজস্ব ভাব ও চাহিদার দখল থাকে অনেকটা। কমছে কম ভাব প্রকাশ তো সম্পূর্ণটা লিখকেরই। আর লিখকের নিজস্ব ভাব ও গতি থেকে বিরত থাকা বড়ই মুশ্‌কিল।

ইসলামী লাইব্রেরীগুলোতে চিঠিপত্রের জমাকৃত এক বিশাল সংখ্যা আজও বিদ্যমান। যা বড়ই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষনীয়। হিন্দুস্তানের মুসলিম শাসনামলে এই লাইব্রেরীগুলো দিয়েছে বড় বড় মূল্যবান বস্তু। সেসব মূল্যবান বস্তুর মধ্যে দুটি সংরক্ষিত সংখ্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং ঐ একই বিষয়ে তাদের চাহিদা অনেক উর্ধ্বে। এক, হযরত শায়িখ শরফূদ্দীন ইয়াহইয়া মনিরী (রহঃ)-এর জমাকৃত চিঠিপত্র, যা মাকতুবাতে "সেহ্‌সদী "নামে প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয়ঃ ইমামে রাব্বানী হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রহঃ)-এর জমাকৃত চিঠিপত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ -''মা'আরীফ ওয়া হাকায়েক''এর এক বিশাল খাজানা।

মাওলানা মোঃ ইলিয়াছ (রহঃ)-এর জীবনী লিখতে গিয়ে তার লিখা

চিঠিপত্রগুলো একত্রিত করার প্রয়োজন দেখা দিল। যা ছিল তার শৌর্য-বীর্য ও তার প্রভাব প্রতিপত্তি এবং দাওয়াত ও দ্বীনি দা'ওয়া প্রচেষ্টায় অভ্যন্তরীন আন্দোলন সংক্রান্ত জানার সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। ফলে তখন চিঠি পত্রের একটা বড় অংশ জমা হয়ে গেল। স্বয়ং সংকলক এই অধমের নামে ও মাওলানা বেশ কিছ ছোট বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ চিঠি লিখেছিলেন। তন্মধ্যে অনেক পত্র ছোট ছোট রেসালাকৃতির ছিল, ঐ সবের সাহায্যেই অধম "এক আহাম দ্বীনী দাওয়াত" নামে একটি রেসালাও প্রকাশ করেছিলাম। যা মাওলানা জীবদ্দশায় প্রতিটি হরফ বা হরফ শুনেছিলেন। অন্যান্যরাও যখন এ মর্মে জানতে পারল যে, মাওলানার লিখা চিঠিপত্রগুলো অধম সংকলকের প্রয়োজন। তখন অনেক বন্ধুরা তাদের স্ব স্ব নামে লিখা পত্রগুলি দিয়েছিলেন। তম্মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বিষয়বস্তু সম্বলিত পত্র ছিল মিয়াজী ঈসা সাহেবের নামে। আমার মুহ্তারাম ভাই মৌলভী হাকিম ডাঃ সৈয়দ আব্দুল আলী সাহেব ঐ সব পত্রগুলিকে একত্রে জমা করে দিলেন। ফলে একত্রিত হওয়ার পর জানতে পারলাম যে, এসব পত্রে শুধু দাওয়াতের আদব ও নিয়ম এবং তার মূলত্ব ও নিয়ম-কানুনের দিকটিই নয় বরং স্বীয় উঁচু চিন্তাধারায় সুগভীর বিষয় বস্তু এবং প্রকৃত দ্বীনের হাকীকী দিক দিয়েও এক অমূল্য ভাণ্ডার।

এসব পত্রাদি থেকে মাওলানার একীন ও এ'তেমাদ, ঈমানী শক্তি, ইসলামের সাহায্যার্থে দ্বীনের চিন্তা-ফিকির, আল্লাহর সাথে নিগূঢ় সম্পর্ক, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ, শরীয়তের উদ্দেশ্য এবং দ্বীনের প্রকৃত রুহ সংক্রান্ত জ্ঞানের আন্দাজ করা যায় এবং সহজেই জানা যায় যে, এসব পত্রের লিখক ছিল নিজ সম সাময়িকীর এক অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। আর সে নিজকে দ্বীনের জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং এক বিশেষ পদ্ধতিতে দ্বীনকে জিন্দা ও শক্তিশালী করার জন্য একনিষ্ঠ কর্মী ও জিম্মাদার মনে করত।

অনেক বন্ধু-বান্ধব এবং বুযুর্গরাও এই জমাকৃত চিঠিপত্রগুলো প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন, চেষ্টা করেছেন, তখন এ মর্মে তাদের মন্তব্য ছিল, এর প্রকাশের মাধ্যমে ঐ ধারাবাহিকতায় পূর্ণতা লাভ করবে, যা শুরু হয়েছে



মাওলানার জীবনী ও মালফুযাত লিখার মধ্য দিয়ে। বরং মাজমু'আ তথা (চিঠি পত্রের স্তুপ) এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশী মূল্যবান এবং নির্ভরযোগ্য বস্তু। কেননা এগুলোতে সরাসরি মাওলানারই কথা ও মনের ভাব এবং এসব ভাব বিষয়বস্তু এবং ভাবদাতার মাঝে কোন মাধ্যম নেই, নেই কোন পর্দা।

এই চিঠিপত্রগুলো প্রকাশের ক্ষেত্রে অধমের অনেকটা গড়িমশি ছিল। ফলশ্রুতিতে এ মূল্যবান মাজমু'আ দীর্ঘ কয়েক বছর পর এসে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। গড়িমশির মূল প্রেক্ষাপটে ছিল এ মজমু'আর অধিকাংশ চিঠি পত্রই ছিল এই অধমের নামে। এসব চিঠিপত্র ঐ সমসায়িকীতে লেখা, যখন মাওলানার মানসপটে দাওয়াতের গুরত্ব পুরাপুরি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এবং তার মন- মানসিকতার উপর দারুণভাবে রেখাপাত হয়েছিল। সে সময় আলিম সম্প্রদায়ের কেউ তার সমর্থনে ছিল না। ফলে মাওলানা তার মনের কথাগুলোকে বলার মত এমন কাউকেও পেতেন না। এমনি এক মুহূর্তে মাওলানার নিকট শুরু হয় এ অধমের আসা যাওয়া। পুস্তিকার প্রথম পত্রটি যা বিস্তারিত এবং অধিক লম্বা সে সময়েরই এক স্মরণীয় চিঠি। এখন যখনি একাকীতে সে সব পত্রাদি পড়ি তখন বড়ই লজ্জিত হই। যেহেতু পত্রে যখন দৃঢ় বিশ্বাস ও ভরসা, মহব্বত এবং যে সব আশার প্রকাশ করা হয়েছে। তা আমি কখনো তার উপযুক্ত না। ভাবছিলাম প্রাপকের নাম উল্লেখ না করেই পত্রগুলোকে প্রকাশ করবো। কিন্তু তা সম্ভব হল না। কেননা পত্রের মধ্যে জায়গায় জায়গায় এমন কিছু ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদ্দরুন নিজকে লুকিয়ে রাখা কিছুতেই সম্ভব না। আর যদি নিজকে গোপন রাখার বেশী চেষ্টা করি, তাহলে আবার পাঠকদের দৃষ্টিতে অযথা নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং মনে করলাম নাম প্রকাশ করাই উত্তম।

গড়িমশির দ্বিতীয় অপর এক উল্লেখ্যযোগ্য কারণ ছিল এই যে, এ সব পত্রের ভাব ও ভাষা সাধারণ পাঠকদের জন্য অনেকটা আনুখা তথা নতুন এবং এর বিষয়বস্তু সাধারণ ভাব ও বিষয় থেকে অনেক উচু, কেননা এ কোন কিতাবী বিষয়বস্তু নয় যে, প্রচলিত ভাব ধারায় লিখা হয়েছে, বস্তুত

এর বেশ একটি অংশ এতই সুক্ষ্ম যা স্বভাবত ঐ সব ব্যক্তিত্বরাই বুঝতে সক্ষম হবেন, যারা মাওলানার কথাবার্তা শুনতেন এবং তাঁর ভাব ভঙ্গিমায় অভ্যস্থ ছিলেন। কিংবা যারা তাসাওফ ও মা'রেফাতের কিতাবাদি ভালভাবে পড়েছেন। অথবা ঐ সব লোক, যারা দাওয়াতী কাজ করতে করতে বিষয়বস্তুর সাথে নিগূঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন।

বহু চিন্তা ভাবনা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তে উপণীত হলাম যে, এই মাজমু'আ প্রকাশ পেলে স্বভাবত ঐ সব ব্যক্তিবর্গের জন্য বড়ই ফলদায়ক এবং কাজে অদৃশ্যভাবে শক্তি সঞ্চারের কারণ হবে যারা বিশেষত দাওয়াতী কাজে সম্পৃক্ত আছে এবং ওর সাথে সম্পর্ক রাখে। এসব পত্রাদি দ্বারা তাদের হিম্মত বুলন্দ হবে। তাদের দৃষ্টিতে দাওয়াতের মূল্যায়ন ও আহমিয়াত স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তার সঠিক উদ্দেশ্য ও বিষয়কে জানতে পারবে। অনেক অনেক ভুলত্রুটি সম্পর্কে সজাগ হবে। এবং তার বহু আদব ও নিয়ম নীতি জানতে পারবে। হয়তো বা এর প্রকাশের মাধ্যমে অনেকের জন্য অনেক আমলের মধ্যে শক্তি সঞ্চারের কারণ হবে এবং ভূলভ্রান্তির ক্ষতিপূরণ হবে। আর اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ (অর্থাৎ ভালর প্রতি ইঙ্গিত করাও তা করার মতই যা পত্রের মধ্যে জায়গায় জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে) একজন পূঁজীহীন অনুপযুক্ত অধমের আমলে পরিবর্তন হয়ে মাগফিরাতের মাধ্যম হবে এটাই একমাত্র আশা যা এই মাজমু'আ প্রকাশের একমাত্র পূঁজী। আল্লাহই সর্বময় ক্ষমতার মালিক।

**আবুল হাসান**

লাখ্নৌ - ১৩ সফর ১৩৭২ হিঃ

বিঃ দ্রঃ পাঠকদের সুবিধার্থে ব্যাখ্যামূলক জায়গাগুলোতে পৃথকভাবে নোট লিখা হয়েছে। অনুরূপ বিশেষ কোন ভাব ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও সংক্ষিপ্তাকারে ফায়দারূপে উল্লেখ করা হয়েছে।



## ১ম পত্র

(১) আল্লাহর নিকট কোন কিছুর অভিযোগ করা, বড়ই অপছন্দনিয়, আর কিছু চাওয়াটাই তাঁর কাছে প্রসংশনিয় ও পছন্দনিয়।

(২) ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি ও প্রচেষ্টায় অতীত কৃতকর্মের বহিঃপ্রকাশ হওয়া উচিৎ।

(৩) সত্যের প্রচার এবং উন্নতির চরম শিখরে পৌছানোর নিমিত্তে পৃথক ও সমষ্টিগত ভাবে জোর প্রচেষ্টাই ধর্মের বাহ্যিকতা।

(৪) ধর্মে অন্তঃনিহিত বস্তু হচ্ছে ঈমান, ও সোয়াবের আশা রাখা।

(৫) মাযহাব তথা ধর্মের ফলাফল হচ্ছে, স্বীয় ইচ্ছা এবং নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল।

(৬) ধর্মীয় কোন কার্য্য সম্পাদনে কেহ যদি দ্বীনি এবং পার্থিব জগতের কোন উপকারের নিয়্যত করে;এবং এটা তার আমলের বিনিময় মনে করে, তাহলে এটা হবে তার জন্য বড়ই ক্ষতির কারণ। আর যদি কেহ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান স্বরূপ কিছু দেয়ার এবং পাওয়ার আশাবাদি হয়, তাহলে এটা হবে তার জন্য আধ্যাতিক উন্নতি এবং খোদা প্রদত্ত্ব রহমতের কারণ।

জনাব, মাখদুমে মুকাররাম, ও মুহতারাম, নবী বংশের ধারা বাহিকতায়, উজ্জল নক্ষত্র আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘায়ূ দান করুক, সাথেই দু'আ করি আল্লাহ আপনাকে তৌফিক দিক চির সত্য দ্বীনে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে জোর প্রচেষ্টার পৌছে যাক আল্লাহর কালিমার দাওয়াত প্রতিটি মানুষের দ্বারে দ্বারে।

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আপনার পাঠানো হস্তলিপি যথারীতি পেয়েছি। পত্র পাঠান্তে বড়ই খুশি হয়েছি। তাই আপনাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, কিন্তু পত্রে উল্লেখিত, এখনও পর্যন্ত কর্মে অটলতা না হওয়া এবং স্বীয় সংকল্পকে নিজের কাছেই কল্প কাহিনী মনে হওয়া" এবাক্য যেন খোলা মনে প্রকাশ করতে দিলনা সে খুশি। [১]

---

(১) *টীকাঃ* অধম (আবুল হাসান আলী) পত্রে লাখনৌর আশ্পাশে তাবলীগের কাজ শুরু করার খবর দিয়েছিলাম। সাথেই কাজে দৃঢ়তা ও অটলতা থাকতে না পারার অভিযোগ করেছিলাম। পত্রেল্লেখিত লাইন দুটিতে সেদিকেই ইংগিত করেছেন।

জনাব, নিজের অজান্তেই মন তো চাচ্ছে অনেক কিছু লিখি, কিন্তু সত্য বলতে কি; যখনই দেখি নিজের মূর্খতা ও অযোগ্যতার দিক , তখনই কোন নির্দিষ্ট বিষয় ভিত্তিক লিখা থেকে বিরত থাকে কলম ও কেঁপে উঠে অন্তরাত্মা। তাই নির্দিষ্ট কোন বিষয় ভিত্তিক কিছু না লিখে বিক্ষিপ্তাকারে লিখে পাঠালাম কিছু কথা। পরিশেষে এ লিখনীতে যদি কোন বিষয় ভিত্তিক লিখা এসে যায় আর জনাব যদি বিষয়টির কোন ভাল অর্থ ও মনপূত দিক খুজেঁ না পান তাহলে অনুগ্রহ পূর্বক তা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন এবং গোপনীয়তা রক্ষা করবেন।

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ رَاٰى عَوْرَة فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ اَحْيَا مَوْؤُدَة

(كمافى ابى داؤد)

জনাব, মানুষের জাতি সত্বার যে সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার সত্বার সাথে সম্পৃক্ত চাই সে সম্পর্ক সয়ং আল্লাহর সত্বার সাথে হোক চাই তাঁর কোন গুণাবলির সাথে হোক বা অন্য কোন নেয়ামতের সাথে হোক । এ কথা বড়ই স্পষ্ট যে, আল্লাহর আয়ত্তে যা কিছু আছে,সে তুলনায় বান্দার নিকট যা কিছু আছে বা হয়েছে, তা বস্তুত কিছুই না এবং এটাও স্পষ্ট যে, আল্লাহ যা কিছু তাকে দিয়েছেন, সে তুলনায় ও বান্দাহ তার মূলত্বের দিক থেকে (যা নাকি এক ফোটা দুর্গন্ধময়, দূর্বল নাপাক পানি তা টিকে আছে পবিত্রতার মুকাবিলায়।) এবং স্বীয় যোগ্যতা থেকে অনেক বড় ও অনেক বেশি। সুতরাং কেহ যদি স্বীয় চেষ্টা এবং প্রচেষ্টায় উভয়াবস্থায় সমাঞ্জস্যতা ও সমতা রক্ষা করে আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় জানমাল নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে জিহাদ করে এবং প্রচেষ্টা জারী রাখে, তাহলে এ দূর্বল মানুষ উন্নতির যে চরম শিখড়ে উন্নত হতে পারে,সে পর্যন্ত কোন বক্তার বক্তব্য অথবা লিখকের ক্ষুরধার লিখনী এবং কোন দার্শনিক ও তাত্বিক কারো্র আত্নাও পৌছতে পারবে না। আজ মানুষের বঞ্চিত, ভাগ্য তারিত, অসহায় ও অকৃতকার্যতার কারণ শুধু ঐ একটাই যে, উভয়াবস্থায় সমাঞ্জস্যতা ও সমতা রক্ষায় তারা কোন যুগপযোগি পদক্ষেপ গ্রহণ করে না।

অথবা এটা ও একটা কারণ যে, আল্লাহ তা'আলার ধন ভান্ডারে বান্দাকে দেয়ার মত যে, অফরুন্ত নেয়ামত ও উপহার সামগ্রী রয়ে গেছে, সে অনুযায়ী অতিরিক্ত চাওয়া পাওয়া এবং যুগপযোগী চেষ্টাও করে না। বরং সে যা কিছু



পেয়ে যায় তার উপর এমন ভাবে সন্তুষ্ট হয়ে যায়, যেন খোদা তা'আলার ভান্ডারে বান্দাকে দেয়ার মত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কখনো আবার ভবিষ্যতে চাওয়া পাওয়ার প্রচেষ্টা ও ক্রিয়া কলাপ, এপর্যন্ত পাওয়া অতীত নেয়ামতগুলো হয় কৃতজ্ঞতাশুন্য। আর অতীত প্রাপ্ত জিনিসের সঠিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করায় যে জিনিস সে এখনও লাভ করতে পারেনি, তা পাওয়ার বাসনা, মানুষের জীবনে হয়ে দাঁড়ায় বিরাট এক অন্তরায়। ফলে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ বড় অপছন্দনীয় এবং শুধু মাত্র চাওয়াটাই প্রশংসিত।

যা হোক এখানে আমার মূল আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য ছিল, এই যে তাবলীগ, এ সংক্রান্ত আপনি যা কিছুই বলেন না কেন বস্তুত এর জন্য কিছু রুকন তথা মূল স্তম্ভ এবং কিছু শর্ত রয়েছে। সঠিক জায়গা মত যত দূর সম্ভব এ সবের প্রতি লক্ষ রাখতে মনোযোগ দিতে সক্ষম হবে। ( যার গুরুত্ব ঐ দুটি বস্তু যার উল্লেখ ইতি পূর্বে করেছি অর্থাৎ স্বীয় অস্তিত্ব সত্ত্বা এবং আল্লাহ তা'আলার দয়া ও দান, উভয়ের দিকে মনোযোগী হওয়া এবং মুরাকাবা করা)তাহলে এর মধ্যে খোদার অপার মহিমা ও অপরুপ লিলা লিখা এমন ভাবে এত পরিমানে দেখতে পাবেন যে, সত্য বলতে কি, তা কল্পনাই করা যায় না, যা এখন ওপর্যন আমার ব্রেনের সল্পতাই বলা চলে। আর তা হচ্ছে প্রথমত বাহ্যিকতা সংক্রান্ত আর অপরটি হল বাতেনি তথা অন্তর্নিহিত সম্পর্কে। বাহ্যিক সম্পর্কে হল এই যে, মানুষ জামাত বন্দি হয়ে তথা সমষ্টি গত ভাবে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে বাহির হওয়া ছেড়ে দিয়েছে। অথচ এটাই ছিল মূল কাজ। স্বয়ং হুজুর (সাঃ) নিজেই ঘোরা-ফেরা করতেন এ কাজ নিয়ে এবং যারাই হুজুরের হাতে হাত রেখে ইসলামের শপথ নিতেন, তারাও পাগল পারা হয়ে ঘোরা-ফেরা করতেন ঐ দাওয়াত নিয়ে। মক্কার জীবনে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল সল্প সংখ্যক, ফলে তাদের সংখ্যা সল্পতার কারণে তাদের প্রত্যেকেই ইসলাম গ্রহণের পর পৃথক পৃথক ভাবে নিজ নিজ উদ্যোগে অপরের কাছে তুলে ধরতো সত্য ধর্ম ইসলামের দাওয়াত। পক্ষান্তরে মদীনায় ছিল মুসলমানদের সংঘবদ্ধ ও সংস্কৃতবান জীবন যাপন। সেখানে পৌছেই হুজুর(সঃ) চার দিকে পাঠাতে শুরু করলেন বিভিন্ন জাম'আত,সুতরাং আজ তা ছুটে যাওয়া, ধর্মীয় বাহ্যিকতা ছুটে যাওয়ারই নামান্তর।

আর ধর্মের অন্তর্নিহিত বস্তু হচ্ছে ঈমান ও ইহতিসাব তথা সোয়াবের আশা

রাখা। অনেক আমল সংক্রান্ত হাদীসে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ আছে যে, إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا তথা "ঈমানের সাথে সোয়াবের আশা রেখে।"অত এব, প্রত্যেক আমলের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের বর্ণিত ভাষ্যের দিকে যথাযথ লক্ষ্য রেখে আল্লাহ তা'আলার মহত্ম ও বড়ত্ব এবং তার প্রতি নৈকট্যতা এবং বিশ্বস্ততা বৃদ্ধি করে এবং ঐ সমস্ত আমল যা দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারে খোদা প্রদত্ব দান ও পুরস্কৃতির কথা ও ওয়াদা করছেন, ঐসব আমলকে খোদার পক্ষ থেকে দান এবং রহমতের আশা রেখে, কোন নেয়ামত বা সফল কোন কিছুকে আমলের বিনিময় মনে না করে, একনিষ্ঠ ভাবে আমলের দিকে মনযোগী হওয়াটাই হচ্ছে বাতেনি মাজহাব, তথা ধর্মের অন্তঃর্নিহিত বস্তু।

মাজহাব তথা ধর্মীয় কার্যকালাপ নিয়্যতের দিক দিয়ে অত্যান্ত গুরুত্ব পূর্ণ সুতরাং কোন কাজে কেহ যদি স্বীয় নিয়্যতে অকৃতকার্য হয় তাহলে তা হবে তার জন্য বড়ই ক্ষতিকর ,আর প্রতিদান সরূপ কিছু চাওয়া ও পাওয়ার আশা রাখা এটা খোদা প্রদত্ব বরকত ও রহমত এবং পূর্ণতারই লক্ষণ।[১]

জনাব, আপনার কথা মতই পত্রটি যথাযথ সংক্ষিপ্তাকারে লিখলাম, তাই অনুগ্রহ পূর্বক এর প্রত্যেকটি বাক্য ও শব্দাবলিকে আশা করি গভীর ও সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখবেন। এর মধ্যে আমার এমন এমন আশা ও আকাংখা ও সম্পৃক্ত রয়েছে যা সত্যিকারার্থে না পারি ভাষায় প্রকাশ করতে আর না পারি কলমে লিখতে। আত্মসুদ্ধির পর নিয়্যতকে পরিশুদ্ধ করে নিয়ে এ কাজে যদি সামান্যতমও পরিশ্রম করেন তাহলে দেখবেন মনের মধ্যে অনুভব করতে পারবেন এক আশ্চার্য্য ধরনের অতি পরিচিত এক অনুভুতি।

মেওয়াতে এ অধম বড় দ্রুতগতিতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। যদিও কাজের

---

(১) *টীকাঃ* শরিয়তের আসল রূহ এবং সঠিক পন্থা এই যে, সর্ব প্রকার আমলের এক মাত্র উদ্দেশ্য হবে খোদার সন্তুষ্টি। অধিকাংশ শর'ঈ হুকুম আহকাম পালনের ক্ষেত্রে এবং ফরয নফল এর ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রসুল (সাঃ) এর মূখনিসৃত অমিয় বাণীতে খোদার রহমত, সন্তুষ্টি ও মাগফিরাত এবং জান্নাতের অঙ্গিকার করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন বহু ফযিলত। কখনো আবার তার সাথে ঐ আমলের দ্বীনি এবং দুনিয়া সুযোগ সুবিধা এবং উপকারেরও বর্ননা করেছেন। মুমিনদেরকে তো স্ব-স্ব আমলের প্রতিদান একমাত্র সন্তুষ্টি এবং ক্ষমাই মনে করা উচিৎ। অথবা জান্নাত যা তার সন্তুষ্টির নমুনা এবং শ্রেষ্ঠতম স্থান। বাকি অন্যান্য সুযোগ সুবিধা উপকার ও ফায়েদা আল্লাহ তা'আলার দেয়া পুরষ্কার মনে করা চাইএবং যথাযথ মূল্যায়ন করা উচিৎ। কিন্তু আমলের মূল উদ্দেশ্য ও নিয়্যত হওয়া চাই শুধু মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আমলের সময় চাই তার প্রতি পূর্ণ একাগ্রতা"



শুরুতে আল্লাহ তা'আলা একটু নিচু করেই দেখিয়েছিলেন, কিন্তু সত্য বলতে কি এই মুহূর্তে আমাদের জন্য আপনাদের মত বুযুর্গদের সুদৃষ্টি এবং আন্তরিক দু'আর বড়ই প্রয়োজন। আল-ফোরকানের যে সংখ্যায় আপনার লেখনি থাকবে অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে জানাবেন।

মেওয়াত থেকে বর্তমান প্রায় ১৫০ জনের মত জাম'আত আপনার যাওয়ার পর থেকে এপর্যন্ত দিল্লী এবং তার আশপাশ এলাকায় তাবলীগের কাজে লিপ্ত আছে। এ সময় চল্লিশ পঞ্চাশটি জাম'আত আছে করনাল" এর পথে । এই জুম'আ পড়েছিলাম সুনিপথে তবে আশা আছে আগামী জুম'আ পড়ব পানি পথে এবং এর পরের জুমআ করনালে পড়ার ইচ্ছা। সুতরাং জনাব স্বয়ং নিজে এবং নিজের বন্ধু-বান্ধব ও মুহিব্বিনদের এবং অন্যান্য মুসলমানদেরকে নিয়ে যত দুর সম্ভব স্বল্প সংখ্যক হলেও এ মহান কাজে শরীক হবেন বলে আশা করি। যাদের প্রতি রয়েছে হুজুর (সাঃ)-এর দু'আ

مَنْ رَاٰیٔ مِنْكُمْ مُنْكِراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذَالِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ او كَمَاقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام

অর্থঃ- তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি অশ্লিল কাজ দেখবে। সে হাত দ্বারা বাঁধা প্রদান করবে। যদি হাত দ্বারা সম্ভব না হয় তবে যবান দ্বারা প্রতিহত করবে। আর যদি তাও সম্ভব না হয় তবে অন্তরে ঘৃণা পোষন করবে এবং উহাই সর্ব নিম্ন ঈমান।[১]

বাকি এই তাবলীগের কার্যকলাপের এরূপ সংক্ষিপ্তাকারে থাকা কোন কারণ হীন নয়, এর প্রতিটি কার্যকলাপে তীক্ষ্ণ ও সুক্ষ দৃষ্টির সাথে মনোযোগি হওয়া উচিৎ। অন্তরের নমনিয়তা এবং চলার পথে বাঁধা আসার পূর্বেই সঠিক ভাবে আন্তরিক অনুভুতিতে উদ্বুদ্ধ্য হওয়া এবং যুগোপযোগী অনুভব যোগ্য

---

(১) *টিকাঃ* যেমন ভাবে একটি শরীয়ত গর্হিত কাজের মুকাবিলায় মুমিনের ঈমানের শেষ স্তর এবং দুর্বল আমল হচ্ছে আন্তরিক ভাবে অস্বিকার এবং খারাপ মনে করা। আর তা সামাজিক ও ব্যক্তি জীবন থেকে শেষ করার নিমিত্তে স্বীয় আন্তরিকতা এবং খোদায়ী সাহায্য প্রাপ্তিতে দু'আকে ব্যবহার করা। ঠিক তেমনি কোন ভাল কাজের জন্য মুমিনের সাহায্য এবং ঈমানের শেষ তাকাযা তথা চাওয়া পাওয়া হল পসন্দ করা এবং খোদার দরবারে মিনতি ভরে দু'আ করা।

মন-মানসিকতা গড়ে তোলা বড় কঠিন।

আপনার পরিচিতি মহলে সকলের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সালাম।

ইতি

বান্দা মোহাম্মদ ইলিয়াছ

লিখকঃ- এনামুল হাছান কান্দলভী

মার্চঃ- ১৯৪০।

## ২য় পত্রঃ

ফায়দাঃ (১) এ সময়ে এক মারাত্মক মহমারির প্রাদুর্ভাব চলছে। আর তা হচ্ছে "কথা" চাই তা বক্তব্যাকারে হোক, চাই লিখনীকারে। আর এটাও সত্য যে, মহামারির সময় তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া থেকে বাচঁতে পারে না কেহ, কম বেশি প্রত্যেকেই পতিত হয় সেই দুরারোগ্য মহামারিতে।

(২) মানুষের শুধু মাত্র আল্লাহ তা'আলার খলিফা তথা প্রতিনিধি হওয়াতেই যথার্থ মূল্যায়ন। নচেৎ অন্য সকল ক্ষেত্রে সে অর্থহীন ও মূল্যহীন।

(৩) তাবলীগের কাজে নিয়োজিত সকলের জন্য উচিৎ, অন্যের হেদায়েত থেকে নিজ দৃষ্টিকে বিরত রাখা।

(৪) তাবলীগের কাজে সময় দান কারীদের দায়িত্ব এবং আদব।

(৫) আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বাতের পর সমস্ত প্রকার 'আমল ও খোদা প্রদত্ত্ব নেয়ামত থেকে সর্বাপেক্ষা উত্তম নেয়ামত হল হুব্বে মুসলিম তথা মুসলিম ভাইয়ের মুহাব্বাত।

দিল্লী নিজামুদ্দিন থেকে

৭ই এপ্রিল ১৯৪০ইং

বখেদমতে জনাব,মুহতারাম, ও মুকাররাম,

হযরত সায়্যেদ সাহেব, দামাত বারকাতুহুম।

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

বেশ কিছুদিন পূর্বে জনাবের পক্ষ থেকে দেয়া প্রাপ্ত পত্রখানি নিজ



আখেরাতের পূঁজি ভেবে, দীর্ঘ দিন যাবৎ সংরক্ষণ করছিলাম বড়ই আন্তরিকতার সাথে এবং বারং বার পড়ে পড়ে চক্ষুদ্বয় ও অন্তরাত্মায় পাচ্ছিলাম এক নিবিড় প্রশান্তি।

এ সংক্রান্ত আমাকেও বেশ দীর্ঘ বিষয় ভিত্তিক লিখার ছিল, যার পরনায় বিষয় বস্তু একটু লম্বা হওয়ায় দেরি হয়ে গেল। তদুপরি বর্তমান আমি নিজে ও লিখতে পারি না (১) এবং মনের গহিনে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত অনুভূতিকে উপলব্ধি করার মত লিখকও সব সময় পাই না। এছাড়াও রিতিমত চিঠিপত্র লিখার কোন সুষ্ঠ পরিবেশও নেই আমার। তথাপিও আজ প্রায় দশ পনের দিন যাবৎ লিখাচ্ছিলাম, কিন্তু সে পত্রটিও বর্তমানে মুসলিম ভাগ্যাকাশ থেকে হাড়িয়ে যাওয়া খোদা প্রদত্ব হেদায়াতের মত এমন ভাবে হাড়িয়ে গেল যে, কোথাও আর পাওয়া গেল না তার কোন চিহ্ন। এদিকে পত্রটির পূর্ণ বিষয় বস্তুও আর স্মরন নেই যে, নিজ স্মৃতি থেকে পুনরায় কিছু লিখে দিব।

তবে এ অধম অনিচ্ছা সত্ত্বেও হারিয়ে যাওয়াটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়েছে বলে মনে করি। কেননা এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ সময় বর্তমানে সর্বস্তরে যে, এক মহামারি দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে"কথা" চাই সেটা বক্তব্যকারে হোক চাই লিখনীকারে হোক, মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যাওয়া, আর এ এক ধ্রুব সত্য যে, মহামারি যখন সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তার থেকে বাঁচতে পারে না কেউ, কম বেশি প্রত্যেকেই আপতিত হয় সেই দুরারোগ্য মহামারিতে এবং কম বেশি প্রত্যেকের মাঝেই থাকে সে বিষের ছোঁয়া। আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমতে তা থেকে রক্ষা করেছেন আমাকে।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিনের শ্বাশ্বত বিধান নিয়ম ও নিতী এই যে, (যা সর্বাবস্থায় অপরিবর্তনীয়।) হেদায়েত মূলত জুহুদ তথা চেষ্টার সাথেই সম্পৃক্ত। সুতরাং চেষ্টা করতে করতে কোন বিষয় যখন উদয় হয় মানসপটে, তখন তা কেমন যেন মানসপটে আত্মপ্রকাশকারি বাস্তব জ্ঞানের উম্মোচন ও বাস্তব দর্শি এবং ঈমানী স্বাদ আহরনকারীএবং মন ও মস্তিস্কে কোন এক অজানা ও অপ্রকাশ্য অথচ বাস্তবে তা মানতে বাধ্যকারি কথার মত। আর সত্য বলতে কি, মূল কথা হচ্ছে এই যে কোন রুপ চেষ্টা ব্যতিরকে শুধু মাত্র বক্তব্যকারে এবং

(১) *টীকাঃ* মাওলানা সাহেব মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্ব থেকেই নিজ হাতে লিখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বিষয়বস্তু নিজ মুখে বলতেন এবং অন্যে তা লিখে দিত।

লিখাকারে যা কিছু সৃষ্টি করে, তা শুধু মাত্র কাল্পিক ধারণার সৃষ্টি কোন বিষয় বস্তু এবং মূলত তা বাস্তবতার জন্য এক প্রকারের পর্দা সরূপ। (যাকে অনেক বুযুর্গরা اَلْحِجَابُ الْاَكْبَرُ বলে লিখেছেন।) মূলত খোদার রাহেও রয়েছে অনেক বাধার প্রাচীর, তা সত্যিকারার্থে মনে করি, আমার ঐ লিখনিটা হারিয়ে যাওয়া হয়তো বা সঠিক লক্ষবস্তু বিমূল হওয়ায় খোদার পক্ষ থেকেই হয়েছে। যা হোক এ সময় আর ঐ পত্রের তেমন কোন বিষয় স্মরনে নেই যে, এ বিষয়ে কিছু লিখব। তবে হ্যাঁ এতটুকু মনে আছে যে. পত্রে এমন কিছু বিষয় অবশ্যই ছিল. যা বড়ই উপকারি। যাক্ যা হবার হয়ে গেছে. আল্লাহই মালিক।

যা হোক এখন নিম্নের কয়েকটি বিষয় সংক্রান্ত লিখছি,

(১) জয়পুরের সফর।

(২) আপনার বর্তমান পত্র।

(৩) আল্ ফুরকান সম্পর্কে, যা বহু খোঁজাখুঁজির পর ও না পেয়ে নিজ স্মরনী থেকেই কিছু লিখছি।

(৪) এ সময় সামনে একটা বিশেষ সফর আছে , সে সম্পর্কেও কিছু ।

(৫) মেওয়াতের বর্তমান পরিস্থিতি ও কর্ম তৎপরতা সংক্রান্ত জানিয়ে তার জন্য চাই আন্তরীক দু'আ এবং সুদৃষ্টি ও অসী উৎসাহ এবং আরো জানাই সুপরামর্শের দরখাস্ত।

(১) জয়পুর সফর, এ সফরে (যা কিছু খোদা তা'আলার চির বিধান তা সবই ছিল পরিপূর্ণ)অভ্যন্তরীণ অবস্থা তো এমন ছিল যা লিখে ও বলে শেষ করা যাবে না। যা ছিল স্বীয় পদ মর্যাদা, শক্তি, সাহস, ও যোগ্যতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত সবই যেন ভাসমান ছিল চুক্ষুদ্বয়ের কাছে। আর আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে গায়েবী সাহায্যে এবং খোদায়ী রহমতের বারি বর্ষন এমন মনে হচ্ছিল যেন অনুভব করছে প্রতিটি ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে। আর বাহ্যিক অবস্থা ছিল কিছুটা এমন যে, বিশ বিশ মাইল দুর-দুরান্ত, চতুর্দিক থেকে সব শ্রেণীর লোকই আসছিল দলে দলে এবং অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহ ভরে অনুভব করছিল এর প্রয়োজনিয়তা এবং গ্রহণ করছিল মনেপ্রাণে। এবং

(১) **টীকা ঃ** জয়পুর জেলার টুডাভিম একটি থানা। ওখানে বসবাসরত ছিল কাজি সাহেবের একটি পরিবার। এ পরিবারের কয়েকজন সদস্য ছিল হযরতের মুরীদ। এ সফর তাদেরই দাওয়াতের ভিত্তিতে শায়খুল হাদীস হযরত মাওঃ যাকারিয়া সাহেব (রহঃ) সহ অন্যান্য আরো কতিপয় আলিমদের সাথে হয়েছিল।



ভবিষ্যতেও এ কাজ জারি রাখার দৃঢ় প্রত্যেয় নিয়ে সব প্রস্থান করত নিজ নিজ বাড়িতে। আর তিন জায়গা এমন যার প্রত্যেকটিই বড়। তাবলীগি কাজে সাহায্যে ও প্রচেষ্টার জন্য লাব্বাইক তথা সাড়া দিয়েছে বিপুল সংখ্যার এক দল। (স্বয়ং "টুডাভীম" [১] যা জেলার একটি থানা "হানডুন" এ জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। যা ছিল নেজামত নামে বেশী পরিচিত। এর পাশেই ছিল "করোলী " নামক এক সতন্ত্র জেলা এবং এখানে কোন রূপ কোন সভা সমিতি হওয়া এবং নতুন কোন আন্দোলন নিয়ে যাওয়া এবং জেলা অভ্যন্তর কোন রূপ বৃহৎকার কোন ঘটনা ঘটা বড় কঠোর অপরাধ বলে মনে করা হত। আর ঐ তিন জায়গাতেই জনগণের বিপুল সংখ্যায় সাড়া দেওয়া, এ ছিল এক বড়ই আশাতীত সাফল্যের কথা. সুতরাং এ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এবং আশাবাদী যে, এর প্রতিক্রিয়া দুর-দুরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে যাবে. পৌছে যাবে এর অনির্বাণ জ্যোর্তিময় আলোর দ্যুতি দুর বহুদুর। সাড়া জাগানো এলাকাগুলো যদি আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন এবং ওখানে যে প্রভাব এখন পড়েছে, আর তাতে যদি আপনাদের মত বীর. উদ্যমী. সাহসী. ব্যাক্তিত্ত্বদের সুদৃষ্টি থাকে নির্ধিদায় বলতে পারি যে, জেলা জয়পুর, ভূপাল. ভরতপুর সহ দুর-দুরান্ত পর্যন্ত এর মূল শিকর দৃঢ় ভাবে জমে যাওয়াটা বড়ই সুস্পষ্ট। ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ করুক যেন ঠিক হয়।

২। আমার আন্তরীক আশা ও আকাংখা, নবী বংশের উজ্জল নক্ষত্র জনাব আপনি নবী (সাঃ)-এর মেহমানদের[১] কে সঙ্গে নিয়ে যদি একান্তভাবে পদক্ষেপ নেন। তাহলে যেমন বড় ও উচ্চ পর্যায়ের এ কাজ তেমনি এর শান-শওকত মান-মর্যাদা এবং সে অনুপাতেই এ সংক্রান্ত সুন্নাতে নবী ও রাসূলুল্লাহর (সাঃ) মুখনিসৃত হাদীস শরিফ এবং আল্লাহর ঐশি বাণী কালামুল্লাহর আয়াতে কারিমার প্রতি দৃষ্টি রেখে এবং মনে প্রাণে তার উপর দৃঢ় বিশ্বাসের চেষ্টায় ব্রতি হয়ে তার আদর্শের দিকে পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টি রেখে এগুতে পারলে এর উপরেই নির্ভর করবে এর সুফল।[২]

*টীকাঃ* (১)। মাওলানা সাহেব আরবী মাদ্রাসার ছাত্রদের কে বিশেষত যারা বাড়ি ঘর ছেড়ে মাদ্রাসায় এসে থাকত, তাদেরকে মেহমানানে রাসুল (সাঃ) তথা নবী (সাঃ) এর মেহমান বলে সম্বোধন করতেন।

২। এটাই হচ্ছে ঈমান ও ইহতেছাব তথা ভাল ফলের আশাবাদী হওয়া। যা ধর্মের অভ্যান্তরীন এবং এরই মাধ্যমে আমলের মধ্যে সৃষ্টি হয় আন্তরীকতা এবং নূর। বিস্তারীত জানার জন্য পড়ুন সাওয়ানেহ এবং আহাম দ্বীনি দাওয়াত নামক পুস্তিকাদ্বয়।

মাওলানা একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম, যদিও আমার এ ছোট মুখে বলা ঠিক না, কিন্তু কথাটি অবশ্য আপনার শুনার মত। অর্থাৎ আপনি তো যা হোক কথাটি শুনার উপযুক্ত কিন্তু আমার এ অপবিত্র জবান এ উপযুক্ত না যে তা বর্ণনা করব।

মাওলানা এটাতো স্পষ্ট উক্তি যে لَوْلَا الْاِعْتِبَارَاتُ لَبَطَلَتِ الْحِكْمَةُ। এবং এ কথাটিকেই শরিয়তে ইসলামি পরিভাষায় যা বড়ই প্রকাশ্য ঘোষনায় বলেছেন যে, اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ(অর্থাৎঃ নিয়্যতের উপরই নির্ভর করে সকল কাজের ফলাফল) যা হোক জনাব, মানুষ স্বয়ং নিজ ব্যক্তিত্বের উপর যতটুকু ভরসা ও বিশ্বাস করে সবই তার জন্য বড়ই ক্ষতিকারক অভিশপ্ত ও হীন, তবে হ্যাঁ শুধু মাত্র একটি পথ ছাড়া, আর তা হচ্ছে আল্লাহর খলিফা তথা প্রতিনিধি হওয়ার দিক দিয়ে। তার যে মূল্য আছে, শুধু মাত্র এই একটি দিক দিয়েই হতে পারে তার সব মূল্যায়ন। বাকি সকল কাজই বয়ে আনে তার জন্য অস্তিত্বহীন অভিশপ্ত জীবন ও হীনমন্যতা এবং তা হয়ে উঠে তার জীবনের চরম দৈন্য দুর্দশার প্রতিক। বাহ্যত স্পষ্ট যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই যে "আমল আছে ,তার উৎস স্বয়ং তার ব্যক্তিত্বই এটাও নিশ্চিত যে সেই ব্যক্তিত্ব থেকে নির্গত আমলের ও ঐ একই অবস্থা। বস্তুত আমল তথা কর্ম স্বীয় ব্যক্তিত্বের।

বস্তুত "আমল" তথা কর্ম স্বীয় ব্যক্তিত্বের তুলনায় কোন মূল্যই রাখে না। বরং বেকার জিনিস। তবে হাঁ তার মধ্যে যে মূল্য আসে, তার যে মূল্যায়ন তা এক মাত্র আল্লাহ তা'আলার হুকুম আহকাম পালন করে ঐ মহান জাতের মাধ্যমেই আসে। সুতরাং যে যতটুকু সর্ম্পক গড়তে সক্ষম হবে ঐ মহান সত্ত্বার সাথে, তার আমলের আসল মূল্যায়ন ঐ পরিমাণেই হবে, তাই আমলকে সঠিক মূল্যে মূল্যায়ন করার মূল প্লান হচ্ছে সে সম্পর্কে বর্ণিত হুকুম আহকাম গুলোকে একটি দড়ি মনে করে ঐ দড়িতে ঝুলে চেষ্টা করবে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে। মূলত: একটু চিন্তা করলে দেখা যায় যে না "আমল" উদ্দেশ্য না সে সংক্রান্ত হুকুম আহকামের দিকে ধ্যান করা উদ্দেশ্য । বরং ঐ আমলের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য হুকুম আহকামের যে দড়ি পরে আছে ঐ ময়দানে গিয়ে ঐ সব দড়ি তথা মাধ্যম গুলিকে ধরে (অথাৎ আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টায় ব্রতি হওয়াটাই মূল উদ্দেশ্য এবং এমনটিই ব্যাখ্যা



দিয়েছে ইসলামী শরীয়ত।

সুতরাং এ কাজে বাহির হওয়ার সময় বহি:গমনকারি বা যেখানে যাবে, সেখানের হেদায়েতের কথা থেকে নিজকে বিরত রাখাবে বরং নিজের মধ্যেই রাখবে হেদায়েতের মূল দৃষ্টি। কেননা হেদায়েতের মালিক তো আল্লাহ স্বয়ং এবং এজন্যই হেদায়েতকে খোদা নিজের হাতেই রেখেছেন। যেন এ রাস্তায় সময় ব্যয় কারিরা নিজ সামর্থের বহির্ভূত ইচ্ছায় জড়িয়ে না পরে, স্বীয় প্রচেষ্টাকে নিস্ফল নিষ্কর্ম বানিয়ে না দেয় এবং অসম্পূর্ণ না করে। বরং যতটুকু করে, এখলাসের সাথে করে।

প্রচেষ্টাকারীদের চেষ্টা করার সময় বিশেষত নিজের দিকেই দৃষ্টি রাখা উচিৎ। স্বীয় কুরবানীকে এখলাসের সাথে একনিষ্ঠ ভাবে পরিপূর্ণ করার ধ্যানে মগ্ন থাকা। বিশেষত একাজে বাহির হওয়ার সময় আল্লাহর যিকিকর ও ফিকির এবং মুরাকাবা তথা খোদার ধ্যানে বেশি বেশি সময় ব্যয় করা, এসবই একজন বহি:গমণকারীর জন্য একান্ত দায়িত্ব। আর এ কাজের ফিকির বা চিন্তা? এটা তেমন কোন কঠিন কাজ নয়। নিরবে একাকিত্বে বসে নিজ অন্তরাত্মাকে এরূপ বলা যে, সত্যিকারার্থে মূলত: এসব কাজ-কর্ম তো এক মাত্র খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আর মৃত্যু! যা ধ্রুব সত্য, আগামীতে আগত এমন এক অনাকাংখিত সময় যা একদম বাস্তব পরিসমাপ্তি ঘটাবে তোমার মনচাহি জিন্দিগীর এবং

اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهٖ

(অর্থাৎ কোন কর্মের প্রতি ইচ্ছারোপ করা তা করার মতই) বাক্যটিকে সত্য মনে করে ঐ দ্বীনি কাজে বাহির হওয়ার কারণে যত নেকি হয়েছে এবং যত হতে পারে, ঐ সব গুলিকে একত্রিত করে তার সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির সম্পর্কের কথাকে স্মরণ করে নিজ অন্তরকে সম্বোধন করে নির্দ্বিদায় বিশ্বাস করার নামই ফিকির।

এটাতো মানব জাতির জন্য অত্যন্ত জরুরী যে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির ও মূল্যায়ন করা। কেননা এসম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে

رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ

অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টিই সবচেয়ে বড় চাওয়া পাওয়া। সুতরাং এসব বস্তুকে একাকিত্বে বসে মনের গহিনে স্থান দিয়ে এবং কাজ করার সময়ও এর ধ্যানে দৃঢ় থাকার চেষ্টায় কোন রূপ ত্রুটি না করা।

মক্তবের ব্যাপারে স্পষ্ট কোন মতামত ব্যক্ত করতে আমি একটু দ্বিধাদ্বন্ধে আছি। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত কথোপকোথনে আমার মন অবশ্য তেমন একটা রায় দিচ্ছে না। তবে আমার আন্তরিক ইচ্ছা ও বাসনা এই যে, একাজে কোনরূপ তাড়াহুড়া না করা। কেননা মক্তব চালানোর জন্য মানুষের মনে যে পরিমাণ অনুভূতির প্রয়োজন, তা এখনও অনেক দূর। এখনও একটা দীর্ঘ সময় শুধু মাত্র তাবলীগের কাজেই সীমাবদ্ধ থেকে নিজকে দৃঢ়তা এবং উন্নতি করা হোক। ধর্মানুভূতি এবং যোগ্যতা যখন জনসাধারণের মাঝে সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং জনমনে ইসলামের কামনা বাসনার কিছুটা উন্নতি হবে। তখন আল্লাহর রহমতে ইনশাআল্লা অল্প সময়ে সামান্য প্রচেষ্টায়ই হয়ে যাবে বহু মাদ্‌রাসা।[১] মোট কথা এখন করাটা যথার্থ সময়ের পুর্বে করারই নামান্তর। ফাসি" কবিতার একটি পংক্তি আছে ঃ- که تعجیل کار شیاطین بود

অর্থাৎ তাড়াতাড়ি কাজ মূলত শয়তানই করে। বস্তুত প্রত্যেক কাজই সামাজিক পরস্পর সৌহার্দ সুষ্ঠানুভূতি এবং আল্লাহর রহমত ও ভালবাসার মধ্যেই সম্পন্ন হওয়া উচিৎ।

জনাবে মুহতারাম,, আপনি তাবলীগি কাজে বাহির হওয়ার জন্য যে সব কার্য প্রণালির কথা লিখেছেন, এ সংক্রান্ত বিস্তারিত ভাবে আমি কোন মন্তব্য করতে চাই না, তবে এ সম্পর্কে দুটি কথা পেশ করবো। প্রথমত এ কাজের জন্য মূল বস্তু হল "কাইফিয়্যাত" তথা মানসিক অবস্থা, আর এই মানসিক অবস্থার জন্য কোন লিখা বা কোন বক্তব্য কোনরূপ রক্ষক হতে পারে না, যে বস্তুকে

(১) টিকাঃ- তাবলীগি কাজ শুরু লগ্ন থেকেই, স্বভাবত যে ভাবে শুরু হয়ে থাকে, তাতে কুদরতী ভাবেই অনুভুতি হল কিছু মকতব, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার। ফলে এ সংক্রান্ত মাওলানার মতামত জানতে চাওয়া হলে এরুপ উত্তর দেন, মাওলানার এ মন্তব্য ছিল অত্যান্ত দুরদর্শিতা ও বাস্তবমূখী, যার সারসংক্ষেপ এইযে মক্তব এবং ইসলামী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ধর্মীয় অনুভূতি, জওক, শওক এবং সর্বজনিন চাওয়া পাওয়ার অনুভূতি ব্যতিরকে ঠিক থাকতে পারেনা। কেননা জনগন না তার প্রয়োজন অনুভব করতে পারে আর না তার খেদমতের জয্‌বাহ্ থাকে, আর না তার থেকে আশানুরুপ আত্মশুদ্ধির ফল লাভ করা যাবে। কেননা তার মাঝে হজম করার শক্তিই নাই। দ্বীনি জযবাহ্ এবং সার্বজনীন কর্তৃক চাওয়া পাওয়া হচ্ছে, প্রত্যেক দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আত্মশুদ্ধির কার্যকালাপের জমীন সরুপ। আর এ জমীন তৈরীর জন্য, সার্বজনিন ভাবে সর্বাগ্রে তাবলীগি দাওয়াতের মাধমে সকলকে ঈমানী দিপ্তে উজ্জিবীত করা দরকার। এটাই ছিল আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামদের শিক্ষা ও সংস্করনের নিয়ম। বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন এ অধম লিখক (একরামূল হাসান)-এর জামেয়া মিল্লিয়ার একটি নিবন্ধে "আহ্‌দে নবুবীকে তা'লিমি খুছুছিয়্যাত"নামক প্রবন্ধে।



আল্লাহ তা'আলা নিজ ইচ্ছায় "সহবত" তথা নেক ও সৎ, সঙ্গ দানের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, তা ঐ নেক সংস্পর্শ ব্যতিত কক্ষনো হতে পারে না।"ফিতরত"তথা প্রকৃতি ও স্বভাবের বিপরীত কিছুই হবে না। বস্তুত যে সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে, বিধান জারী হয়েছে, তা ঠিক ঐ ভাবেই হবে।

দ্বিতীয়ত :-এই যে, আমার অন্তর অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ কাজের জন্য মূলত আপনার মত একজন যোগ্যতাসম্পন্ন এবং আওলাদে রাসুলই উপযুক্ত এবং আপনাদেরই এগিয়ে আসতে হবে একাজে। আপনার অন্তর থেকে একাজের জন্য যতটুকু আন্তরীকতার সাথে দৃঢ়তা প্রকাশ পেতে থাকবে, ঐ পরিমানেই একাজ ক্রমান্বয়ে ত্রুটি মুক্তি হয়ে পরিশুদ্ধতার রূপ ধারণ করতে থাকবে। যতক্ষন পর্যন্ত আপনার মত দূরদর্শি ও অন্তঃদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বরা কাজের গভীরে দৃঢ়তা ও অটলতায় না পৌছবে। তাবৎ অযোগ্যতাদের মাঝে এ কাজের ব্যর্থতা প্রকাশ পাবে।

إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

অর্থাৎ যখন কোন অযোগ্যের উপর কোন কাজ চাপিয়ে দেয়া হয়, তখন অপেক্ষা কর তার ধবংসের।

জনাবে মুহতারাম আপনার এবং মুহতারাম, ভাইজান[১] এবং সবচেয়ে বেশি উল্লেখ যোগ্য জনাবা মুহতারামা আম্মিজান[২] একাজ কে গ্রহণের নিমিত্তে যে সুদৃষ্টি দিয়েছেন, এটা সত্যিকারার্থে জনাবেরই সৎ বৈশিষ্টাবলি এবং সুস্থ্য মানষিকতার পসন্দেরই সাক্ষ্য বহন করছে। সাথেই দেখতে পাচ্ছি এ অধমের জন্য আপনাদের মত ব্যক্তিত্বদের পবিত্র আঁচলের নিচে ঠাই নেয়ার এক পলক জ্যোতি। তেমনি ভাবে একাজের জন্য নিজ গন্তব্যস্থলে পৌছার আশা নিয়ে এ নশ্বর পৃথিবীতে ক্ষনিকের জন্য অবস্থানে এবং মূল উদ্দেশ্যের পথ ধরার কাজে হতে পারছি সাহায্যের দৃঢ় আশাবাদি।

اَللّٰهُمَّ اصْنَعْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَلَا تَصْنَعْ بِنَا مَا نَحْنُ أَهْلُهُ

(১) *টীকাঃ* শ্রদ্ধাভাজন ও মুরুব্বী জনাব মৌলভী হাকীম ডাক্তার সায়্যেদ আব্দুল আলী সাহেব, নাজেম নদওয়াতুল উলামা, যাকে আল্লাহ তা'আলা তাবলীগের সাথে আন্তরীক ভাবে সম্পৃক্ততা দান করেছেন এবং এরই ছত্র ছায়ায় এ অধম এবং তার বন্ধু বান্ধব সহ লাখনৌতে কাজ শুরু করেছিলাম।

(২) মুহতারাম, আম্মীজান এ কাজের সূচনার খবর শুনে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। আর আমি সে খুশির কথা পত্র মাধ্যমে জানিয়েছিলাম।

অর্থাৎ জনাবা আম্মিজানের প্রতি আমার সালাম, দিবেন এবং দু'আর দরখাস্ত রইল।

৩। আল ফুরকান পত্রিকাটি বর্তমান আমার কাছে না থাকায় দুঃখিত। পত্রিকাটির বিষয়বস্তু যদিও বিস্তারীত স্মরণ নাই তথাপি ও এতটুকু স্মরণ হচ্ছে যে, পত্রিকায় উল্লেখিত কিছু লিখাতে চাচ্ছিলাম, যাহোক পত্রিকার এক জায়গায় উল্লেখিত "নাসরুল্লাহ খাঁন" [৩] তিনি কোন মৌলভী নন। বরং তিনি ছিলেন একজন পাট্ওয়ারী" তথা গ্রাম্য সরকার জীবনের প্রায় সমস্ত সময়টাই পাট্ওয়ারিগিরী করে শেষ পর্যায়ে আজ দেড় দুই বছর যাবৎ তাবলীগি কাজে সম্পৃক্ত। ধর্মীয় লাইনে শুধু মাত্র তাবলীগের বরকতে আল্লাহ তা'আলা যা কিছু তাকে দান করেছেন তাই লাভ করেছেন তিনি, বস্তুত "মাওলানা" শব্দটি তো অনেক উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব মহলে ব্যবহৃত হওয়া উচিৎ। জনাব মুহতারাম, যদি এ অধমের পরামর্শ গ্রহণ করেন, তাহলে আমার আন্তরীক আশা যে, স্বভাবত সাধারণ নামের সাথে অতিরিক্ত কোন শব্দ যোগ করা ঐ শব্দটিরই অবমুল্যায়নের নামান্তর।

আল ফুরকানে অন্যত্র উল্লেখ করেছে যে, তিনি কাহারো দাওয়াত গ্রহণ করতেন না। এটা অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং ভুল। তবে এ সর্ম্পকে বিস্তারিত কিছু কথা আছে, আর তা হচ্ছে এই যে, মন মানসিকতা যদি আত্মঅহংকারী , কৃত্রিম ভদ্রতা ও ভাবাবেগ থেকে বিরত হয় এবং দাওয়াত ও হাদিয়া দানকারী সম্পর্কে মুহাব্বাত এবং (তাবলীগি)কাজের প্রতি আন্তরীকতা পোষণকারী হয়, তাহলে তার দেয়া দাওয়াত কিংবা হাদিয়া কে ভদ্রতা এবং নম্রতার সহিত গ্রহণ করা উচিৎ। এমনটি ফিরিয়ে দেয়া হারাম, তাইতো বলা যায়, হাদীসে ব্যবহৃত تهادوا তথা পরস্পর হাদিয়া দানের , শব্দটি বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলার সাথে মুহাব্বাতের পর যে বস্তুটি সমস্ত আমল এবং নেয়ামত অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব পূর্ণ ও বড় তা হচ্ছে حب مسلم হুব্বে মুসলিম তথা

---

(৩) *টীকাঃ* মেওয়াতে আমার প্রথম সফরের সাথী ও রাহবার দুজন ছিল। এক ছিলেন মুনশি নাসরুল্লাহ খান সাহেব আর দ্বিতীয় ছিলেন মৌলভী আব্দুল গফুর সাহেব। আমি আল ফুরকানের "এক হপ্তাহ দ্বীনি মারকাজ মে" নামক প্রবন্ধে, মুন্সি সাহেবকে তার ধর্মীয় জ্ঞান এবং সুন্নতী পোষাক-পরিচ্ছদ এবং শরঈ শেকাল ও সুরত-এর দিকে লক্ষ্য করে মৌলভী নামে স্বরন করে ছিলাম। মাওলানা তারই সংশোধন করলেন।



মুসলমানদের পরস্পর মুহাব্বাত ও ভালাবাসার মত নেয়ামাতকে অর্জন করা। আর এরই ফলশ্রুতিতে বাস্তব প্রয়োগে মন যখন সাক্ষ্য দিবে যে তার দেয়া হাদিয়া চাই উপহার হোক বা দাওয়াত হোক বা অন্য কোন পন্থ্যায় হোক তা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী এবং এটা খোদা প্রদত্ত্ব এক অপ্রত্যাসিত নেয়মাত এ অধমের নিকট হালাল কামাই গনিমতে অর্জিত মালামাল থেকেও বেশী বরকত পূর্ণ, পূত-পবিত্র. এ পন্থায় প্রাপ্ত মালামাল। যা হোক আল ফুরকানের অন্য কোন বিষয় বস্তু তেমন স্মরণ নেই এছাড়া আমার কাছে বর্তমান পত্রিকাটিও নেই তাই এ সংক্রান্ত এখানেই শেষ করছি।

৪। কারনাল থেকে আসার পর এখন ওপর্যন্ত ওখানে তাবলীগের কাজ কোন না কোন ভাবে ভালই চলছে । অর্থাৎ এ পর্যন্ত নয়টি জামাত যার প্রত্যেকটিতে আছে দশ দশ জন লোক। সক্রিয় ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে তাদের কাজ। আর তাদের সাহায্যের জন্য ইচ্ছা পোষন করেছেন, মাওঃ ফখরুদ্দীন সাহেব এবং স্নেহ ভাজন মাওঃ এহতেশামুল হক সাহেব। আর ইতিমধ্যে এ খবর যে ভাবেই হোক করনালেও পৌছে গেছে। ফলে ওখানকার নওয়াব সাহেব আশপাশের নওয়াবদেরকে নিয়ে তাদের পৌছানোর ব্যাপারটিকে উষ্ণ অভ্যার্থনার মাধ্যমে বরণ করার প্রস্তুতি নিয়েছে। এছাড়াও ওখানকার নওয়াব সাহেবরা এবং স্থানিয় লোকজন ভুলক্রমে তাদের যাওয়ার ব্যাপারটিকে এ অধমেরই আগমন মনে করেছে। ইতি মধ্যেই একটি টেলিগ্রাম এবং একটি পত্রও এসেছে, যে শনিবারের পরিবর্তে যেন সোমবারে আসে তাহলেই ওখানের এজতেমাটা অধিক ফলপ্রসূ হবে। এই টেলিগ্রাম এবং পত্র আসায় সকলের পরামর্শ যে এ অধমও যেন ঐ সমস্ত মুবারক ব্যক্তিদের সাথে যাওয়ার নিয়্যত করে।

সুতরাং সোমবারে ওখানে যেতে হবে। তাই জনাব নিজে এবং সম্ভব হলে অন্যান্যদের প্রতি, ফরয নামায এবং বিশেষত তাহাজ্জুদে, এই নবী ওয়ালা কাজ দুনিয়ায় বিস্তৃতি এবং আল্লাহ তা'আলার প্রিয় সৃষ্টির খাতিরে খোদার রাহে নিজকে উৎসর্গ করার একটি সার্বক্ষনিক দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য আন্তরীক ভাবে দু'আয় মশগুল থাকবেন এবং অপরকে ও রাখবেন।

৫। এ সময়ে মেওয়াতে আনাচে কানাচে ব্যাপক হারে লক্ষ্য করা যাচ্ছে একটি সাধারন খবর এবং একটাই আওয়াজ যে, মৌসুমী ফসল কাটার পর বড়

গুরুত্বের সাথে তাবলিগের কাজে বেড়িয়ে পরবে। এবং ক্রমান্নয়ে চর্তুদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে এখবর। বাহ্যিক ভাবে অনুমান করা যাচ্ছে, প্রায় সহস্রাধিক লোক বের হবে খোদার রাহে। সাথে এটাও যেন অনুভব হচ্ছে যে বিশ্বের সমগ্র দেশের জ্ঞানিগুনি এবং সামর্থবানরা এ পন্থা অবলম্বন করে পেতে চায় অভিশপ্ত জীবনে মুক্তির দিশা। সুতরাং এখন দরখাস্ত এইযে, প্রথমত আমরা যে ভাবে আশা করেছিলাম তা যে আল্লাহ তা'আলা প্রতিফলিত করেছেন দ্বিগুন হারে। আশাতীত লোক আজ ঝুঁকে পড়েছে তাবলীগের কাজে। দ্বিতীয়ত এইযে, এত অধিক সংখ্যায় এ কাজে বের হওয়ার জন্য তৈরি হওয়া তেমন কঠিন কিছুনা, যতটুকু বের হওয়ার পর স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে সফল হওয়ার সকল প্রকার ব্যবস্থাদির সাথে সার্বিক সম্পৃক্তের দরুন স্বীয় যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক এবং শরীয়তে মোহাম্মদী (সাঃ)-এর বিস্তৃতি, তাও যেন আল্লাহ তা'আলা সকলের জন্য সহজ লভ্য করে দেন। একাজে আপনিও কি পারবেন আমাদের কে একটু সাহায্য করতে?

ইতি

বান্দা অধম মোঃ ইলিয়াছ

নিজামুদ্দীন থেকে

লিখকঃ- ইকরামূল হাসান।



## ৩নং পত্র

ফায়েদা ঃ ১. বান্দার সুধারণা আল্লাহর নিকট অত্যাশ্চার্য গ্রহণীয় এবং লক্ষ্যার্জনে সহজলভ্য ও মূল্যবান বস্তু। যা থেকে আজ অধিকাংশ লোকই বঞ্চিত।

২. দ্বীনের কথা বিস্তৃতির জন্য দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরাফেরা করাই তাবলীগ ও দাওয়াতি কাজের শরীর ও মূল।

৩. আল্লাহর হুকুমে স্বীয় জান উৎসর্গ করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা দাওয়াতে রূহ।

৪. উত্তম চরিত্র অর্জনের চেষ্টা করা ও নৈপুন্য এবং তার পন্থা।

৫. একাকিত্বে এবং ভরা মাজমা'আয় জনসমাগমে কোন কিছু পড়ার মধ্যে রয়েছে পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট এবং প্রতিক্রিয়া।

৬. পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ হোক চাই মহিলা হোক কোন ফরয ত্যাগকারী আল্লাহর অভিশপ্ত ও গযবের উপযুক্ত।

৭. তাবলীগি কাজে নিজের চিন্তা চেতনা সর্বদা পূর্ণ বয়স্ক প্রাপ্তদের প্রতি রাখা উচিত। তবে হ্যাঁ বাচ্চাদেরকেও কাজে লাগান এবং তা স্থায়ীত্বের জন্য কাজে লাগিয়ে রাখাও ভাল কাজ।

৮. আল্লাহর হুকুম পালন করার বাস্তব অর্থ হল এই যে, চাহে নামক বস্তুটি বিলুপ্তি ঘটায়।

৯. দ্বীনের প্রত্যেকটি জিনিসেরই উদ্দেশ্য নিজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র শক্তিশালী বস্তু দু'আকে বর্ধিত করা।

১০. শারীরিক কোন আমলের সময় অন্তরকে পূর্ণ মনোযোগের সাথে দু'আয়ায় লিপ্ত রাখা উত্তম। সম্ভব না হলে অন্য কোন খালি সময়ে হলেও দু'আর প্রতি পূর্ণ গুরুত্ব রাখা উচিত।

দিল্লী নিযামুদ্দীন থেকে

মাখদূমী মুহ্তারাম ও মুকার্‌রাম

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

সালাম বাদ, জনাবে মুহ্তারাম আপনার দেয়া পবিত্র পত্রখানি যেন এ অধমের জন্য দু'জাহানের ইজ্জতের উসীলা হয়। আল্লাহ তা'আলা যেন এ এখলাসকে কবুলিয়্যাত দান করেন এবং দিনে দিনে এর চাহিদাকে সমুন্নত রাখেন। হযরতে মুহ্তারাম, যেভাবে আমার এই ভাঙ্গা-চুড়া শব্দগুলোকে ইজ্জত

দান করেছেন এবং একরাম করেছেন। আল্লাহ তা'আলাও যেন আপনাকে তার স্বীয় দরবারে গ্রহণের মাধ্যমে ইজ্জত ও একরাম এবং উত্তম প্রতিদান দান করেন। আর এই সম্মানিত মহিমান্বিত নবী পরিবারের প্রতি আন্তরিক মুহাব্বাত ও ভালাবাসাকে আমার জন্য আখেরাতের পূঁজীরূপে, নাজাত ও কামিয়াবীর ওসীলারূপে কবুল করে।

সুধারণা পোষণ করা আল্লাহর দরবারে রাখে এক অনন্য ধরণের কবুলিয়্যাত তথা গ্রহণ যোগ্যতার দৃষ্টান্ত এবং অত্যাশ্চর্য ধরণের প্রতিক্রিয়া ও বরকতময়ী নূর। লক্ষ্যার্জনে এ এক আশ্চার্য ধরণের সহজলভ্য এবং মুমিনের জন্য মূল্যবান বস্তু। যা থেকে আজ অধিকাংশ লোকই বঞ্চিত। আমার মত অধমের প্রতি আপনার এই সুধারণাকে আল্লাহ তা'আলা উভয় জাহানে দান করুণ উত্তম প্রতিদান, যা বাস্তবিকই এক অমূল্যপূঁজী।

মানসিকতার অবস্থা তো এই যে, আপনাকে লিখার মত অজানা কিছুই নেই। তথাপিও লিখছি। এ কথা আমাদের জানতে হবে যে, এই যে, তাহরীক তথা আন্দোলন ? তা কিসের তাহরীক, যা বড়ই সংক্ষিপ্ত অথচ সার্বক্ষণিকের জন্যই প্রয়োজন ও প্রযোজ্য। বস্তুতঃ মূলত যে তাবলীগ, তা মাত্র দু'টি বস্তুর এবং বাকী যা কিছু আছে তারই প্রচার প্রসার ও বৃদ্ধির অবকাঠামো মাত্র। আর ঐ দুই বস্তু হচ্ছে একটি মাদ্দী এবং অপরটি রূহানী। মাদ্দী থেকে উদ্দেশ্য বাহ্যিকতার সাথে সম্পৃক্ত এমন জিনিস। সুতরাং তা হচ্ছে হুজুর (সাঃ) এর আনিত দ্বীন ও দ্বীনের কথাকে বিস্তৃতির জন্য দেশ থেকে দেশান্তরে অলিগলিতে দলবদ্ধভাবে জামা'আত আকারে ঘুরাফেরা করে হারিয়ে যাওয়া সুন্নাতকে পূনর্জীবিত করা এবং স্থায়িত্ব করা।

রূহানী থেকে উদ্দেশ্য স্বীয় শৌর্য-বীর্য আবেগ ও অনুভূতির প্রচার-প্রসার অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনার্থে জান উৎসর্গ করার মত দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। যা লক্ষ্য করা যায় আল্লাহর এরশাদ এ আয়াতে

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

অর্থাৎ এ কাজের তাশকীলের জন্য কয়েকটি বস্তুকে বাছাই করা হয়েছে। প্রথমতঃ কালিমায়ে তাইয়্যেবাহ। যা আল্লাহ তা'আলার একাত্ত্ববাদের প্রমাণনামাহ। যে আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালনার্থে প্রয়োজনে স্বীয় জান উৎসর্গ



ছাড়া বস্তুত আমাদের অন্য কোন ব্যস্ততা নেই বা হবে না। তার শব্দাবলীকে ঠিক করার পর নামাযের ভিতরগত বস্তুগুলোকে শুদ্ধ করে নেয়া। অতঃপর অন্যান্য জ্ঞান শিক্ষার দিকে নিজেকে নিযুক্ত করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ স্বীয় নামাযকে হুযূর (সাঃ) এর নামাযের মত করতে চেষ্টা করতে থাকা। (১) যতক্ষণ পর্যন্ত অমনভাবে না পড়তে পারবে ততক্ষণ যাবৎ নিজকে মূর্খ মনে করা।

তৃতীয়তঃ তিন সময় সকাল, যথা সন্ধ্যা এবং রাতের কিছু অংশ নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে এই দু'জিনিস (জ্ঞানার্জন ও যিক্‌র) এর মধ্যে নিজেকে মশগুল রাখা।

চতুর্থ ঃ এ জিনিসগুলোর বিস্তৃতির জন্য মূল ফরযিয়ায়ে মুহাম্মাদী (সাঃ) তথা দ্বীনে মুহাম্মাদী (সাঃ) এর দায়িত্ব মনে করে বের হওয়া। অর্থাৎ দ্বীনের খাতিরে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরাফেরা করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।

পঞ্চম ঃ এ ঘুরাফেরার মধ্যে দিয়ে নিজের স্বভাব প্রকৃতিকে সৎচরিত্রে পরিণত করার অভ্যাসের নিয়্যত করা। তন্মধ্যে নিজের ভিতরগত নিপুন নৈপুন্য প্রকাশের তৎপরতাও হবে। চাই তা স্রষ্টার দিক থেকে হোক, চাই সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত হোক। কেননা প্রত্যেকের কাছে তার নিজ সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করা হবে।

ইলম এর জন্য আমার মন চায় যে, তাবলীগি শাখায় কিছু পাঠ্যসূচী ও নির্ধারণ করে দেই। এ যাবৎ উত্তরোত্তর উন্নতির পর এখন আপনাদের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্নদের সুপরামর্শ একান্ত প্রয়োজন। তবে আমি অবশ্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে পাঁচটি কিতাবকে স্থির করেছি। ১. জাযাউল 'আমাল ২. রাহে নাজাত ৩. ফাযায়েলে নামায ৪. হেকায়েতে সাহাবা ৫. চেহেল হাদীস। (লেখক মাওলানা যাকারিয়া শায়খুল হাদীস সাহেব) এগুলোকে নির্জনে দেখা এবং জনসমাগমে শুনান, দু'টিই হবে একটি অপরটির অঙ্গাঙ্গি ও পরিপূরক। শুধু নির্জনে দেখা বা পড়ায় কখনো লাভ হবে না ঐ জনসমাগমে পড়ার মত বরকত ও রহ্‌মত। তেমনি কোন মজলিসে বসে শুনানটা কখনো লাভ করতে পারে না নির্জনে বসে পড়ার সেই ঐশ্বরীক শান্তি, শক্তি ও নূর।

ছোটদের দ্বারা তাবলীগের কাজ, যদি তাদেরকে শুধুমাত্র সুধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু সত্যিকারার্থে একজন পূর্ণ

---

*টীকা ঃ* (১) হাদীস শরীফে আছে– صلوا كما رأيتموني اصلي অর্থাৎ তোমরা নামায পড়, যেভাবে আমাকে পড়তে দেখেছ। মুহাদ্দিসীনদের নিকট যদিও এ থেকে বাহ্যিক ভাব ভঙ্গিমার সাদৃশ্যই উদ্দেশ্য। কিন্তু সূফী দরবেশগণ যদি এ থেকে নামাযের ভিতর খুশু-খুজু উদ্দেশ্য নেয়, তাহলে অসুবিধা কি?

বয়স্ক পুরুষ হোক, চাই মহিলা স্বীয় ফরায তথা দায়িত্ব ও কর্তব্য ত্যাগের কারণে আজ তাদের প্রতি আপতিত হচ্ছে আল্লাহর লা'নত ও অভিশাপ। সুতরাং মুসলিম জাতির অধপতন ও আপতিত মুসীবতের মূল কারণের প্রতি সুক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করতে হবে আমাদের। তখন প্রয়োজন হবে প্রত্যেক মুসলমানকেই ঐ ভয়ানক আযাব ও অভিশাপ থেকে দূরে রাখা ও থাকা, এতদ্ব্যতীত এ অবস্থায় যদি এ মুহূর্তে মৃত্যু এসে যায়, তাহলে এ সময় যে সব ভয় ও ভয়ের কারণগুলো অনিবার্য সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। পক্ষান্তরে আদেশপ্রাপ্ত পুনঃবয়স্করা যদি স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যকে পালন করে, তাহলে নির্দেশ যেহেতু তারই প্রতি, সেহেতু সে খোদা প্রদত্ব অসংখ্য নেয়ামত, রহমত ও বরকত প্রাপ্তিতে হবে বহু বহু গুণে উপকৃত এবং তার ভাগ্যে লিখা মৃত্যু হবে মুক্তি, শুধু মুক্তিই নয় বরং সে মুক্তি রয়ে নিয়ে যাবে তাকে আখিরাতের শ্রেষ্ঠ নে'য়ামত জান্নাতে। এ জন্য নিজ নিজ লক্ষ্য রাখা চাই, পূর্ণ প্রাপ্ত-বয়স্ক নির্দেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি। তবে বাচ্চাদের মানসপটে এ কাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে জমিয়ে রাখার লক্ষ্যে তাদেরকেও এ কাজে লাগিয়ে রাখা একটি ভাল পদক্ষেপ। ১ জনাব, মুহ্তারাম! কাজের প্রতি দৃঢ়তা এবং আগ্রহে গতিসম্পন্ন না হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। ২ সত্যই আপনার এ কথায় আমি বড় আশ্চার্যান্বিত। মুমিনদের জন্য তো মূলতঃ আল্লাহর দেয়া হুকুম-আহকামের প্রতি মনে প্রাণে বিশ্বাস এবং সম্মান এ পরিমাণ হবে যে, সে দুরকরে রাখবে এ সংক্রান্ত মনের সকল আবেগ, কেননা এসব সৃষ্টি হয় ব্যক্তির মন-মানসিকতা থেকে। আর বাস্তবে যদি এমনটিই হয় তাহলে এটা হবে হুব্বে তাবয়ী তথা মন মানসিকতার মুহাব্বত। আর যদি হুকুম তথা খোদা প্রদত্ব নির্দেশের প্রতি সম্মান, দায়িত্ব ও গুরুত্ব স্বীয় অনুভুতিবোধক হয় তাহলে এটা হবে ঈমানী মুহাব্বাত। সুতরাং এখন হয়তো কাজের প্রতি তুলনামূলক মুহাব্বত ও আগ্রহ কম। কিন্তু কখনো যদি কাজের প্রতি আগ্রহ ও মুহাব্বাত সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে তা হবে খোদা প্রদত্ব এক বড় দান বা বড়ই মূল্যবান বস্তু এবং ইনশাআল্লাহ এ অবস্থা দৃঢ়তার জন্য বেশি আশাবাদি। আর আল্লাহ তা'আলা কাজে দৃঢ়তার ও স্থিতিশিলতার মত নেয়ামত (যা বস্তুত নবী বংশের জন্যই প্রযোজ্য) দ্বারা ভরপুর করে দিক।

পথ প্রদর্শন এবং দু'আ সংক্রান্ত কথা হচ্ছে এই যে, সত্যিকারার্থে এ কাজে পরামর্শ দিতে পেরে নিজকে মনে করি ধন্য। নচেৎ এখলাস ও একনিষ্ঠের সাথে এ কাজে জড়িতদের জন্য যে সব ওয়াদা ও অঙ্গীকার রয়েছে তা বর্ণনাতীত সুতরাং সে সবের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে কাজের অগ্রগতির জন্য চেষ্টা



করতে হবে।

জনাব, দু'আর জন্যও বলেছেন দু'আকারীর জন্য তো মূলতঃ দু'আয় শরীক হওয়াটাকেই বেশি ধন্য মনে করি। নচেৎ দু'আতো হয়ে থাকে খোদার রহমত চাওয়ার জন্য। আর এ কাজ স্বয়ং রহমত দাতার, সুতরাং এ কথাকে সর্বদা খেয়াল রাখবে এবং এ কথাকেও যেন ভুলে যেয়োনা যে দ্বীনের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রে শুধু মাত্র দু'আর আধ্যাত্মিক শক্তিকে বৃদ্ধি করা এ জন্য সর্বদা এ কাজে বেশি বেশি চেষ্টা করে যাবে।

যদি বাহ্যিক কাজে লিপ্ত হওয়ার সময় অন্তরকে দু'আর মধ্যে লিপ্ত রাখা যায় তাহলে এমনটি করবে এবং এ জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। এ কাজের মাঝে কোন খালি সময় থাকলে তা পরিপূর্ণ রাখবে দু'আর মাধ্যমে এবং আমাদের মত নগণ্য খাদেমদেরকেও স্মরণ রাখবে। এ অধম আজ এ অপেক্ষায় অপেক্ষমান যে, জনাবের খাদেমরা স্বীয় তাবলীগি কাজ কর্ম বিস্তৃতির নিমিত্তে ভীন গ্রামে গিয়ে কবে নাগাদ অসীম সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে দাওয়াত দিবে। এবং দৃঢ় প্রত্যয়ে কাজ করে যাবে। বিশেষত রায়েবেরলির ঐ গ্রামে যেখানে আল্লাহ তা'আলা তাবলীগের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তাদেরকে দৃঢ়তার সাথে বাহির হওয়ার দাওয়াত দিন। এখানে মেওয়াতীদের জামাত, আশ পাশ বহু জায়গায় দাওয়াতের কাজ করে করনালে পৌছেছে তিন চার দিন অবস্থান করেছিল। বর্তমান করনালের অবস্থা যেন পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই দশ দশ জন বিশিষ্ট পাঁচ ছয় জামাত বেরিয়ে গেছে এবং আরো কিছু জামাত বের হবে বলে খবর পাচ্ছি। ওখানকার নবাব সাহেবও এ কাজে যথেষ্ট সাহায্য করছেন।

দ্বিতীয়তঃ নেয়ামত সংক্রান্ত একটি বড়ই তাজা খবর এই যে, এতদিন তো এ কাজে শুধুমাত্র এলাকার সাধারণ এবং গরীবরাই সম্পৃক্ত ছিল। এখন আশা করা যাচ্ছে যে, আগামীতে এ এলাকার অনেক জ্ঞানী গুণিরাও তৈরী হচ্ছেন। কাজে হিম্মত ও সাহসিকতার জন্য আপনাদের আন্তরিক দু'আর মাধ্যমে সাহায্যপ্রার্থী।

আমার আন্তরিক আশা যে, মেওয়াত থেকে দীর্ঘ দিনের জন্য আল্লাহর রাস্তায় কয়েকটি জামাত বেরহওয়ার জন্য তৈরী হয়ে যাক। যেন কয়েকটি জামাত কয়েক মাস জনাবের ছত্র ছায়ায় কাজ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা নিজ রহম ও করমে আমাদের আশা আকাংখা থেকে অধিক স্বীয় মহত্মানুসারে সাহায্য করুক। আমীন

ইতি অধম, ইলিয়াছ
৩০ এপ্রিল, ১৯৪০ইং

## ৪র্থ পত্র

ফায়দা ঃ (১) মাধ্যম এবং সহজলভ্য কোন কাজ কখনো ব্যক্তিগত কষ্টার্জন এর বিনিময় হতে পারে না।

(২) শারীরিক বাহ্যিকতা এবং হৃদয়ের অপারগতা ভেঙ্গে যাওয়াটাই রহমত নাযিল হবার কারণ।

(৩) কোন সম্মানিত উচ্চাসনে পৌঁছার জন্য শর্ত হল সে পথে চলার পথে নিজকে খাট করে দেখা ও জিল্লতি বরদাস্ত করা।

আপনার দেয়া পত্রটি অনেক অপেক্ষার পর হলেও পেয়েছি। অবস্থার প্রেক্ষাপটে যত খুশিই হোক না কেন তা শুধু অনুমাণ মাত্র। মন চাচ্ছিল অনেক বিষয়েই লিখব। কিন্তু কলম চললো না।

আল্লাহ তা'আলার সাধারণ নীতি যা স্বীয় দ্বীনের মধ্যে চেষ্টা প্রচেষ্টার পরিমাণের সাথেই সম্পর্ক। মানুষ কোন উদ্দেশ্যের জন্য যখন নিজকে মিটিয়ে দেয় এবং কষ্ট যাতনার মাধ্যমে নিজ বাহ্যিক ও আন্তরিক শক্তিকে বিলীন করে দেয়। বাস তখনি নাযিল হয় তার প্রতি খোদায়ী রহ্‌মত

اَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوْبُهُمْ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

মনে রাখবেন কোন কষ্ট ও নিজকে মিটানো ছাড়া কেউই সম্মানের উচ্চাসনে পৌঁছতে পারে না।

এ জন্য জনাব, মেওয়াতে অনুষ্ঠিত আগামী ২৫মে [১] জলসায় যোগদানের জন্য ২৪শে মে সন্ধ্যা নাগাত এখানে উপস্থিতির কষ্টকে স্বীকার করবেন বলে আশা করি। তাহলে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আশা রাখি যে, উভয়ের মত বিনিময় এবং অন্তরের প্রশান্তির জন্য দীর্ঘ দিনের চিঠি বিনিময় ও লিখালিখির

*টীকা ঃ* (১) এ জলসা গৌরগানুহ জেলার এক থানার পার্শ্ববর্তী ঘাসিরা গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সভায় বিশেষভাবে মেওয়াতের আলিম সমাজ এবং মিঞা-চৌধুরীদেরকে দাওয়াত করা হয়েছিল। বহিরাগত আলিমদের মধ্যে ছিলেন শায়খুল হাদীস মাওঃ যাকারিয়া সাহেব, মাওঃ আঃ লতিফ সাহেব, নাজেম মাজাহেরে উলূম, মাওঃ আঃ বারী নদভী প্রমুখ। সভায় মাওলানার বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল, ইলমকে বেশি বেশি দ্বীনের কাজে লাগানো।



চেয়ে অনেক বেশি উপকার হবে। চিঠি পত্রের মাধ্যম তো যোগাযোগের অতি হীন মাধ্যম। যেমন অযু করতে সম্ভবপর না হলে তায়াম্মুম।

ইতি

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

লিখক এনামুল হাসান

## ৫ম পত্র

ফায়দা ঃ (১) পরস্পরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী থেকে জ্ঞানার্জনের প্রথা আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে।

(২) আমরা মূর্খরা স্বীয় প্রচেষ্টার প্রতিদান, চলার পথে যত সামান্য সুযোগ সুবিধার সীমা রেখায় সীমায়িত করার মাধ্যমে বড়ই অসম্পূর্ণ করে দেয়।

(৩) মূল ফরাইজ তথা দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রচেষ্টাকারী এবং নফল তথা অতিরিক্ত বিষয়াদিতে প্রচেষ্টাকারী কখনো সমান হতে পারে না।

(৪) মুসলমানদের মাঝে যদি খারাবী থেকে সংযত ও গোপনীয়তা রক্ষা এবং ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ ও সম্মানের প্রথা চালু হয়ে যায়, তাহলে দুনিয়ায় বহু ফিতনা এমন আছে যা আপনা আপনিই উঠে যাবে।

(৫) হক্ব তা'আলা প্রত্যেক মানুষের সাথে তেমনি ব্যবহার করবে যেমনটি সে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির ক্ষেত্রে করবে।

(৬) হুজুর (সাঃ)-এর বাণী অপরের নিকট এ নিয়্যতে প্রচার করবে যে, আমি ব্যতীত আল্লাহর সকল বান্দাই নিজ নিজ ব্যক্তি সত্ত্বায় পূতঃ পবিত্র সে দ্বীনের যে কাজটুকুই করুক না কেন তা জাহেরী এবং বাতেনী উভয় ক্ষেত্রেই ভাল হবে। আর আল্লাহ তা'আলা হয়তো তার বরকত ও উসীলায় তার কিছু অংশ আমাকেও দান করবেন।

(৭) সময় মতো যদি সামান্যতম হয় তাহলে তা অসময়ের হাজারো থেকে উত্তম।

জনাব, মুহ্‌তারাম ও মুকাররাম, আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন।

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

মাওলানা! ইদানিং মন-মানসিকতা, শক্তি, সামর্থ সবকিছুই যেন ক্রমান্বয়ে

এমনভাবে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে যাচ্ছে যে, বিশেষত কোন বিষয়ের উপর কিছু লিখালিখির আর সাহস হচ্ছে না। আর বিশেষ করে এই, তাবলীগি লাইনের কাজ কিছুটা এমনিই যে, আমার মত দুর্বলদের জন্য এদিকে মনযোগ দিতে গেলে পরিশেষে তা ক্লান্ত শ্রান্তের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা এ লাইনে বড় স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, এমন অনেক বর্ণনাযোগ্য মূল বিষয়বস্তুকে, যখন মন চায় নিজ ভাষায় প্রকাশ করতে এবং অন্তর যখন নির্দিষ্ট করে নেয় বিষয় বস্তু, তখন তা কেমন যেন একটি স্বাধীন ও প্রসস্থ বস্তুকে এবং একটি একক নূর ও ঐশীদ্যুতিকে সীমাবদ্ধ করার মত দেখা যায়। সত্য বলতে যা নাকি তার উচ্চাঙ্গের তুলনায় তার সাথে কোন সম্পর্কই দেখা যায় না। সুতরাং আজকের এ কথা প্রসঙ্গে বলতে হয়, আলোচ্য বিষয়ের সাথে এ কথাটির যথার্থ সত্যতা প্রকাশ পায় যে, যদি বলি (বিষয় বস্তুর সুষ্ঠ বহিঃপ্রকাশ এবং তার আনুসাঙ্গিক কার্যকলাপে যথেষ্ট না হওয়ায়) তো বড় মুশকিল, আর যদি না বলি, আমরা বাহ্যিক জগতের সাথে প্রকৃতির সাথে এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছি যে, পরস্পরের চারিত্রিক বৈশিষ্ঠাবলী থেকে জ্ঞানার্জনের প্রথা তো ছেড়েই দিয়েছি। এবং আমলী চেষ্টা প্রচেষ্ঠায় রক্ত পানি একাকার করে এবং পূর্ণাঙ্গ চেষ্টার হক আদায় করে, শরীয়তের তা'লীম ও তা'আল্লুম তথা শিক্ষা প্রশিক্ষার যে মূল পদ্ধতি ছিল তা আজ বিলুপ্তির অথৈ গহবরে নিক্ষেপ করে এখন উপকারকারী এবং উপকার প্রাপ্তি বেচারী উভয়েই যেন একই মুখে বসা, একই মুখের ভাষা। সুতরাং মুখ দ্বারা যদি কিছু না বলা হয় তাহলে ঐ বাহ্যিক প্রকৃতি পূজারীদের মনগড়া নিয়মনীতির কারণে শিক্ষা ও প্রশিক্ষার কোন পদ্ধতিই থাকে না।) সুতরাং তাহলে তা মুশকিলই হবে।

মোট কথা লক্ষনীয় যে, আজ আমরা যদিও আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও খোদার পরিচিতিতে অজ্ঞ হয়ে দাঁড়িয়ে যাই খোদার কাজে, তাও আবার এ অজ্ঞ মস্তিস্কে যত সামান্য কার্য প্রণালী ও উপকার বুঝে আসে, তার পারধি সীমাবদ্ধ করেই দাঁড়াই। অথচ আল্লাহ তা'আলার বিধান যে, أَنَا عِنْدَ عَبْدِيْ بِيْ (নিশ্চয় আমি বান্দার ধারণা অনুযায়ী) তাহলে আল্লাহ তা'আলার সাথে যতটুকু ধারণা পোষণ কৰা হবে ততটুকুই পাবে। তাহলে আমরা নাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়ে তুলনামূলক কম, অনেক কম করে দিচ্ছি। অথচ এ অজ্ঞতা ও অসম্পূর্ণ জ্ঞানের জন্য শুধু ততটুকুই উচিৎ ছিল যে, প্রত্যেক প্রচেষ্টাকে তার পরিমাণ মত রেখে তার প্রতিদান আল্লাহ তা'আলার শ্বান অনুসারে তার মহত্ত্বের উপর ছেড়ে দিবে আর لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার



কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের প্রতিদানকে বরবাদ করেন না। এর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে এদিক ওদিক কোন চিন্তা ভাবনা না করে এ ব্যাপারে উন্মাদ হয়ে গিয়ে প্রয়োজনে মানুষও বলবে এমনটি আশা রেখে এ কাজের প্রচেষ্টায় নিজ অস্তিত্ত্বকে বিলীন করাকেই নিজকে টিকিয়ে রাখা মনে করা। তাহলে ঐ প্রচেষ্টার মাধ্যমে দুনিয়াতেই পাবে জান্নাতের স্বাদ। কিন্তু আফসোস আজ পুরা নিয়মটাই এর পরিপন্থী হয়ে গেছে। তথাপিও আমরা যদি ঐ সুন্নাতকে জারী করার নিয়তে প্রচেষ্টা চালাতে থাকি এবং আল্লাহর কাছে চাইতে থাকি, তাহলে আমার বিশ্বাস এ মহান কাজের প্রতি আল্লাহর খাছ রহমত বর্ষণে কার্পণ্য করবে না মোটেও। তাঁহার দয়া তো সমস্ত শহীদদের উপর রয়েছে তোমার সাথে কি আড়ি ছিল যদি উপযুক্ত বা কাবেল হতে।

যা হোক এ অধমের উদ্দেশ্য এই যে, মূল দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতিদান এবং তার দ্বীন দুনিয়ার প্রতিফল যা আল্লাহ তা'আলার খোলা মনে প্রচেষ্টাকারীদের জন্য ঘোষণা করেছেন বস্তুত তা প্রচেষ্টা ছাড়া কখনো নসীব হবে না। এমনিভাবে তার ফায়েদা ও উপকারিতাকে সীমিত করাতে ও অনেক কমে যায়। মোট কথা এই যে, বিনা প্রচেষ্টাকারী অর্থাৎ ঘরে ..স থাকা লোকেরা কখনো মুজাহিদদের মত হতে পারে না এবং গুরুত্বপূর্ণ মূল কার্যাবলী সম্পাদনকারী বরাবর হতে পারে না। সাহাবা ও আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌সালামদের পদাঙ্কনুস্মরণে প্রচেষ্টাকারীগণ কখনো তদপেক্ষা কম বস্তুতে সময় ব্যয়কারীদের বরাবর হতে পারে না। আমি আশ্চার্য হচ্ছি যে, আমরা এমন মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের জন্য এ কাজকে চির দিন ও সর্বস্থানে জারী রাখার জন্য এখনো পর্যন্ত পারছি না স্বীয় জান উৎসর্গ করতে। এমনটি কেন? যা হোক এ দীর্ঘালোচনার সংক্ষিপ্ত সার এই যে, এ কাজের সুফল কোন একক ব্যক্তিত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তা আজ জাতীয় পর্যায়ে চলছে, এ আন্দোলনের সুফল হাওয়া, অথচ এক সময় এমন ছিল যে এ কাজের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যায় একক ব্যক্তিত্বরাও স্বীয় মর্যাদানুসারে লাব্বাইক বলেনি। কেন কুরবান হব না এমন নবী ও রাসূল (সাঃ) এর উপর, যার প্রদর্শিত পথে সামান্যতম অনুস্মরণ করলেই এত ইজ্জত, উন্নতি ও মান-মর্যাদা আর ইসলামের পদে পদে থাকে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য খোদায়ী সাহায্য। খোদার পক্ষ থেকে থাকে তাজা ঈমান এবং দৃঢ় বিশ্বাসকারীদের জন্য থাকে মূল জিন্দেগীর উন্নতি ও কামিয়াবীর আভাস।

সত্যিকারার্থে যদি নিজ প্রচেষ্টার প্রতি লক্ষ্য করা হয় তাহলে স্বীয় দুর্বলতা

বাস্তবে প্রকাশ হওয়ার পরও আবার তা খর্ব করার প্রচেষ্টার উপর, যদি আল্লাহ তা'আলা কোন প্রকার ধরপাকড় করে, অসন্তুষ্ট হয় এবং যেমন ইচ্ছা শাস্তি দেয়, তাহলে এমনটি আশ্চর্যের কিছু না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বস্তুত কাজে সল্পতা এবং গুরুত্ব না দেয়ার পরও এবং তার অস্বীকার এর উপর শাস্তি ও ধর পাকড় এর পরিবর্তে দোষত্রুটির জন্য, গোপনকারী এবং কম আমলের জন্য গাফফারী তথা ক্ষমাকারী এবং বখশিশকারী হয়ে রহমতের বারি বর্ষণ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যা এ সল্প পরিসরে লিখে শেষ করা যাবে না।

এ কাজকে স্বাগত জানিয়ে রুষ্ট চিত্তে উলামাদের জামা'আত ক্রমেই দলে দলে আসছে, ব্যবসায়ী এবং চাকরীজীবিদের মাঝেও ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। একাজের মাধ্যমে ক্রমেই এগিয়ে আসছে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতিক্রিয়ায় পথভ্রষ্ট বিজাতিরা ইসলামের সুশিতল ছায়ায়। বিদআতী এবং আত্মকেন্দ্রীক ব্যক্তিত্বরা তর তর করে চলে আসছে আজ হুজুর (সাঃ)-এর পদাঙ্কানুস্মরণ সুন্নাত এর পথে। এত কিছুর পরও এ কাজে অবহেলার যে অভিযোগ রয়েছে তা মোটেই অস্বীকার যোগ্য ও কম নয়। সুতরাং এর প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন যেমন নাকি মাদ্‌রাসার জ্ঞানার্জনের জন্য এবং দ্বীন ইলম শিক্ষার জন্য সার্বিক ভাবে বছরের পর বছর সময় ব্যয় করতে হয়, ঠিক তেমনিভাবে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে দ্বীনে মোহাম্মাদীকে জানার জন্য দীর্ঘ সময় ব্যয় করে নিজ থেকেই শুরু করে এবং অপরকে দাওয়াত দিবে। আর এ কাজের জন্য প্রয়োজন বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা। এ অধম ও মেওয়াতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও জ্ঞানিদের মাঝে এ পদ্ধতির এই কাজকে জীবনের একটি অংশরূপে গ্রহণের জন্য দাওয়াত দিচ্ছি। এ দাওয়াতী কাজকে বিপুল উৎসাহে শক্তিশালী-করে পরস্পর সাহায্য সহানুভূতির মাধ্যমে আজ মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়া অত্যাবশ্যক।

আলহামদুলিল্লাহ ! টুটাভীম এলাকার নেতৃস্থানীয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গগণও জাতির জন্য এ কাজে প্রচেষ্টার জন্য সম্মতি প্রকাশ করেছে। কিন্তু এখন ঐ হ্যাঁ নামী ছোট চারাটি যেন লালন-পালন ও যথারীতি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুফল বয়ে আনার উৎসে পরিণত হয়।

জনাবের মুহাব্বাত ও ভালবাসা যা জনাবের উত্তম চরিত্রের বদৌলতে আমার খারাবীকে অনুভব করেও আমার যৎ সামান্য ভাল দিকে নেক্ দৃষ্টি করেছেন এবং তা পছন্দের দিকে বিজয়ী হয়েছেন। আমি আল্লাহর দরবারে দু'আ করি যেন কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আমার সাথে অনুরূপ ব্যবহার করে এবং আমাদের সকল মুসলমানদের সাথে বিশেষত সকলের মধ্যে প্রত্যেকের



সাথেই যেন আল্লাহ এমন ব্যবহার করেন এ অধমের দৃষ্টিতে এ নশ্বর পৃথীবিতে এমন কোন মুসলমান নেই যে, তাদের মাঝে কিছু ভাল এবং কিছু মন্দ নেই। আর আমরা যদি মন্দ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করে এবং তার ভাল কাজকে পছন্দ করে তার প্রতি শ্রদ্ধার প্রথা মুসলমানদের মাঝে চালু হয়ে যায় তাহলে বহু ফিতনা এবং বহু খারাবী দুনিয়া থেকে নিজে নিজেই উঠে যাবে এবং নিজ থেকেই চালু হয়ে যাবে হাজারো ভাল কাজ। কিন্তু হায় দেশাচার, রীতিনীতি তার বিরুদ্ধে। এই তাবলীগি কাজে এক নম্বর যা চার নম্বরে নামকরণ, তা মূলত এই যে, এক নম্বর আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের সাথে এমন ব্যবহার করবে যেমনটি ঐ ব্যক্তি সমস্ত সৃষ্টির সাথে ব্যবহার করেছে।

যা হোক আমি আপনার ঐ মেহেরবানী এবং ভালবাসা ও মুহাব্বাতের প্রতিদান আল্লাহর হাতে সোপর্দ করলাম এবং দু'আ করি যে আল্লাহর হাতে সন্তুষ্টি ও মুহাব্বাতের পর মানুষের জন্য সে মূল্যবান বস্তু। আল্লাহওয়ালাদের সুদৃষ্টি ও ভালবাসা যা আজ আপনার মাধ্যমে আমার নসীব হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য এ মূল্যবান বস্তুকে কিয়ামত পর্যন্ত নিরাপদ এবং বৃদ্ধি করে রাখুক, আর যার মাধ্যমে আমি পেয়েছি এই মহামূল্যবান বস্তু (অর্থাৎ আপনার ব্যক্তিত্ব) তাকেও দান করুক দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম প্রতিদান এবং উত্তরত্তর বৃদ্ধি করুক তার মান মর্যাদা।

জনাবে মুহ্‌তারাম ছাত্রদের মধ্যে অনেকে নিজের চেয়েও বেশি একনিষ্ঠ এবং উদ্যমী ও উত্তম বলে উল্লেখ করেছেন। এ উক্তিটি শুধু ধন্যবাদ জানিয়েই শেষ করা যথেষ্ট নয়। বরং এ প্রসংঙ্গে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রথমত এই যে, যে কাজ কতেকের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তা প্রত্যেকের সাথেই এমনি ধারণা রাখার চেষ্টা করা উচিত। এ বিষয়টি বস্তুত দুটি হাদীসের সারাংশ ১। إِتَّهِمُوْا أَنْفُسَكُمْ এবং অপরটি ظَنُّ الْمُؤْمِنِيْنَ خَيْرًا। (অর্থাৎ মুমিনদের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা উচিত।) আর এ কথা নসীব হবে কিভাবে ? প্রতিত্তোরে বলবো এর জন্য প্রয়োজন নির্ধারিত বিষয় ভিত্তিক ব্যাপক পর্যালোচনা। জানিনা খোদা কবে সুযোগ দিবে বিস্তারিত আলোচনার। এ জন্য সংক্ষিপ্তাকারে কিছু লিখছি, এ অধমের নিকট এ কাজে প্রচেষ্টা ও মেহনত করাকে মূল লক্ষ্য বস্তুরূপে মনে প্রাণে বদ্ধমূল করেছি। কেননা নিজের পরীক্ষিত যে, মন-মানসিকতা এখন অপবিত্র ও আত্মকেন্দ্রীক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং প্রত্যেক পরিবর্তনশীল কর্মকান্ডের বিশ্বাস করে যে, খোদায়ী সাহায্যের ঘটনাবলী তো কিছুটা ভিন্ন এটা তো মৃত্যু পর্যন্তও ঠিক হবে

বলে মনে হয় না। সুতরাং এজন্যে মেহ্নত ও প্রচেষ্টা এবং হুজুর (সাঃ)-এর অমীয় বাণী অপরের নিকট এ নিয়্যতে পৌছান যে, আমি ব্যতীত সৃষ্টির সকল মানবই নিজ ব্যক্তিসত্ত্বা হিসেবে পূতঃ পবিত্র এবং স্বচ্ছ অন্তরের অধিকারী। তারা দ্বীনের যে কাজটুকুই করবে তার প্রকাশ্যে এবং অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে একটি ভাল আমলই হবে এবং তারই বরকতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন اَلدَّالُّ عَلَىٰ خَيْرٍ كَفَاعِلِهٖ (ভাল কাজের দিকে নির্দেশ করা তা পালনকারীর মতই) এর নীতি অনুসারে আল্লাহ তা'আলার রহমতে ঐ পূতঃপবিত্র ব্যক্তিত্বের বরকতে আমাকে ও তার কিয়দাংশ দান করবেন। জনাব যদি চিন্তা করেন তাহলে অনেক বড় বড় বুযুর্গদের জীবনীতেও এমনটির প্রমাণ পাওয়া যাবে।

অধমের একটি আন্তরিক আশা এই যে, তাবলীগ সংক্রান্ত এ কয়েকটি কিতাব মুবাল্লিগ এবং এ পথে আগুন্তকদের জন্য তিনভাবে চালূ রাখবে। সময় চাই কম হোক বা বেশী। কিন্তু নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী সার্বিকভাবে চালু রাখবে। প্রথমত, ১। তাবলীগি কাজে সময় লাগানোর সময় একাকি দেখা এবং ২। পরে অন্য কোন সমাগমে তার দাওয়াত ও প্রচার করা। ৩। বিভিন্ন সমাগমে এবং বিশেষ পর্যালোচনার মধ্যে ঐসব বিষয়ে অপরের থেকে শুনা। আর ঐ সব কিতাবাদিগুলি যা ইতিমধ্যে নির্বাচিত করে ফেলেছি এবং অনেক এমন বিষয় বস্তু ও ব্রেণে জমা করে রেখেছি যা এ কাজে আলিমদের দৃঢ়তার সাথে সম্পৃক্তের পরেই লিখার চিন্তা করেছি। ইনশাআল্লাহ।

নির্বাচিত কিতাবগুলো এই যথা– ১. জাযাউল আ'মাল ২. চল্লিশ হাদীস ৩. ফাযায়েলে কুরআন ৪. ফাযায়েলে নামায ৫. ফাযায়েলে যিক্র ৬, হেকায়েতে সাহাবা ৭. দুনু রাসায়েলে তাবলীগ। (মাওলানা এহতেশাম ও মাওলানা যাকারিয়া কর্তৃক রচিত ও সংকলিত)

এ পর্যন্ত তো জনাবের নামে পত্রে সার্বজনীন সাধারণ বিষয়ভিত্তিক যা কিছু ব্রেণে আসছে লিখলাম। জানিনা এ লিখনী কার্যকরি ও উপকার হবে কতটুকু। আপনার ব্যক্তিগত নিজের জন্য বিশেষ কোন পথ নির্দেশনার দিকে এখন মন চাচ্ছে না যে কিছু লিখি। আর এ ছাড়াও আপনার মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিসত্ত্বার জন্য বিশেষ কোন নসীহতের প্রয়োজনও আমি মনে করি না। এতদ্ব্যতীত আপনি তো ঐ সার্বজনীন বিষয় থেকে ও বিশেষত্বকে বেছে নিতে সক্ষম। টুটাভীম থেকে কাজি সাহেবদের প্রায় দশ পনেরটি জামাত তাবলীগি কাজের জন্য সাহারানপুর যেতে চেষ্টারত। তাদের বেশির ভাগই যেহেতু সরকারী চাকুরীজীবী তদুপরি প্রশাসনিক ব্যাপার এবং তাও আবার হিন্দীয়ানী এবং একই



সময়ে বাহ্যত একটু কঠিন মনে হচ্ছে। যদিও আল্লাহর জন্য এ সবই বড় সহজ। দু'আ করুন যেন আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ করেন মনের এ আশা। ৬ই এপ্রিল সাহারানপুর মাজাহেরুল উলূম মাদ্‌রাসা প্রাঙ্গণে বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হবে। জনাব মুবাল্লেগীন (ধর্ম প্রচারকগণ) যদি এ সুবর্ণ সুযোগে কয়েক দিন আগে এবং কয়েক দিন পরে সঠিক নিয়মনীতির সাথে তাবলীগি কাজের সুযোগ সুবিধা তালাশ করে এবং এ সংক্রান্ত সব ধরণের দুঃখ কষ্ট এবং বিস্বাদকে নীরবে সহ্য করে তাহলে حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ ওয়াদা অনুযায়ী এ ইস্কিম জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম করতে পারে। তবে প্রত্যেক কাজের জন্যই চাই প্রচেষ্টা ত্যাগ, তীতিক্ষা এবং সময় মত সামান্যতম ও অসময়ের হাজারো অপেক্ষা উত্তম। বিশেষ আর কি লিখব।

ইতি

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

লিখক ঃ হাবিবুর রহমান

বিঃ দ্রঃ সকল বন্ধু-বান্ধবের প্রতি রইল আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা। সাথেই সকলের কাছে রইল দু'আর দরখাস্ত।

## ৬নং পত্র

ফায়েদা ঃ (১) নফল ইবাদতকে স্থায়ী ও খোদার ভালবাসার যোগ্য করে তোল।

(২) ইবাদতের মধ্যে স্থায়ীত্বের দ্বারাই পাওয়া যায় আল্লাহ তা'আলার অসীম ভালবাসা।

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

বস্তি নিজামুদ্দীন আউলিয়া থেকে

ডাঃ হাকীম মৌলভী সৈয়দ আঃ আলী ও আবুল হাসান হাসেব

জনাব, মুহ্তারাম,

সালাম বাদ আরয এই যে, গত কয়েক দিন আগে আপনার দেয়া দুটি পত্রই যথারীতি হস্তগত হয়েছে। পত্র প্রাপ্তিতে দারুণ খুশি হয়েছি। সাথেই দু'আ

টীকা ঃ ১. অধম আবুল হাসান ফতেহপুরে তাবলীগের জন্য গিয়ে বৃষ্টিতে ভেজার কারণে বুকে ব্যথা এবং জ্বর হয়েছিল। এ অসুস্থতার কথা ইলিয়াছ (রাঃ)কে জানালে তার প্রতিত্তোরে তিনি এ পত্রটি লেখেন।

করি যে আল্লাহ তা'আলা এ খাদিম এর অন্তরে আপনার মুহাব্বাতের সাগর বানিয়ে দেন। আমীন। জনাব ডাঃ সাহেব আপনি সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী সাহেবের অসুস্থতা দেখে দুঃখিত হয়েছেন। [১] দু'আ করি যেন আল্লাহ তা'আলা দ্রুত পূর্ণাঙ্গ শেফা দান করেন।

আর এ ছাড়াও রোগ ব্যাধি তো নেক বান্দাদের জন্য এক বড় নেয়ামত। যতক্ষণ পর্যন্ত অসুস্থ থাকবেন। তাবৎ সন্তুষ্ট চিত্তে এবং গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যাওয়ার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন। আমার তো মন চাচ্ছে যে এ কারণে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই যে, এই চতুর্দশ শতাব্দীর ক্রান্তি লগ্নে পৌঁছে আজ খালেছ আল্লাহর পথে প্রচেষ্টারত সফর আপনার অসুস্থতার কারণ হয়েছে।

هَلْ اَنْتِ اِلَّا اِصْبَعٌ دَمِيْتِ * وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتِ

এই যে, রোগ বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা তেমন কিছুই না, বরং এমনি যেমন নাকি দুনিয়ায় হাজারো মানুষ রোগাক্রান্ত হয়, আপনিও হয়েছেন। কিন্তু অন্যদিক থেকে লক্ষ্য করলে আপনি একক বিশিষ্ট ও মনোনীত ব্যক্তি যে, আপনার অসুস্থতার বাহ্যিক কারণ এমন এক মিশন বাস্তবায়নে পা রাখতেগিয়ে যে, তা যদি জীবনের ধ্যাণ-ধারণা হয়ে যায় এবং জান-মাল শেষ হয়েও যদি ঐ কাজের নিয়ম পদ্ধতি গঠন হয়ে যায়, তাহলে তা হবে, পরিব্যক্ত এক রাস্তার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে কর্মে লিপ্ত ব্যস্ততম সমস্ত উম্মতে মোহাম্মাদীর জন্য হেদায়েতেরএক অনন্য মাধ্যম। রাস্তাটিকে দৃঢ় বিশ্বাস ও মজবুতির সাথে জীবন গঠনের নিমিত্তে আঁকড়ে ধরাই ছিল এ পদক্ষেপের মূল লক্ষ। আল্লাহ তা'আলা এই যথার্থ কারণগুলির দিকে দৃষ্টি রেখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার তৌফিক দিক। আর অসুস্ততার মাঝেও সুস্থতা থেকে বেশি সন্তুষ্টি দান করুন, আমীন।

মাওলানা এহতেশামুল হাসানও সফরে গিয়েছিলেন। আজ রাতেই ফিরে এসেছেন। পরামর্শ করব যে, ওখানের জন্য উপযুক্ত কোন লোক যদি পেয়ে যাই তাহলে জনাবের কথানুসারে পাওয়া মাত্রই পাঠিয়ে দিব। এ অধমও বেশির ভাগ সময় বাহিরে ছিলাম। আর যদিও বা মাঝে মধ্যে এখানে ছিলাম কিন্তু এতটুকু সময় পাইনি যে, জনাবের দেয়া পত্রটির উত্তর দিব। তাই দেরী হওয়ায় আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী সাহেব লিখেছেন যে, এমন নতুন কোন কথা নেই যে লিখবো সত্যই আমি বিস্মিত যে, কোন কাজে স্থায়ীত্ব সৃষ্টি করাকে নতুন বলা যাবে না। কাজে স্থায়িত্ব সৃষ্টির প্রচেষ্টা এমন এক নতুন পদ্ধতি যে, যার মধ্যে রয়েছে আপনাদের মত ব্যক্তিত্বদের জন্য এক বিশেষ স্থান আর এটাও একটি নতুন কথা। এখানে যে



কেউই (চাই কোন ছোট শ্রেণীর কিংবা উচ্চ মর্যাদার) সাক্ষাতের জন্য এত কম মাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও আমার সাক্ষাত হয়নি। এমনটি আপনার উচ্চাৎসাহেরই নিদর্শন। আল্লাহ আপনাদের মুবারক করুন।

স্থায়িত্ব এমন একটি মুবারক ও প্রিয় বস্তু যে, এ বস্তুটি নফলের মধ্যে হলেও তা গড়ে তোলে খোদার ভালবাসার যোগ্যরূপে। স্থায়িত্ব এমন এক বস্তু যে, মূলতঃ আল্লাহ তা'আলার রহমত বরকত ও অঙ্গীকারের যে ওয়াদা রয়েছে। তা এরই সাথে সম্পৃক্ত।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ

এর মধ্যে যে বিপুল পরিমাণে এবং বড় বড় সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তা কেবলমাত্র ঐ দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের সাথেই সম্পৃক্ত। اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اَدْوَامُهَا

কাজে স্থায়িত্বের পরিমানানুসারেই খোদার ভালবাসা পাওয়া যায়। যাক আমার মত অজ্ঞ আপনার সামনে লিখা এটা শোভা পায় না।

যা হোক এ বান্দা অধমের দৃষ্টিতে এই স্থায়িত্বের যে গুরুত্ব, তা ওয়াজিব পর্যায়ে এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যা হোক একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, জনাব মাওলানা সাহেব এখানে আসার পর আমার সাক্ষাতে ওখান থেকে কিছু লোক এখলাসের সাথে সাহায্যার্থে পাঠানোর কথা ছিল। তা যদি সম্ভব হয় তাহলে যথারীতি পাঠিয়ে দিয়ে সাহায্য করবেন । কিন্তু শর্ত এই যে, তারা নিজের খাবে এবং মেওয়াত থেকে যাওয়া গরীব মিসকিন মূর্খ, ছেড়া ফাটা পোষাক ধারীদের সাথে মিলেমিশে কাজ করার প্রবণতা সৃষ্টি করে যাবে। আর প্রথম থেকেই স্থীর করে নিতে হবে যে, এ কাজে প্রাথমিক পর্যায়ে মন-মানসিকতায় বিতৃষ্ণা আসবে, মন বসবে না, তাই বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও পরিপক্ক স্বদিচ্ছা নিয়ে যেতে হবে।

জনাব, আপনার কথামত নাটু জাতির [১] পরিভ্রমণ এবং ঘোরাফেরার সময়ের দিকে যথারীতি খেয়াল রাখছি। আপনার নির্দেশানুসারে যদি এদিক চলে আসি, তাহলে নিজামুদ্দীনের আশপাশ খালি থেকে যায়, এদিকেও এ মুহূর্তের

---

*টীকা ঃ* (১) ফতেহপুরী থানার বিভিন্ন স্থানে নাটু নামক এক জাতের লোক বসবাস করত। তারা শুধুমাত্র বর্ষা মৌসুমে এখানে থাকত। বছরের বাকি সময়ে তারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াত এবং মানুষের ঢোল, ঢাগর, সাড়াই করত, মাওলানার নিকট এ জাতির জন্য মুবাল্লিগ এবং প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষক চেয়ে পত্র লিখেছিলাম। প্রতিত্তোরে মাওঃ এ বাণী লিখেন।

একটি জামাত পাঠানো প্রয়োজন। এর জন্যও একটু চিন্তা করুন, হয়তো কোন ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আপনার জন্য আর একটি পরামর্শ এই যে যেমন নিজ এলাকা থেকে এত দূরে এ দ্বীনের কাজে মেহনত ও প্রচেষ্টা করতেছেন, ঠিক তেমনি স্বয়ং লাখনৌ এবং তার আশ পাশের গরীব এলাকার জন্যও প্রয়োজন এবং অত্যাবশ্যক এমনিভাবে দ্বীনের কাজ নিয়ে মেহনত ও প্রচেষ্টা করা। এতে কোন রকম দুঃখ যাতনা কষ্ট ক্লেশকে গুরুত্ব দেয়া যাবে না। মানা যাবে না কোন বাধা বিপত্তি। এ কাজের জন্য যখন লোকজন তৈরী করে নিবেন তখন আমাকে জানাবেন যেন সঠিক জাগায় তালীগের জন্য পরামর্শ দানে শরীক হতে পারি। বিশেষ আর কি লিখব।

ইতি
বান্দা মোঃ ইলিয়াছ
লিখক ঃ হাফিজুর রহমান

## ৭ নং পত্র

হইতে ঃ নিজামুদ্দীন

বখেদমতে জনাব, মুকার্‌রাম ও মুহ্‌তারাম মাওলানা সাহেব,

পর সংবাদ এই যে, আপনার কথানুযায়ী গত বেশ কিছু দিন হতে যাচ্ছে এখান থেকে নাটুর উদ্দেশ্যে দ্বীনের তাবলীগ ও তালীমের জন্য মৌলভী হেদায়াত খান সাহেব এবং ক্বারী হাফেজ এহছান সাহেবকে পাঠিয়েছি। আশা করি তারা যথারীতি পৌছে গেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের কোন ভালমন্দ খবরা খবর না পাওয়ায় চিন্তিত। আজ প্রায় আট/দশ দিন হতে যাচ্ছে তাই তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানা খুবই জরুরী বিশেষ আর কি লিখব, দু'আর দরখাস্ত রেখে এখানেই শেষ করছি।

ইতি
বান্দা মোঃ ইলিয়াছ
লিখক ঃ হাবিবুর রহমান
১৯ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার।



## ৮নং পত্র

বখেদমতে জনাব, মুকাররাম ও মুহ্‌তারাম সাইয়্যেদ সাহেব দামাত বরাকাতুহুম,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আমার স্নেহভাজন দুই মুখলিস বন্ধু তাবলীগের কাজে বের হয়েছে। সার্বক্ষণিক তাদের অবস্থা ও খবরা খবর জানার জন্য অপেক্ষায় আছি। তাদের সম্পর্কে খাওয়া দাওয়া ও থাকা পড়ার সুবন্দোবস্তের জন্য আজ উদ্বিগ্ন এবং আশাবাদি যে, জনাবে মুহ্‌তারাম এপথে পা বাড়ানোকে দ্বীনের খিদমত মনে করবেন এবং ঐ দুটি কথার দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের যথার্থ সুবিধাদির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। আর একটা কথা স্মরণ রাখবেন যে, হাফেয এহসান সাহেব একজন সৌখিন সাহসী ও উদ্যমী ব্যক্তি এবং দীর্ঘদিন যাবৎ এই তাবলীগের কাজে সম্পৃক্ত থেকে দ্বীনের কাজে সার্বিক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু জ্ঞানের পরিধি একটু তুলনামূলক কম, তবে এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দ্বিতীয় জন মৌলভী হেদায়াত খান সাহেব, তাবলীগের কাজে একান্ত নতুন এবং ভীত কিন্তু জ্ঞানের পরিধিতে তিনি খোদা প্রদত্ব ঐশী জ্ঞানে যথার্থ পরিজ্ঞাত। সুতরাং ব্যক্তিদ্বয়ের মানসিক অবস্থা অনুযায়ী আন্তরিকভাবে এবং নম্রতার সাথে প্রত্যেকের যথারীতি খিদমত ও সাহায্য সহযোগিতায় সচেষ্ট থাকবেন বলে আশা করি। তাদের খাওয়া পড়া অন্যান্য আরাম আয়েশের ব্যাপারে আমার খুব চিন্তা হচ্ছে। তাদের প্রতি একটু বিশেষ খেয়াল রাখেবন এবং অন্যান্য খবরা খবর সম্পর্কেও বিস্তারিত জানিয়ে এ অধমকে চিন্তামুক্ত করবেন বলে আশা রাখি। আমার আন্তরিক স্বদিচ্ছা ছিল মাদ্রাসার প্লানুসারে তাবলীগের কাজে বের হওয়া জামাতের কারগুজারী শুনব। তাও এ পর্যন্ত জানতে পারলাম না। এর নেপথ্যে কি এমন কারণ ? জানালে খুশি হব বিশেষ আর কি লিখব। অপরাপর সকলের প্রতি রইল আন্তরিক সালাম ও দু'আর দরখাস্ত।

ইতি
বান্দা মোঃ ইলিয়াছ
২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ইং

---

*টীকা ঃ* ১. নূহ নামী এলাকায় এক বড় ইসলামী জলসা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় কয়েক ঘন্টার জন্য পথে মুরাদাবাদ শাহী মাদ্‌রাসায় গিয়েছিলাম। ওখানে ছাত্র শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে মাদ্‌রাসা ও মাদরাসার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কিছুক্ষণ বক্তৃতা করেছিলাম। তন্মধ্যে দাওয়াত ও তাবলীগ এবং এ কাজের সাথে জনসাধারনকে জুড়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত ও আলোচনা করেছিলাম।

## ৯নং পত্র

বখেদমতে জনাব, সাইয়্যেদ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

দীর্ঘ অপেক্ষার পর জনাবের দেয়া পত্রখানি পেয়ে বড়ই খুশি হয়েছি। তাই দু'আ করি আল্লাহ আপনাকে এবং আপনার সহচর বন্ধু-বান্ধবদেরকে এ নশ্বর পৃথিবীর সকল মাখলুকের জন্য পথপ্রদর্শক বানিয়ে দিক, আমীন। পত্র পাঠান্তে মুরাদাবাদে [১] আকস্মিক ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী সংক্রান্ত জানতে পেরেও খুব খুশি হলাম, আল্লাহ তা'আলা এমনিভাবে আপনাকে সর্বাবস্থায় দ্বীনের চিন্তা, ধারক-বাহক বানাক, আমীন।

গত পত্রটি লিখার পর জানিনা কিভাবে কেটে গেল এতগুলি দিন, অনেক আগেই প্রয়োজন থাকা সত্বেও এ পর্যন্ত লিখতে পারলাম না নতুন কোন পত্র। তাই আজ ২৭ জিলকা'দা মঙ্গলবার খাতা কলম নিয়ে বসলাম। আল্লাহ যেন বিষয়ভিত্তিক কিছু লিখার তৌফিক দেন, ব্রেণ বেশ পরিস্কার কিন্তু নির্দিষ্ট কোন বিষয়বস্তু মনে আসছে না।

যা হোক আজকে এ লিখনীতে দুটি জরুরী বিষয় উপস্থাপন করছি। প্রথমত আল্লাহর এক বড় নেয়ামত যে, মেওয়াত থেকে আজ প্রায় দেড় হাজার লোক চার-চার মাসের জন্য দাওয়াতী কাজে বের হবার জন্য প্রস্তুত। সুতরাং আল্লাহর এ অপার নেয়ামতের যথার্থ মূল্যায়ণ করে তাদেরকে সংবর্ধনা জানাতে হবে, তবেই তো আমরা হতে পারবো খোদার সেই অঙ্গীকার لَأَزِيدَنَّكُمْ তোমাদেরকে আরো বেশি করে দিব। ঐশী বাণীর ঘোষণা নিসৃত পুরস্কারের উপযুক্ত। আর إِذَا ثَبَتَ الشَّيْءُ ثَبَتَ بِلَوَازِمِهِ অর্থাৎ যখন কোন বস্তু প্রকাশ পায় তখন তার আনুসঙ্গিক সব কিছুই প্রকাশ পেতে থাকে। তাই এ কথাটিও উপরেল্লেখিত নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তাদের সংবর্ধনার সাথেই সম্পৃক্ত হচ্ছে। আর তা কোন জ্বিন ও ইনসান এবং ফিরিশ্‌তাকুঁলের অনুমেয় বহিঃর্ভূত, অনেক বেশি পরিদৃষ্ট হচ্ছে। সুতরাং খুব চিন্তা করতে হবে যে, এর শোকর তথা কৃতজ্ঞতা কি ? যেন যথার্থ আদায় করা যায়। আপনিও চিন্তা করবেন এবং আপনার মুবারক মন্তব্যকে আমাদের জানাবেন।

এ অধমের খেয়াল যে, শোকর আদায় এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আয়ত্বাধীন

*টীকা ঃ* ১. অধম (আবুল হাসান) পত্রে লিখেছিলাম যে, এ কাজের ভাবধারা নিয়ম-নীতি, মন্তব্য ও প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত লেখালেখি পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করা ঠিক হবে না। পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে দেখা যাবে।



করতে দুটি কাজ সম্পাদন করা উচিত।

এক. সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং অধিক ফলদায়ক প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ও তাহাজ্জুদে এবং কুরআন হাদীস ও তাফসীরের পুস্তক খতমের পর এবং বিশেষত দু'আ কবুলের সময়ে বেশি বেশি দু'আ করা প্রয়োজন।

দুই. তাদের সাহায্যের জন্য যতটুকু সম্ভব, সমমনা ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে কাজের অধিক প্রচার ও প্রসারে বেশি সময়ের জন্য লোকজন পাঠান। যদি অল্প সময়ের জন্য হয় তাও কিন্তু কম উপকৃত নয়, জনাবের ওয়াদানুসারে শুভাগমনের জন্য পথপানে চেয়ে আছি।

আলোচ্য বিষয়দ্বয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই যে, আপনার দেয়া পত্র মাধ্যমে যখন এ মর্মে জানতে পারলাম যে, কাজের প্রতি মন্তব্যও প্রতিক্রিয়া সার্বিকভাবে প্রকাশের সুযোগ ও সময় এখনও হয়নি। (১) তখন মনের ভিতর উদয় হল এক আশ্চার্য ভাব। এ যেন স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য। পত্র পড়ার সময় এতশ্রবণে মিয়া ইউসুফ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলল জি, হ্যাঁ জনাব, আপনি যখন প্রথমেই মাওলানাকে এ সংক্রান্ত খবরা খবর পত্রিকায় প্রকাশের কথা বলছিলেন, আমরাও তখন এই একই মন্তব্য করেছিলাম যে, এমনটি ঠিক হবে না। এতে মামুজান এবং শায়খুল হাদীসেরও সম্মতি ছিল না। কিন্তু এত কিছু সত্বেও এ অধমের মনে বড় জোরে শোরের এ কাজের প্রচার প্রসার এবং বিশেষত নির্বাচনী বিষয়টির যথার্থ প্রচার প্রসার ও প্রকাশের প্রয়োজন অনুভব করছিলাম। তবে এখন পরামর্শে সর্বসম্মতি না হওয়া পর্যন্ত যেন লিখনীকারে প্রকাশ না পায়।

এ সময় মেওয়াত থেকে যথারীতি আলহামদু লিল্লাহ ছুম্মা আল হামদু লিল্লাহ যেন তাদেরকে দৃঢ়তা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করার তৌফিক দেন এবং খোদার রাহে এমনভাবে একাগ্রতার সাথে কাজ করতে পারে, যা হবে দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য কল্যাণকর। এ যাবৎ আশির বেশি প্রায় শতের কাছাকাছি লোক এসে গেছে পূর্বের পত্রে লিখার মত এ পত্রে ও জানাচ্ছি ঐ একই বিষয় যে, খোদার এ নেয়ামতের যথার্থ শোকর আদায় করা খুবই প্রয়োজন। জানি না জনাব শেরওয়ানী সাহেবকে (২) এ কাজে লাগানোর জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন কি না।

যা হোক এ সময় দিল্লী যাওয়ার পথে এখানেই শেষ করছি। সকল বন্ধু বান্ধবদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক সালামও দু'আর দরখাস্ত।

ইতি

*টীকা ঃ* ২. নওয়াব ছদর ইয়ার জংগ বাহাদুর মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেব শেরওয়ানী।

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ
লিখক ঃ এনামুল হাসান

এনামুল হাসানের পক্ষ থেকে রইল জনাবের প্রতি আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা এবং দু'আর দরখাস্ত। সাথে থাকল সাক্ষাতের আকাংখা।

## ১০নং পত্র

নিজামুদ্দীন হইতে
২৯শে রমজানুল মুবারক
নবী বংশের উত্তরসূরী জনাব, মুহ্তারাম ও মুকাররম।

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আশা করি ভালই আছেন, আপনার দেয়া পত্রখানি যথারীতি পেয়েছি। পত্র পাঠান্তে জানতে পারলাম যে, প্রত্রোত্তরে দেরী হওয়ায় জনাব অসুন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। বস্তুত এ অধম তো পত্রোত্তর যথারীতি প্রথমেই দিয়ে দিয়েছি। চিঠি নাপাওয়ার তো কোন কারণ বুঝি না জানি না এমনটি কেন হল, যা হোক বান্দা আগামী- ৩ শাওয়াল মঙ্গলবারে ৮টার গাড়িতে রওয়ানা করে ১টা বাজে সাহারানপুর পৌছবো ইনশাআল্লাহ এবং খুব বেশি আগামী শনিবারের মধ্যেই নিজামুদ্দীন ফিরে আসবো। এর আগেই যদি নিজামুদ্দীনে জনাবের শুভাগমন হয় তাহলে যেন আমার ফেরা অবদি অপেক্ষা করবেন। সাথী-সঙ্গীদের সকলের প্রতি সালাম ও দু'আর দরখাস্ত জানিয়ে এখানেই শেষ করছি।

ইতি
বান্দা মোঃ ইলিয়াছ
লেখক ঃ নাসরুল্লাহ
২৯শে রমজান, শুক্রবার।



## ১১ নং পত্র

জনাবে, মুহতারাম

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

পত্রে আমার আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা নিবেন। আপনার দেয়া পত্রটি যথাসময়েই পেয়েছি। পাঠান্তেই জানতে পারলাম বিস্তারিত সবকিছু।

উত্তর তাড়াতাড়ি করবো বলে বিষয় বস্তুও প্রায় ঠিক করেছি। কিন্তু সত্য বলতে কি আপনার পত্রের তাকাজা অনুযায়ী মনপূত উত্তর লিখতে না পারায় মন যেন সায় দিচ্ছিল না পত্রটি লিখার।

যা হোক পর পর তিন তিনটি এজতেমা হয়ে গেল। (১) সাহারানপুর, (২) এরপর আলওয়ার এর নিকটবর্তী আনটুল নামক স্থানে, (৩) এরপর ৪ঠা মে মথুরা জেলার হাতিয়া নামক স্থানে। এসব এজতেমাগুলোতে যে সব আশাতীত খায়ের ও বরকত দেখা গেছে এবং পরিস্ফুটন ঘটেছে এ সবুজ শ্যামল দেশে মেহনতের যে অফুরন্ত সুফল তা লিখার মত ভাষা আমার নেই। তবে হ্যাঁ ওসব এজতেমাগুলোতে যা একটু-আধটু নিয়ম শৃংখলার ঘাটতি হয়েছে তা একটু সাহসিকতার সাথে, আপামর সবাই একটু দৃঢ়তা ও নিয়মাণুবর্তিতার পরিচয় দিলেই দেখা যেত খোদা প্রদত্ত আশাতীত রহমত ও বরকত এবং সার্বক্ষণিক নুসরতে খোদাওয়ান্দীর ব্যাপকতা। যাক সত্য বলতে কি বাস্তবে এ এজতেমাগুলোতে খোদায়ী সাহায্য ও নুসরতে এলাহী কাকে বলে অফুরন্ত নেয়ামতের বাস্তবদর্শীরূপে একপর্যায়ে আমি আশ্চর্য্য না হয়ে পারিনি। যা এ ছোট্ট পরিসরে লিখে শেষ করা যাবে না।

যা হোক আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ভবিষ্যতে সম্ভব হলে পরে বিস্তারিত লিখব।

ইতি
বান্দা মোঃ ইলিয়াছ
বকলমে হাবীবুর রহমান

## ১২ নং পত্র

ফায়দাঃ (১) দ্বীনের জন্য হাজারো জান-মাল উৎসর্গ করেও যথার্থ হবে না তার মূল্যায়ন।

(২) দ্বীনের প্রকৃত মূল্যায়ন তো একান্ত হৃদয়ানুভূতি ও খোদার রাহে রক্তাক্ত দৃশ্যাবলোকনের মাধ্যমে। উত্তপ্ত উদ্যমী শানীত ধারা প্রবাহে।

(৩) প্রত্যেকটি মানুষ এক একটি গভীর সমূদ্রের ন্যায়। একজন অপরজনের থেকে কোন বিষয়ে ততটুকু প্রতিক্রিয়াই গ্রহণ করবে, ঠিক যতটুকু প্রতিক্রিয়া তার নিজের মধ্যে বিদ্যমান।

(৪) আল্লাহর রাহে বাহির হওয়ার সময় শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার ইবাদতে লিপ্ত রাখা এবং আন্তরিকতার সাথে খোদাভীতি উপলব্ধি করা উচিত।

মুকাররাম ও মুহতারাম হযরাতুল আকদাস, জনাব সাইয়্যেদ সাহেব।

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

গত কয়েকদিন পূর্বে আপনার দেয়া পত্রটি পেয়ে ধন্য হলাম। উপকৃত হলাম পত্রে লিখা মূল্যবান পরামর্শ ও উপদেশ থেকে। নিজ অলসতা এবং অদূরদর্শিতার এ দূর্বলতাই আজ পত্রোত্তরে দেরী হওয়ার মূল কারণ। এছাড়াও দেরী হওয়ার কারণরূপে নানান ব্যস্ততা তো আছেই। যাহোক, যে দ্বীন ও ধর্মের জন্য স্বেচ্ছায় হাজারো জান উৎসর্গ করেও যথার্থ হবে না তার মূল্যায়ন এবং যেই দ্বীনের প্রকৃত মূল্যায়ন ছিল একান্ত হৃদয়ানুভূতি ও উত্তাপ্ত উদ্যম শানীত ধারা। সে অনুপাতে আমাদের এই নামেমাত্র কাজে যোগদান এবং এত অল্প ও কম পরিশ্রমে স্বল্প পরিসরের জন্য সম্পৃক্ত এ উদ্যোগ যেন মূল দায়িত্ব ও কর্তব্যের কাছে কিছুই না। কিন্তু আল্লাহ পাকের অপার কৃপা ও মহিমা অসহায়ের সহায় এবং শেষ জমানার একজনের একটু চেষ্টা ও সাহাবাদের পঞ্চাশ জনের মেহনত বরাবর সওয়াব দানের যে সুসংবাদ দিয়েছেন এ মর্মে করেছেন সত্য অঙ্গীকার এবং পক্ষান্তরে لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকে কখনো তার সামর্থের বাইরে কিছু দেন না। এর যত খোশ খবরীর মাধ্যমে আমাদের এ



ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মাঝেই খুঁজেপাই বড় বড় আশার আলো। জনাবে মুহতারাম, আপনার ব্যক্তিত্বের সামনে এমর্মে কিছু বলা আমার মত অধমের শোভা পায় না। তথাপিও এ যে এমন এক কাজ নিয়ে পর্যালোচনা, যার সত্যতা থেকে বিমুখ হয়ে না আপনি থাকতে পারবেন, না আমি। যার জন্য আমি বরং এ সাহসী উদ্যোগে পর্যালোচনা শুধু এজন্যই করি যে, আপনার মত ব্যক্তিত্বরাও যেন এ কাজে সম্পৃক্ত হয় এবং এটা নিশ্চিত যে, একাজ চাই আপনাদের মতই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক, আর এটাও নিশ্চিত যে, আপনারাই এ কাজের যথার্থ উপযুক্ত।

সদা সত্য অপরিহার্য একটি কাজের কথা, এটা জাতির নিকট পৌছানোর নিয়্যতে এ অধমের থাকবে আজীবন আপ্রাণ প্রচেষ্টা। আর এমর্মে জনাবের দরবারে আরজ এই যে, মুহতারাম! মানুষ একটি গভীর সাগরের ন্যায়। দুনিয়ার চিরাচরিত নিয়ম এই যে, মানুষ একে অপরের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। সুতরাং কারো থেকে কেহ যখন কোন কিছুর শিক্ষাগ্রহণ করে, তখন শিক্ষণীয় বস্তুর প্রতি আগ্রহ ও প্রতিক্রিয়া.তার অন্তর এতটুকুই গ্রহণ করবে, ঠিক যতটুকু আগ্রহ ও প্রতিক্রিয়া ঐ মূল ব্যক্তির মধ্যে আছে। আমার এ আরজের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর রাহে বাহির হওয়ার সময় শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার নিজ নিজ ইবাদতে মশগুল রাখবে। (তন্মধ্যে সর্বোত্তম, নিজকে তালেবে ইলম বানিয়ে নেয়া এবং বেশী বেশী যিকিরে মশগুল থাকা)। আর আন্তরিকতার সাথে খোদাভীতি উপলব্ধি করা উচিত। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদা অন্তরের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا (অর্থাৎ, তাকওয়া তো এখানে) সুতরাং এসব জিনিস কিয়ামতের দিন কাজে আসবে এমর্মে বিশ্বাস আছে কিনা? যে ব্যক্তি এসব কাজকে খোদাভীতির সাথে এবং কিয়ামতের দিন কাজে আসবে বলে বিশ্বাসী এবং ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত বলে মনে করে, তাদের জন্য উচিত সমষ্টিগতভাবে বস্তু লাভে প্রাণপন সচেষ্ট থাকা। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য অধমের রায় হল মুবাল্লিগ এবং সম্ভাব্য তাবলীগের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কিতাবগুলি সার্বিক আমলে পরিণতহওয়া উচিত। যথা-জাযাউল আমাল, রেসালায়ে তাবলিগ, কুরআন শরীফ সংক্রান্ত মাওলানা যাকারিয়া (রাহঃ) এর সংকলিত চল্লিশ হাদীস, ফাযায়েলে নামায, ফাযায়েলে যিকির, হেকায়েতে সাহাবা। উল্লিখিত এসব কিতাবগুলিকে মূল মনে করে এই একই বিষয় ভিত্তিক অন্যান্য কিতাবাদিকেও যদি পড়া হয়, তাহলে খুবই উত্তম। আল্লাহ আমাদের

সহজ ও কবুল করুন।

ঐ সমস্ত বিষয়ের মাধ্যমে জনমনে উদ্যম সাহস ও উৎসাহ প্রদানের সাথে সাথে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে যুগোপযোগী কিছু অপরাপর বিষয়াদীকেও শামীল করা উচিত।[১] জনাব রেজা হাসান সাহেব গত পনের দিন যাবত তাবলীগের কাজে সম্পৃক্ত। তার কাজের শুরু অবশ্য আমার সাথেই হয়েছিল। কিন্তু আমি শনিবারে গিয়ে সোমবারেই ফিরে এসেছিলাম। জনাব সে থেকে এ যাবৎ বড় হিম্মতের সাথে খোদার রাহে গাশ্ত করে যাচ্ছেন। আল্লাহ তাকে কবুল করুন এবং দান করুন তাকে উত্তম প্রতিদান। তিনি বাহির থেকে ফিরে আসলেই তার খিদমতে উপস্থাপন করব আপনার পত্রটি। এসময় বিশেষ কিছু লিখার মত তেমন কোন বিষয়বস্তু মনে আসছে না। তবে হ্যাঁ একটি বিষয় অবশ্যই লিখবো যে, যেভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যে সেনা বিভাগে লোকজন ভর্তি হত শুধুমাত্র দুনিয়াবী আরাম-আয়েশ, ভোগ বিলাসিতার জন্যে পরবর্তীতে তা পেয়েও যেত। ঠিক তেমনিভাবে সত্যিকারের মুসলমান রূপে জীবন যাপন করার লক্ষ্যে খোদার দ্বীনের খাতিরে খোদার রাহে দ্বীনের প্রচার প্রসারে সচেষ্ট হতে হবে এবং এরই মাঝে নিহীত মুসলিম জাতির চির কল্যাণ।

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْوِيْلاً
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
اُولٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةَ

ইতি বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

কলমে, হাবীববুর রহমান (শিক্ষক)

---

*টিকা ঃ* (১) মৌলভী ক্বারী সাইয়্যেদ রেজা হাসান সাহেব ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক, মশহুর আধ্যাত্মিক বুযুর্গ জনাব মরহুম হযরত মাওলানা সায়্যেদ আহমদ সাহেবের পোতা। তিনি ছিলেন মাওলানার একান্ত ছাত্র ও বিশ্বাসভাজন, বিশেষ ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। হজ্বের সফরে মেওয়াতের কাজ-কর্ম দেখাশুনার জিম্মাদার এবং কয়েক এলাকায় দাওয়াতী কাজ প্রচলনকারী ও আমীরে জামাত ছিলেন। মোটকথা আল্লাহ তাআলা তার মধ্যে এমনি অনেক গুণের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। শাওয়াল মাসের ১৩৬৫ হিজরীতে ভূপালে ইন্তিকাল করেন। (রাহঃ)



৬ই মহররম, সোমবার।

## ১৩ নং পত্র

ফায়দা ঃ (১) মুমিনদের পরস্পর সুধারণা পোষণ, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রহমত বর্ষণের একটা বড় মাধ্যম।

(২) উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার পরিবর্তে সুস্থ চিন্তাধারাই পারে অপাত্রে সময় ব্যয় থেকে বিরত রাখতে।

(৩) তাবলীগের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা আল্লাহর স্মরণ ও নৈকট্য লাভের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিশালী কারণ যে, হাজারো জান ও মস্তিষ্কের মূল্য সে তুলনায় নিছক বিন্দু।

বান্দা মোঃ ইলিয়াছের পক্ষ থেকে
নিজামুদ্দীন হতে
নবী বংশের অপ্রতুল প্রদীপ, সৌভাগ্যের খনি,
জনাব সায়্যেদ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

স্বীয় বংশের এ এক নগণ্য খাদেমকে যেভাবে নিজ ব্যক্তিত্ব ও সচ্চরিত্রের বলে যে সুধারণার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, এ অধম না কখনো এর উপযুক্ত, না এমনটিতে সক্ষম। কিন্তু আল্লাহর এ চির বিধিতো আজও বিদ্যমান যে اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ (অর্থাৎ, আমি আমার বান্দার ধারণানুযায়ী)। সুতরাং আপনার মত ব্যক্তিত্বের সুধারণারও একটি প্রতিক্রিয়া হবে। যার ফলশ্রুতিতে হয়তো নসিব হবে খাজানায়ে রহমত থেকে কিছু অংশ। কেননা মমিনদের পরস্পর সুধারণা পোষণ খোদা প্রদত্ত এ এক বড় নেয়ামত এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রহমত বর্ষণের একটা বড় মাধ্যম। আপনার জুতার বদৌলতে আল্লাহ আমাকে এবং আমার সকল দোস্ত, আহবাবদেরকে খোদায়ী এ নেয়ামত ও রহমত দ্বারা ভরপুর করে দিক। আমীন।

জনাব বুযুর্গ মুহতারাম! বড়ই চিন্তা করার বিষয় যে, দুনিয়াবী বস্তুতে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ইত্যাদির পরিবর্তনের মূলে কি? কেন? কোত্থেকে এলো ও প্রকাশ পেল এই বস্তু। ধীর মস্তিষ্কে একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে,এসবের প্রকাশমান উৎপত্তিস্থল বড়ই জঘন্য জায়গার দিকে। অর্থাৎ এ জিনিসগুলো

অবহেলার কারণে, নিজের মূল্যবান সম্পদ, ধ্যান ও জ্ঞানকে, অপাত্রে ব্যবহার করে নিজের প্রতি জুলুমের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। এ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ও পরিবর্তনের হাওয়া। কিন্তু আশ্চার্য! বাহ! কতই না সুন্দর, আমাদের মুরুব্বী আকায়ে নামদার তাজদারে মদীনা মোহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং আমাদের সর্বসৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এসব তারাদ্দুত তথা পরিবর্তনশীলতা যার উৎপত্তিস্থল বড়ই জঘন্য ও অপরিবর্তীত স্থান। সেহেতু কোন রকম ও'য়ীদ তথা ভীতি প্রদর্শন এবং ঐসব তারাদ্দুদের কারণে কোন রকম পাকড়াও না করে বরং কত সুন্দরভাবে হেকমত ও মূল্যবান নসিহতের মাধ্যমে বলে দিয়েছে এসব থেকে মুক্তিলাভের মহাঔষধ। إِنَّ فِى اللّٰهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيْبَةٍ। (অর্থাৎ নিশ্চয় সব ধরণের মসিবত থেকে পরিত্রাণের পর আল্লাহর কাছেই রয়েছে সব ধরণের ইজ্জত)। এতো বলা হল মুক্তিলাভের ঔষধ। কিন্তু আল্লাহ রাহমানুর রাহিম, নিজ দয়া গুণে আমাদের এসব উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও পরিবর্তনশীলতায় গোনাহ হওয়া সত্ত্বেও (কেননা এসবের উৎপত্তিস্থল গাফলতি) একারণে এসবই গোনাহ হয়েছে এবং এ সম্পর্কে কুরআন পাকে বিভিন্ন আয়াতে জায়গায় জায়গায় হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ الخ ইত্যাদি ইত্যাদি এর উপর দৃঢ়তার সাথে শরীয়ত মুতাবেক সুষ্ঠ চিন্তা-ভাবনা করে এবং বেশী বেশী ইস্তিগফারের দরুন এইসব পরিবর্তন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও পরিবর্তনশীলতা থেকে মুক্তিলাভের চিকিৎসারূপেও অঙ্গীকার করেছেন এবং কিয়ামতের দিন উত্তম প্রতিদানেরও ওয়াদা করেছেন। أُولٰئِكَ صَلَوٰةٌ مِنْ رَبِّهِمْ الخ- মোটকথা আমার এ লিখার সারমর্ম হল এই যে, অধমের দৃষ্টিতে মানুষ যেন সর্বদা দুটি জিনিসের প্রতি খেয়াল রাখে। প্রথমতঃ এ সব কিছুই নিজ গাফলত ও অলসতার দরুণই সৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং এজন্য বেশী বেশী তাওবাহ ও ইস্তিগফার করতে হবে। এরপরও যেহেতু আল্লাহ তা'আলার বিধান لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ, কেননা এর কারণগুলোকে জানা তার চেষ্টার বাহিরে ছিল এজন্য তার প্রতিতো পাকড়াও করেনি, উপরন্তু তার উপর ধৈর্য্য ধারণে এবং আল্লাহ তাআলা থেকে সোয়াবের আশা রাখার কারণে এমন এমন মর্যাদাপূর্ণ উত্তম প্রতিদান সম্বলিত সুসংবাদের অঙ্গীকার কুরআন ও হাদীসে ভরপুর। যার অনুমান করাও



দুষ্কর।

মোটকথা প্রথমত ওর মধ্যে চিকিৎসার প্রয়োজন যা, إِنَّ فِى اللّٰهِ عَزَاءً الخ আয়াতেই বিদ্যমান এবং আয়াতে উল্লিখিত فِى اللّٰهِ তথা আল্লাহর মধ্যে বাক্যটি আমার দৃষ্টিতে তাবলীগি কাজে দৃঢ়তা ও উদ্যম সাহসিকতার সাথে লেগে যাওয়া। কেননা তাবলীগের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে, যা হয়, আল্লাহর স্মরণ ও নৈকট্য লাভের শক্তিশালী অপ্রতিদ্বন্দ্বী কারণ, যদি যথার্থ মূল্যায়ন, সাহস, উদ্যম ও দৃঢ়তার সাথে করা হয় তাহলে হাজারো জান ও মস্তিষ্কের মূল্য সে তূলনায় নিছক বিন্দুমাত্র।

আর দ্বিতীয়তঃ স্বয়ং ঐসব উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যেও আল্লাহ তাআলার দরবারে পরিপূর্ণভাবে আজর ও সোয়াবের আশা রাখবে। তারাদ্দুদ ব্যতিত দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে তো ঐসব উদ্বেগ ও উৎণ্ঠার কষ্ট ক্লেশ স্বীয় প্রতিদানের মুকাবিলায় (যা অবশ্যই পাব ইনশাআল্লাহ) মনে না রাখাই উচিত।

এ অধম আপনার বংশ ও পরিবারের জন্য বিশেষত আপনার মুহতারাম। আম্মীজান ও ভাই-বোন, সকলের মঙ্গল কামনার্থে দু'আ করি, খোদা দয়াময়ের দরবারে। সাথেই আমার পক্ষ থেকেও রইল সকলের প্রতি দু'আর দরখাস্ত। আপনার শুভাগমনের বার্তা যেন আমাদের সকলের মনে খুশির জোয়ার বাইয়ে দিচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার মত ব্যক্তিত্বের উসিলায় উভয় জাহানে কামিয়াবী দান করুন। এই দুই ব্যক্তি যারা তাবলীগে গিয়েছিল তাদের জন্য এবং আমার জন্য সবচেয়ে মূল্যবান বস্তুছিল এই যে, ক্ষণিকের জন্য হলেও আপনার মত বুযুর্গের সান্নিধ্য লাভ করতে পেয়েছি। আর সেই সান্নিধ্যটুকুতে যেন আল্লাহ তা'আলা বরকত দেন এবং আমাদের সকলের জন্য উভয় জাহানে দান করেন উত্তম প্রতিদান। আমি আন্তরিক ভাবেই দুঃখিত যে, তারা ফেরার পথে মাওঃ আঃ শুকুর সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেনি। আল্লাহ যদি ভাল করে তাহলে ইনশাআল্লাহ আগামীতে কখনো সুযোগ হলে, পরামর্শক্রমে লাখ্নৌতে আমাদের যত আছেন সকলের সাথেই দেখা করব এবং আন্দোলনকে চালিয়ে নেয়ার চেতনায় ব্রতী হন। সম্ভব ার হলে কোনক্রমেই পিছপা হব না ইনশআল্লাহ।

রমযানুল মুবারকের পরে আমার স্নেহাস্পদ জনাব মৌলভী আলাউল হাসান এবং মৌলভী বদরুল হাসান এর ছেলে ও ভাতিজা জনাব জহিরুল হাসান তার

ভায়ের চিকিৎসার নিমিত্তে লাক্ষ্ণৌ যাচ্ছে। আশা করি জনাবের বাহ্যিক ও আন্তরিক সুদৃষ্টি তার রোগ মুক্তির কারণ হবে। শুভাগমনের তারিখ জানতে পারলে হয়তো আমি ঐ সময় ওখানে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করব। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এখন তো কোন সফর নেই কিন্তু প্রোগ্রাম বানাতে তো আর সময় লাগে না।

ইতি
বান্দা মোঃ ইলিয়াছ
বকলমে হাবীবুর রহমান

## ১৪ নং পত্র

জনাব মুহতারাম,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আপনার দেয়া পত্রখানি যথারীতি পেয়েছি। পাঠান্তে বিস্তারিত জানতে পেরে খুশি হলাম।

জনাব, তাবলীগের এ কাজ বস্তুত মানুষের আত্মার খোরাক। আল্লাহ তা'আলা নিজ রহম ও করমে আপনাকেও এ খোরাকে ভরপুর করে দিক। এখন এই সাময়িক বঞ্চিত ও সামান্য প্রাপ্যের কারণে একটু চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক।[১] তাই বলে এতে অস্থির হওয়ার কোন কিছু নেই।

কিছু দিনের জন্য যদি এখানে চলে আসেন তাহলে আশা করি আল্লাহ পাকের রহমতে উপকারই হবে। মনে ফিরে আসবে প্রশান্তি এবং সৃষ্টি হবে কাজে দৃঢ়তা, ইনশাআল্লাহ্।

ইতি
বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

বিঃ দ্রঃ ইহতেশামের পক্ষ থেকেও থাকলো আন্তরিক সালাম।

---

*টিকা ঃ* [১] রায়বেরেলীতে অবস্থানকালে বেকারত্বের কারণে মন-মানসিকতায় অনেকটা বিতৃষ্ণাবোধ ও অস্থিরতাভাব এসেছিল। এমর্মে অধম এক চিঠিতে হুজুরকে জানিয়েছিলাম।



## ১৫ নং পত্র

ফায়দা ঃ (১) মুসলিমীন এবং মুসলিমীনদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার রহমত এবং ফযল ও করম তার দ্বীনের প্রচার প্রসার ও প্রচেষ্টার সাথেই বর্ষিত হতে পারে।

(২) নিজ জীবন ও প্রচেষ্টার তরীকে স্বীয় মনগড়া জ্ঞান বুদ্ধি থেকে নিষ্কলংক রেখে আল্লাহ তা'আলার ঐশী বাণী ও ফরমানের উপর ছেড়ে দেয়াই দ্বীন বা ধর্মের মূল।

(৩) সফলতা এবং উপায় উপকরণ সুযোগ-সুবিধা প্রকাশ পাওয়ার পর মেহনত ও প্রচেষ্টার প্রতিদান হাজারো গুণ কমে যায়।

নিজামুদ্দীন হইতে
আমার মুকাররাম ও মুহতারাম
জনাব, সৈয়েদ সাহেব দামাওরাকালুহুম

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আপনার দেয়া পত্রটি পেয়ে আজ নিজকে বড় ধন্য মনে করছি। জনাবের দরবারে এ অধম আরজ করেছিলাম যে, এই মুবাল্লিগিনদের জামাত যখন মেওয়াত থেকে দিল্লী পৌছবে, তখন আপনিও একটু সাহায্য সহানুভূতির হাত বাড়াবেন। এ অধমকে আহলে হক তথা সত্য অনুসন্ধনীদের সম্মুখে নিজ অজ্ঞতা ও অযোগ্যতার কারণে বড়ই অসহায় মনে হচ্ছে যে, এই সত্য কথাকে জনসাধারণের সম্মুখে কোন সাহসে প্রকাশ করবো। দু'আ করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে আমার সোপর্দ না করে বরং স্বয়ং নিজেই এই সত্যকে জ্ঞানে গুণে আমার মাধ্যমে প্রকাশ করণার্থে সাহায্য এবং কর্মীরূপে কবুল করেন।

আর উহা এই যে,আল্লাহ তা'আলা মুসলমান এবং মুসলমানদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রতি তার নিজ রহমত এবং ফযল ও করম শুধুমাত্র তার দ্বীনের একনিষ্ঠ প্রচার ও প্রসার এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমেই বর্ষিত হতে পারে। নচেৎ এ সময় সন্ধিক্ষণে আজ মানব জাতি অতিক্রম হচ্ছে খোদাপাকের লা'নত ক্রোধ ও গযবের মধ্য দিয়ে আর এ ক্রোধ ও গযবের আগুন থেকে বাঁচার একমাত্র পানি খোদার রাহে এ দ্বীনি আন্দোলন ছাড়া আর কিছুই না। আর ধর্ম এবং শরীয়তে ইসলামীর মূল, স্বীয় জীবন এবং চেষ্টা প্রচেষ্টাকে নিজের সযৌক্তিক জ্ঞান-বুদ্ধি

থেকে নিষ্কলংক রেখে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার ঐশী বাণী ও ফরমানের উপর নিজ প্রচেষ্টার তরীকে মনে প্রাণে ছেড়ে দেঁওয়া বাস এটাই হল মাযহাব বা ধর্মের মূল। ফলশ্রুতিতে যখন এমনিভাবে এ রাহে চেষ্টা করা হবে তখন ভাল ফল অবশ্যই দেখা দিবে। এ এক অত্যাবশ্যকীয় বস্তু। আর ঐ সময় যখন এর সুফল চোখের সম্মুখে ভাসতে থাকবে একের পর এক নানান সুযোগ-সুবিধা যখন মানুষ স্বচক্ষে দেখতে থাকবে তখন মেহনত তথা প্রচেষ্টার আজর ও সওয়াব হাজারো গুণ কমে যাবে। এবং কমে যায় তার মর্যাদা। যেমন নাকি বদরের যুদ্ধের ঘটনা চাক্ষুসমানদের জন্য একটি বড় উদাহরণ যে, এই যুদ্ধের পর পরবর্তীদের জন্য ধর্মের খাতিরে বিভিন্ন প্রচেষ্টা কোন কোন অংশে বহু বহু গুণ বেশী। কিন্তু তাই বলে তাদের মর্যাদা প্রথমদের বরাবর নয়।

আর দ্বিতীয় উদাহরণ মক্কা বিজয়ের ঘটনা। এ সংক্রান্ত আল্লাহ তা'আলা সূরা হাদীদে স্পষ্ট ঘোষণা করেন যে, لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ الخ (অর্থাৎ, মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা খোদার রাহে দান করেছে এবং জিহাদ করেছে তোমরা কখনো হতে পারবে না তাদের বরাবর)। উদ্দেশ্য এই যে, মাযহাব তথা ধর্মে লাভবান বা দুনিয়াবী থেকে এত দূরে যে, লাভ ও সুফল নজরে আসতে থাকলেই সোয়াব হয়তো হবেই না কিংবা হলেও হবে পূর্বের তুলনায় কম।

মোটকথা, সারাংশ এই যে, অধম এজন্য বড়ই পেরেশান যে, আমাদের জমানার লোকেরা বর্তমান জমানার পেরেশানীএবং ভবিষ্যতে আগত বিভিষিকাময়, অন্ধকারাচ্ছন্ন, অপ্রীতিকর পেরেশানীর পরিমাণ এতই যে, তার কোন সীমা পরিসীমা নেই। তবে আমার অন্তর বড় নিশ্চিত যে, মৃত্যু পর্যন্ত এই মেহনতের কাজকে সততার সাথে মুক্ত মনে প্রশস্ত হৃদয়ে এবং শুধুমাত্র এই আন্দোলনের প্রচার ও প্রসার করব। বিশ্বাস করুন, আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার অনুযায়ী مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ اللّٰهُ لَهٗ (অর্থাৎ যে আল্লাহর জন্য, আল্লাহ তার জন্য)। যখন আমরা এ আন্দোলনকে (যা সর্বস্বই শুধু দ্বীনই দ্বীন) দৃঢ়তা ও আন্তরিকতার সাথে নিজ অন্তরের পরিশুদ্ধতা মনে করে একনিষ্ঠভাবে নিজকে এ কাজের জন্য উৎসর্গ করে দিব, তখন আল্লাহ তা'আলা নিজ ওয়াদানুসারে আমাদের প্রতি অবশ্যই তার অদৃশ্য শক্তি দ্বারা রহমতের বারি বর্ষণ করবেন।



আর এতো বড় স্পষ্ট যে, والله يفعل مايريد আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। আমার বুঝে আসে না যে যেখানে সমস্ত পেরেশানী দূর করার একক এলাজ তথা মহাঔষধ লুকায়িত রয়েছে এই মেহনতে, সে কথা আজ এ সময়ে এই জনসাধারণের সামনে কিভাবে বলব। মন চায় যে, আপনাদের মত ব্যক্তিত্বরাও এদিকে একটু মনোযোগী হোক। এর বেশী আর কিই বা চাইব। এ সময় মেহমানদের ভীড় খুব বেশী মৌলভী এহতেশাম সাহেবের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, অচিরেই মৌলভী মনজুর নোমানী সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে আপনি আসতেছেন। আল্লাহ তা'আলা আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ নসিব করুক এবং কাজে-কর্মে বরকত দিক। আমীন।

ইতি

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

বকলমে হাবীবুর রহমান

## ১৬ নং পত্র

ফায়দা ঃ (১) তাবলিগের প্রাক্কালে বিভিন্ন জায়গায় না গিয়ে বরং প্রত্যেক মারকাজ থেকে তাবলীগের প্রতি জনমন আকৃষ্ট করাটাই মূল কাজ।

নিজামুদ্দীন হইতে

২৯ জানুয়ারী ১৯৪২ ইং

মুকাররাম ও মুহতারাম

জনাব, সাইয়্যেদ সাহেব দামাতবারা কাতুহুম

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আপনার দেয়া পত্রপ্রাপ্তি মজলিসের সকলের জন্যই খুশির কারণ হয়েছে। কিন্তু খবরের পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা সকল কাজ ও ঘটনাবলীর ভাল ফল দান করুন এবং ঐসব খবর ও ঘনাবলীকে স্বীয় কুদরতে, যে কুদরতের বলে একাকীই টিকিয়ে রেখেছেন এই ভূমন্ডলের আকাশ ও সপ্ত জমিন। স্বীয় ফযল ও করমে এবং রহমতে নিজ ঐশ্বরীক শক্তির সাহায্যে ঐসব খবর এবং ঘটনাবলীকে এমনভাবে স্থায়িত্ব করে দিক যেন এ কাজ এ মেহনত চলতে থাকে দীর্ঘদিন। অনেক অনেক দিন। এ ভয় এবং বাধা না থাকে যে, দু চারশ বছরে খতম হয়ে

যায়। সুতরাং কাজের এ শুরু লগ্নে ভিত্তিপ্রস্তরের মজবুতির জন্য খুব বেশী করে দু'আ করতে থাকেন।

আজই এ অধম দাওয়াত নিয়ে আমিনিয়া মাদ্রাসায় গিয়েছিলাম। যেখানে দয়াময় রাহমানুর রাহিমের অশেষ ফযল ও করমে আশাতীত আশার আলো সৃষ্টি করেছেন। হযরত মাওঃ মুফতি কেফায়েতুল্লাহ সাহেব সমস্ত ছাত্র শিক্ষকদেরকে একত্রিত করেছেন এবং আমার তাকরীর পর মাওলানা ফখরুল হাসান বয়ান করেছেন। এরপর সময়ের স্বল্পতা সত্ত্বেও মুফতি সাহেব তার সংক্ষিপ্ত বয়ানের মধ্যে তাবলীগের প্রয়োজন ও গুরুত্ব খুব সুন্দরভাবে জনসম্মুখে ফুটিয়ে তোলেন। জনসমাগমে মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক ছাড়া ও উপস্থিত ছিল শহরের ব্যবসায়ীবৃন্দ ও বিভিন্ন পেশার অনেক লোক।

অধমের দৃষ্টিতে যতক্ষণ পর্যন্ত এ মেহনত ও কাজকে স্বইচ্ছায় শিখতে না আসবে এবং তাবলীগের প্রাক্কালে মুবাল্লিগগন বিভিন্ন জায়গায় মনযোগসহকারে প্রত্যেক মারকাজ থেকে তাবলীগের প্রতি জনমন আকৃষ্ট করাকে মূল দৃষ্টিতে না দেখবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মেহনত কাজের গভীরতায় পৌছতে পরবে না। এটা বড়ই মজবুত ও সুন্দর এক গভীর কায়দা বা নিয়ম। ইতি

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

২৯/জানুঃ ১৯৪২

## ১৭ নং পত্র

ফায়দা ঃ (১) তাবলীগের জন্য বিশেষ কোন জায়গা নির্দিষ্ট করা এবং বাকি অন্যান্য জায়গা থেকে দূরে সরে থাকা মারাত্মক ভুল।

নিজামুদ্দীন হইতে

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

জনাব, মুহতারাম,

আপনার দেয়া পত্রটি পেয়ে দারুন খুশি হয়েছি। কিন্তু পাঠান্তে নিমিষেই ম্লান হয়ে গেল সব খুশি। অশ্রুসিক্ত হল নেত্রদ্বয় [১] আপনি আজ যে রোগে

*টিকা ঃ* (১) অধম পত্রে বিভিন্ন জায়গার বর্তমান পরিস্থিতি, তাবলীগের প্রতি মানুষের উদাসীনতা ও ঠাট্টা বিদ্রূপের কথা উল্লেখ করেছিল। এছাড়াও ভাগ্নে মরহুম মাহমুদ হাসানের শারীরিক রোগাক্রান্ত পরিস্থিতির অবনতি ও আমার উদ্বেগ এবং এক তাবলীগি ভাই মৌলভী মঈনুল্লাহ নদভীর শারীরিক অসুস্থতায় আমার মানসিক উদ্বেগের কথা প্রকাশ করেছিলাম।



আক্রান্ত ও ভারাক্রান্ত, এ অধমের দিলও পড়ে আছে সেখানেই। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মেহেরবাণী এবং খালেছ রহমত ও সন্তুষ্টিপূর্ণ নেয়ামতের মাধ্যমে পূর্ণ নিরাপত্তা ও পূর্ণাঙ্গ রহমত নসীব করুন। আরো দু'আ করি আল্লাহ আপনার তাবলীগের কাজে, উদ্দেশ্য সাধনে সুফল এবং নুসরতের দৌলত নসীব করুন। তাবলীগের জন্য বিশেষ কোন জায়গা নির্দিষ্ট করা এবং বাকি অন্যান্য জায়গা থেকে দূরে সরে থাকা তাদের বুনিয়াদি ভুল। [২] বড়ই ভয়ানক এবং বিষাক্ত খেয়াল। খবরদার যেন অন্তরে জায়গা না পায় এমন কোন খেয়াল। ক্ষণিকের জন্যও যেন মনে এ ভ্রান্ত খেয়াল উদয় না হয়। [৩] আপনি তাবলীগের জন্য যে সমস্ত বাধা-বিপত্তির কথা উল্লেখ করেছেন তা বাহ্যিকভাবে সঠিক, কিন্তু মূল কারণ স্রষ্টার নিকট পরিবর্তনে কোন বিলম্ব হয় না। সময় লাগে না। সাক্ষাতে বিস্তারিত আলোচনা হবে। আর তাবলীগের জন্য একটা জামাত যে সফরে যাওয়ার কথা ছিল, তা মূলত মৌলভী যাকারিয়ার পরামর্শের পরেই সম্ভব। মৌলভী এহতেশাম সাহেবও এ সময় কান্দালায় গিয়েছে।

ইতি

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

বকলমে হাবীবুর রহমান

৮ এপ্রিল ১৯৪২ ইং

## ১৮ নং পত্র

নিজামউদ্দীন হইতে

জনাব, মুহতারাম ও মুকাররাম

*টিকা ঃ* (২) অনেকের রায় ছিল এ কাজে প্রথমে এক জাগায় পূর্ণ মনোযোগ সহকারে কাজ করা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ এলাকা এছলাহ না হবে তাবৎ অন্যদিকে খেয়াল না করা

(৩) এক জায়গাতেই স্বীয় প্রচেষ্টা ও মনোযোগ বদ্ধমূল থাকতো এবং অন্যদিকে মোটেই কোনখেয়াল না করা হত তাহলে এমনই হতো পরাজয় এবং হিম্মত হারার একটা বড় কারণ হতো, কেননা স্থান-কাল-পাত্র বিভেদে অনেকে হয়ত নিজ যোগ্যতা ও আহলিয়্যাত থেকে বঞ্চিত হত। ফলে জায়গার বিভিন্নতায় অন্তত অদ্যাবধি কাজে সাহসের সাথে সম্পৃক্ত এবং সজিবতা রয়েছে।

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আপনার পত্র প্রাপ্তির পর তাৎক্ষণিকভাবে যা বুঝে আসছে তা লিখেই পত্রত্তোরে সচেষ্ট হয়েছি। সাথেই এর টু-কপি শায়খুল হাদীসের খেদমতেও পাঠিয়েছি। যা হোক এই তাবলীগের ব্যাপারে অধমও বহুত পেরেশান অবস্থায় কালাতিপাত করছি। সত্যিকারার্থে এর মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য তো সঠিকভাবে আদায় করার যোগ্যতা আমার নেই। আমলের তো প্রশ্নই আসে না। আর বিধির বিধানও বড় অটল পথ ধরেই আসবে তার গায়েবী সাহায্য ও রহমত যা ধ্রব সত্য।

এ পর্যন্ত সকল মেহনত ও প্রচেষ্টার সারমর্ম এই যে, তা প্রায় যথার্থ ও যথেষ্ট, ফলশ্রুতিতে আজ ইসলামী বিশ্বকে সকল বিভেদকে বর্জন করে এমর্মে একমত পোষণ করা উচিত যে, বাস্তবেই এ স্কীম সত্য এবং করার মত কাজ। তবে হ্যাঁ এ কাজে একটু-আধটু বিরোধিতা ও স্বইচ্ছার রোগও সৃষ্টি হয়েছে। তাই এমর্মে এ অধম ও বড় সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে খেয়াল করেছি যে, এই খেয়াল ও সমমনার সীমারেখা থেকে আমলী ময়দানের পরিসীমা পর্যন্ত রয়েছে বহু দুর্বোধ্য কঠিন পাহাড় ও বাধার প্রাচীর। সুতরাং ঐ পাহাড় ও বাধার প্রাচীরের প্রতি দৃষ্টি রেখে আল্লাহর উপর ভরসা করে তাওয়াক্কুল ও দু'আর সাথে দৃঢ়পদে এ পথে ধাবিত হওয়া উচিত। কেননা আল্লাহর সাহায্য তো মূলতঃ দৃঢ়তার সাথেই সম্পৃক্ত। وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (অর্থাৎ, যখন তোমরা দৃঢ়পদ হও, তখন আল্লাহর উপর ভরসা কর)। এ আয়াতের প্রতি দৃষ্টিতে তাওয়াক্কুলই হতে পারে সঠিক গায়েবী নসরতের তথা খোদায়ী সাহায্য প্রাপ্তির একমাত্র কারণ।

যা হোক আমার উদ্দেশ্য এই যে, এ সময় কাজের জন্য নতুন করে প্রতিজ্ঞা ও হিম্মতের প্রয়োজন। শায়খুল হাদীসের জলসায় দাওয়াতের জন্য আপনার নিকট লোক পাঠানোর কথা উঠলে তাদের প্রত্যেকেই বললেন যে, এমর্মে মন্তব্য বলুন আর পরামর্শ বলুন। তা এই যে, প্রথমত অধিক ফায়দা ও অনুসরন এর জন্য কিছু লোকের পরামর্শ হয়ে যাক। তন্মধ্যে স্বয়ং শায়খুল হাদীস এবং আপনিও থাকবেন এবং এ বান্দা অধম ও মিয়া এহতেশাম সহ মেওয়াতের কিছু

---

*টিকা ঃ* (১) দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় কিছুসংখ্যক বর্মি ছাত্র ছিল। তন্মধ্যে মৌলভী আনোয়ার বর্মী এবং মৌলভী নাজিমুদ্দীন বর্মী ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারা স্বদেশে ফিরে কাজ করার সংকল্প করেছিল।



অভিজ্ঞ পুরাতন সাথীবৃন্দও থাকবে। আর বাকি-যাদের সাথে এবং যত সময়ের জন্য আপনি আমাকে পাঠাতে চান, আমি সফরে যেতে প্রস্তুত আছি।

বর্মী ছাত্ররাতো মনে হয় রওনা হয়ে গেছে। [১] তাদের সাথে যথেষ্ট সম্পর্ক ছিল। তাদের চিন্তায় এখন মন বড় অস্থির। হায়! তারা যদি অন্তত তিন চার চিল্লা সময় এখানে লাগিয়ে যেত। তাহলে তাদের কাজে অনেক বরকত ও সহজতার আশা ছিল। আমার বুঝে আসে না যে, তারা প্রাথমিক থেকেই অজ্ঞতাবস্থায় কিভাবে চালাবে এই কাজ। বর্তমান সময়ে এই তাবলীগ আমার নিকট একই সাথে শরীয়ত তরিকত, হাকিকতকে একত্রিত করে দিয়েছে। সুতরাং বিজ্ঞানের যুগে আজকের এ নাজুক পরিস্থিতিতে যেখানে কাজের এক-তৃতীয়াংশ করাও কঠিন, সেখানে একেবারে কিছু না জেনে না শিখে সাধারণের মাঝে কাজ করা কিভাবে সম্ভব। যাহোক দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য সকল প্রকার কাজকে সহজ করে দিক এবং তাদের প্রতি নাযিল হোক আল্লাহর গায়েবী নুসরত, রহমত ও বরকত। আমীন।

ইতি

বান্দা ইলিয়াছ

১৯ এপ্রিল ১৯৪২ ইং

## ১৯ নং পত্র

নিজামুদ্দীন হইতে

জনাব, মুহতারাম ও মুকাররাম

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

মুহতারাম আপনার পত্র পাঠান্তে বস্তি সংক্রান্ত লিখাটুকু [১] অবগত হলাম এবং পর মুহূর্তেই এ ব্যাপারে শায়খুল হাদীস দামাত বারাকাতুহুমের সাথে আলোচনা করেছি। তার রায়ে অত্যন্ত যুক্তিসংগত এবং অনেক ঠিক বলেই মনে

---

*টিকাঃ* (১) বস্তি জেলাস্থ করহিতে নামক স্থানে হেদায়াতুল মুসলেমিনের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠিত ছিল একটি বহু পুরাতন মাদ্রাসা। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সায়্যেদ জাফর আলী সাহেব (রহঃ)। এই মাদ্রাসার মুহতামীম সাহেব জনাব মাওলানা হেদায়েত আলী সাহেব এ অধমের মাধ্যমে মাওলানা (রহঃ)কে একটু কষ্ট দিতে যাচ্ছিলেন। যেন ওখানেও তাবলীগের শিকড় গাড়তে পারে।

হচ্ছে যে, বস্তিবাসীরা তো প্রতি বছরেই বাৎসরিক জলসা করে থাকে। যেখানে সাহাবানপুরস্থ মাদ্রাসায়ে মাজাহেরে উলুম থেকেও উলামাগন আগমন করেন। সুতরাং ঐ সভা যদি নিকটেই হয়ে থাকে তাহলে তাবলীগের কাজকেও এর সাথে মিলায়ে দিন। যেন সাহারানপুরের উলামাগন একই সফর থেকে অন সফরে শরীক হতে পারে। ওখানে শায়খুল হাদীস সাহেবও যথারীতি আসবেন। আর যদি ঐ সভা এখনও অনেক পরে হবে বলে মনে হয় তাহলে আপনিই যে তারিখ ভাল মনে করেন নির্দিষ্ট করে দিবেন। ইনশাআল্লাহ নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিতির চেষ্টা করব। সকল সাথীদের প্রতি সালাম ও দু'আর দরখাস্ত জানিয়ে এখানেই শেষ করছি। ইতি

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ
বকলমে এনামুল হাসান

## ২০ নং পত্র

ফায়েদা ঃ (১) তাকরীর তথা ওয়াজ নসিহতের পর যদি তার প্রতি আমল করার খেয়াল না করে, তাহলে জনসাধারণের মধ্যে অশ্লীল ও বেআদবীমূলক কথাবার্তা বলার অভ্যাস হয়ে যাবে।

মুকাররাম ও মুহতারাম জনাব,
সায়্যেদ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

জনাবের দেয়া মুবারক পত্রখানি যথারীতিই পেয়েছি। এ প্রাপ্তি যেন কারণ হয়েছে আমার মনে গহিনে বদ্ধমূল ফুলদানিতে বসন্তের ন্যায় মনোরম ফুলের সমারোহের পরিস্ফুটন ঘটাতে। এ সময় আমি বড়ই পেরেশান। একদিকে মিয়া ইউসুফের হাতে ফোঁড়া উঠাতে রোগাক্রান্ত সে অপরদিকে জামে মসজিদ থেকে পরে গিয়ে এহতেশামের হাত ভেঙ্গে গেছে। ফলে উভয়েই বেশ কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। এতদ্বতীত শায়খুল হাদীসের শরীরেও জ্বর আর ঐ অবস্থাতেই নিয়োজিত আছে মাদ্রাসার বিশেষ বিশেষ কাজে। তবে কল্যাণের পথে সর্বাপেক্ষা বাধা হচ্ছে যে, আজ মেওয়াতে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ জোড়েসোড়ে পরিচালনা করা এ এক সময়ের দাবী। কেননা আল্লাহ তা'আলা ওখানে এমন



কিছু কারণ পয়দা করে দিয়েছেন যে, সে সুবাদে যদি ওখানে মাত্র পনের দিনের জন্য একটি জোড়ের (একত্রিকরণের) ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস দাওয়াত ও তাবলীগের পথে পঞ্চাশ/ষাট এর থেকে হাজারো পরিমাণে বেড়ে যাবে এবং বহিঃগমনের সংখ্যাও কমে যাবে। তাহলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ সুযোগ আগামীতে আর কখনো হবে বলে মনে হয় না। আর আমি মনে করি জনসাধারণের সামনে যতক্ষণ পর্যন্ত আমলী দৃষ্টান্ত স্থাপন না হবে তাবৎ কেবলমাত্র মেম্বারে বসে ওয়াজ নসিহত যথেষ্ট নয়, যদি তাকরীরের পর আমলে রূপান্তরিত করার খেয়াল বা নিয়্যত না হয় তাহলে জনসাধারনের মাঝে অপ্রীতিকর ও বে-আদবীমূলক কথাবার্তা বলার অভ্যাস হয়ে যাবে।

সুতরাং আজকের এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয় আপনি এবং মাওঃ হেদায়াত আলী সাহেব নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের বলে যে যতজন পারেন সম্ভবপর সঙ্গে নিয়ে না হয় একাকীই যতসম্ভব তাড়াতাড়ি মেওয়াতিদের হিম্মত দানের জন্য এখানে চলে আসুন। আর আসার আর এই আসার সময় হাতে একটু বেশী করে সময় নিয়ে আসবেন। যেন কয়েক দিন থাকতে পারেন এবং কোন তাশকীলের জন্য সফরের প্রয়োজন হলে যেতে পারেন। আল্লাহর থেকে আশবাদী হতে পারে ঐ তাশকীলের সফর থেকে আরো উত্তম কোন তশকীলি জামাতের সৃষ্টি হবে।

ইতি
বান্দা মোঃ ইলিয়াছ
বকলমে হাবীবুর রহমান
৭ মে ১৯৪২ ইং

## ২১ নং পত্র

নিজামুদ্দীন হইতে
জনাব মুহতারাম ও মুকাররাম

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

জনাব আপনার দাওয়াতনামাটি যথারীতি পেয়েছি। কিন্তু পত্রানুসারে সময় মত লাব্বাইক বলতে না পারায় আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং আমার

কৃতকর্মের জন্য খুবই অনুতপ্ত। যা হওয়াটাই স্বাভাবিক। এছাড়াও তবে উপস্থিত না হওয়ার পেছনে যে রয়েছে মনের সংকীর্ণতা, যেমন গরমের সময় সফরের কষ্ট ক্লেশ, তাও কিন্তু অস্বীকার করা যায় না একেবারে। তবে মূলতঃ আমি কিন্তু আমার মনকে একথার উপরই পরিচালনা করি যে,

وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِىْ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا

(অর্থাৎ, বলুন, জাহান্নামের আগুন আরো বেশী গরম) সুতরাং এসব কিছুর ঊর্ধ্বে আমার এবং যুক্তিযুক্ত দৃষ্টিতে আমার উপস্থিতি না হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় বাধা মৌলভী যাকারিয়া, মৌলভী ইউসুফ এবং মৌলভী এহতেশাম। এই ব্যক্তিত্রয়ের রোগাক্রান্তই আমার বড় বাধা। ফলে এমতাবস্থায় তাবলীগের অবস্থা কিছুটা এমন যে, যতদূর সম্ভব নিজ প্রচেষ্টায় তাবলীগি কার্যক্রমকে বিস্তৃতি থেকে সাময়িক বিরত রেখে একত্রিত করা এবং তাদের মধ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের কার্যক্রমকে প্রচার ও প্রসারের জন্য সাহসী উদ্যোমী লোক তৈরী করা যেন পরবর্তীতে তারা এ কাজকে দ্বিগুণ হারে বিস্তৃতির রূপ দিতে পারে।

যাহোক উপরোল্লিখিত কারণগুলি যদি সত্য এবং যুক্তিযুক্ত, তথাপিও আপনার দাওয়াতে সাড়া দিতে না পাড়ায় মনে যে ব্যথা তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আপনার পক্ষ থেকে এখন কবেনাগাদ সাহায্য আসবে এটাই মনে আশা। বিশেষ আর কি লিখব, সকল বন্দুবান্ধব ও বাড়ির ছোট-বড় সকলের প্রতি আমার সালাম ও স্নেহ দিবেন এবং সকলের প্রতি রইল আমার দু'আর দরখাস্ত। মৌলভী এহতেশামের হাতের ভাঙগা হাড্ডীর অবস্থা এখন অনেকটা উন্নতির দিকে। ডাঃ বলেছেন, ভালই আছে। দু'আ করেন আল্লাহ যেন ভালভাবে দ্রুত পূর্ণাঙ্গ শেফা দান করেন। মৌলভী ইউসুফের হাতের জখমও রীতিমত প্রতিদিন ধোয়া হয়। খোলা হয়, আবার ব্যান্ডেজ করা হয়। এছাড়া বাকি শারীরিক সুস্থতা ঠিকই আছে। সাহারানপুর থেকে বেশ কিছু দিনগত হতে চললো মৌলভী যাকারীয়ার সন্তানাতিদের ভাল-মন্দ কোন খবরাখবর পাচ্ছি না।

অধম বান্দা মোঃ ইলিয়াছ
২৬ মে ১৯৪২ ইং



## ২২ নং পত্র

জনাব, মুকাররাম ও মুহতারাম

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

হুজুর, আপনি আজকের মত ইতিপূর্বেও অনেক পত্রে লিখেছেন যে, "আপনার লিখনী যেন আমার ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি ও সজীবতার কারণ হয়। তাই লিখছি হুজুর! শারীরিক হায়াতওতো অনেক মূল্যবান বস্তু। ঈমানী হায়াত তো এমন কোন সহজলভ্য আয়ত্বকর বস্তু নয় যে, যখন মন চাইল লিখনীর মাধ্যমে একটু পাঠিয়ে দিব।

যা হোক, মানুষের অবস্থাদির রুখ তথা দিকনির্দেশনা যদি আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করম এবং রহমতে খোদা ওয়ান্দির সাথে সম্পৃক্ত হয়। তাহলে তার শাখা-প্রশাখা এত বেশী যে, বৃষ্টি বা সমূদ্রের সাথে তুলনা করাও তার জন্য জুলুম এবং কম হবে।

জামিয়া মিল্লিয়া ওয়ালাদেরকেও নিজেদের একটি শাখা বানানোর নিমিত্তে সেখানে তাশকীল করার চিন্তা-ভাবনা চলতেছে। গত শুক্রবারে দিল্লীবাসীর ২০/২৫ জনের একটি জামাত এসেছিল। এর মধ্যে জামেয়া মিল্লিয়ার লোকজনও ছিল। তাশকীলের জন্য প্লাণপ্রোগাম ছিল ডাঃ যাকের হুসাইন সাহেবের। যা বড়ই আগ্রহ, শৌক ও খুলসিয়াতের সাথেই ছিল। কিন্তু আকস্মিক অসুস্থতার কারণে আর শেষ পর্যন্ত যেতে পারেননি। ঠিক ঐ পরিমাণেরই আরো একটি জামাত এসেছিল মেওয়াতীদের, কিন্তু উভয়ের মাঝে পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, দিল্লী ওয়ালারা ৫/৬ দিন কাজ করে ফিরে এসেছে। কিন্তু মেওয়াত ওয়ালারা। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আরো বেশী দৃঢ়তার সাথে কাজ করার তৌফিক দিক এবং মানব জাতির হেদায়েতের জন্য তাদের অনুসরণকে দিনে দিনে উন্নতি দান করুক, আমীন। তারা এই জুমআ "কেরানায় কাটিয়েছে, আল্লাহ চাহেতো আগামী জুমআ জানজানায় কাটাবে ইনশাআল্লাহ্।

তবে বড় পরিবর্তন ও ইনকিলাব এই যে, আপনার তাশরীফ নিয়ে যাওয়ার পর থেকে এ কাজের প্রচার ও প্রসারে মেওয়াত ছাড়াও অন্য এলাকার লোকজনও কাজ করছে এবং এ পথে বের হচ্ছে। তবে মেওয়াতের উলামাদের নিয়ে যে একটা প্রোগ্রাম ছিল, তাতে তাদের পক্ষ থেকে তেমন একটা সাড়া

পাওয়া যায়নি। বস্তুত এ প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা খুবই কঠিন, গভীর ও কষ্টসাধ্য। ঈমান বিল গায়েব তথা অদৃশ্যে ঈমানও এটাই চায় যে অনেক কষ্ট ও ত্যাগ-তিতীক্ষা এবং সাধনার মাধ্যমেই চালু হোক এ কাজ। আম্বিয়া আলাইহিমুচ্ছালামদের বাণী হেদায়াতের জন্য যেমন ধ্রুব সত্য, তেমনি শয়তানের ভ্রষ্টতাও ইয়াক্বীনি। তার জন্য চাই চেষ্টা, তাই আপনাকে করতে হবে অনেক চেষ্টা। কাজী যয়নুল আবেদীন এবং সুলায়মান নূরীর সাথে আপনি সরাসরি কথা বলুন। ভিতরগত অবস্থা, তার কবুলিয়্যাত ও তারাক্কির অবস্থা এই যে, যা সরাসরি পাওয়া যায়, তবে এ সময় এ ক্ষুদ্র লিখনীতে লিখা কোন মতেই সম্ভব নয়। বাকি অপরদিকে এ ব্যাপারে নিজের ভুল-ভ্রান্তি ও অবহেলা, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আমাকে যতদূর স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন, সে অনুপাতে আমার মেহনত ও দরদকে তুলনা করলে কিছুই পাই না। তার সাথে যেন কোন সম্পর্কই নেই। সুতরাং এ সংক্রান্তে আল্লাহ তা'আলা যদি দয়া করেন, তাহলে তো তা হবে তারই উপযোগী। আর যদি ইনসাফ করেন, তাহলে আর বাঁচার কোন উপায় থাকবে না।

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ
১৭ই আগস্ট ১৯৪২ ইং
লিখক- মোঃ ইউসুফ

বিঃ দ্রঃ লিখকের পক্ষ থেকেও রইল সালাম ও দু'আর দরখাস্ত।



## ২৩ নং পত্র

নিজামুদ্দীন হইতে
১৬ই আগস্ট
মুকাররাম ও মুহ্তারাম,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

জনাব আপনার পত্রগুলো আমাদের জন্য যেন এক গর্বিত কারণ। আল্লাহ আপনাকে সুস্থ রাখুন, ভাল রাখুন। আপনার কুশলাদি জানার অপেক্ষায় আছি।

আমার ইচ্ছা ছিল শা'বান মাসের শেষার্ধেক সময় সাহারানপুরে কাটাব। কিন্তু মুবাল্লিগিনদের যে পরিমাণের উপর লক্ষ্য রেখে আমার এ প্রোগ্রাম ছিল সে পরিমাণে পৌছায়নি এখনো। এ সময় মাত্র ত্রিশ জনের মত লোক ওখানে কাজ করছে। তবে পরবর্তীতে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে মুবাল্লেগিনরা একত্রিত হন, তাহলে শা'বানের শেষ সপ্তাহ ওখানে কাটানোর ইচ্ছা আছে। ইনশাআল্লাহ দু'আ করুন আল্লাহ যেন সফল করেন।

মাদ্রাসায়ে মাজাহেরে উলূমের তুলনামূলক অনেক ছাত্রদেরকেই এপথে পরিলক্ষিত হচ্ছে। যদিও বাস্তবতায় পর্যাপ্ত পরিমাণে পৌছা এখনও বহু দূর। তবে এ কাজে আপনাদের মত বুযুর্গ ব্যক্তিত্বদের সাহায্য সহানুভূতির প্রয়োজন অত্যাধিক। গত রবিবারে মেওয়াতে আল্‌ওয়ারের নিকটবর্তী স্থানে জলসা হয়েছে। এখানে শায়খুল হাদীস সাহেবও তাশরিফ এনেছিলেন। জলসা হয়েছিল মোট দুই জায়গায়। জলসায় যে খোদায়ী বরকত পরিলক্ষিত হয়েছে তা এই ছোট লিখনীতে প্রকাশ করা সম্ভব না। জনাব, আপনার ওদিকে যে কাজ চলছে তার কিছু একটা বিস্তারিত জানার অপেক্ষায় রইলাম। শুনলাম জামেয়া মিল্লিয়ায়ও নাকি নবউদ্যমে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করেছে। তাদের প্রতি একটু সুদৃষ্টি রাখবেন। সম্ভবহলে প্রয়োজনীয় সাহায্য করবেন। কিছু না হলেও অন্তত দু'আর মাধ্যমে সাহায্য করবেন।

ইতি

বিঃ দ্রঃ এনামুল হাসানের পক্ষ থেকে সালামও দু'আর দরখাস্ত রইল।

## ২৪ নং পত্র

ফায়দা ঃ (১) আল্লাহ তা'আলা অনেকক্ষেত্রে বান্দার দ্বারা এমন এমন উত্তম কথা আদায় করান যে, তা থেকে উপকৃত হওয়ার কথা বলনেওয়ালা ধারণাও করতে পারে না।

নিজামুদ্দীন হইতে

১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২

মুহতারাম ও মুকাররাম জনাব, সায়্যেদ সাহেব,

নিঃসন্দেহে জনাবের দেয়া এ অমূল্য চলমান বাকশক্তি সম্পন্ন হাদীয়া, [১] যেন আমার আরাম ও ইজ্জত এবং নিরাশ জগতে আশার এক ঝলক দ্যুতিরূপ ধারণ করেছে। তবে এ মর্মে জনাবের বলা যে, "এসব পূর্ণাঙ্গ আপনারই কামাই।" এমর্মে বলব যে, একটু ধীর মস্তিষ্কে চিন্তা করে দেখুন, কথা শুধু এতটুকুই নয়, বরং আপনার কামাইকৃত ফসল আরো অনেক আছে। মৌলভী আঃ গফফার সাহেব আপনারই ফসল। মৌলভী হেদায়াত আলী সাহেব, যিনি ছিলেন শত শত উলামাকে এ কাজে লাগানোর এক অনন্য বিরল উপায়, তিনিও আপনারই কামাই ও আপনার হাতের তৈরী।

মূলতঃ আল্লাহ তা'আলা অনেক ক্ষেত্রে তার নেক বান্দার দ্বারা এমন এমন কালেমায়ে তাইয়্যেবাহ্ (তথা ভালকথা) আদায় করান যে, তা থেকে উপকৃত হওয়ার কথা স্বয়ং বলনেওয়ালা, ধারণাও করতে পারে না। যাহোক আজকে এক্ষণে দ্বীনের দুয়ারে অসনী সংকেত। ফলে, আপনার পাঠানো অমূল্য হাদীয়ার জন্য খোদার দরবারে প্রকাশ করছি অসীম কৃতজ্ঞতা। সাথেই দু'আ করি আল্লাহ আপনাকে দান করুন উত্তম প্রতিদান এবং কবুল করুন আপনার এই প্রচেষ্টা।

*টীকা ঃ (১) রমজানের এক ছুটিতে আমি আমার কয়েকজন তাবলীগি সাথী দারুল উলুমের ছাত্র মৌঃ কাজী মঈনুল্লাহ্ গাওয়ালিয়ারী মৌঃ আঃ গফফার জৌনপুরী, মৌঃ মোঃ মোস্তফা বাস্তুবী এবং মৌঃ জহুর ফতেহপুরী প্রমুখ নিজামুদ্দীন মারকাজে গিয়েছিলাম। আমি তখন মাওলানা (রাহঃ)কে লিখেছিলাম যে, এসব বন্ধুবান্ধব আমারই হাতে গড়া এবং এ দীর্ঘ দিনের ফসল। এরই প্রতিত্তোরে জনাব, হযরত (রাহঃ) এই পত্রটি লিখেন।*



আমার নিজের অবস্থা সম্পর্কে কি আর লিখব। যেদিন থেকে তালিবে ইলেমরা এবং উলামায়ে কিরামগণ এদিকে মনযোগ দিয়েছেন, সেদিন থেকে আমার মনের গহীনে উদয় হয়েছে এক নতুন আশা। সাথেই অনুভব হচ্ছে এক নতুন বোঝা। কেননা কোন কাজই কখনো করা ব্যতীত অস্তিত্বলাভ হয় না। সুতরাং এখন যতদিন এ কাজে পূর্ণতা আসতে লাগে, ততদিন এ পথে আসা অপ্রীতিকর সব কিছু সহ্য করে নিতে হবে দৃঢ় প্রত্যয়ে। এখন তো চলছে পবিত্র মাহে রমজান। সবর ও ধৈর্য্যের মাস। দু'আ কবুলের মাস। তাই চাইতে হবে আল্লাহর কাছে, তাঁর জন্য সব অসাধ্যকে সাধ্য করা খুবই আসান। খোদার কাছে দু'আ করি, আল্লাহ আমাদের দান করুন অসীম শক্তি এবং আমাদের জন্য সহজ করে দিক এ কাজকে। কাজ যত কঠিনই হোক না কেন ওদিকে যেন দৃষ্টি না যায়। শুধু হিম্মত থাকা চাই। যা হোক পূর্ণ দৃশ্য আপনি আসার পরেই দেখতে পাবেন, এবারের জন্য সবচে বড় খুশির বস্তু হল এই যে, মাজাহেরে উলুম মাদ্রাসা থেকে চৌদ্দজন ছাত্রের একটি জামা'আত এসেছে। তন্মধ্যে কিছু আছে পূর্ণাঙ্গ সনদপ্রাপ্ত আর বাকি কয়েজন আছেন লিখাপড়া প্রায় শেষ পর্যায়ে। ইতিমধ্যেই অবশ্য কয়েকজন ফিরে গিয়েছে, বাকি বেশার্ধই আছে। খাজা আব্দুল হাইও শেষ দশ দিন এ মসজিদে এ'তেকাফ করবেন বলে ইচ্ছা পোষণ করেছেন।

ইতি

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

## ২৫ নং পত্র

সাহারানপুর মাদ্রাসা মাজাহেরে উলুম হইতে

জনাবে মুহতারাম,

আপনার দেয়া প্রতিটি পত্র প্রাপ্তিকে নিজ কামিয়াবীর উসিলা মনে করি। পূর্ব থেকেই সাহারানপুর সফরের পরিকল্পনা ছিল। রওয়নার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আপনার পত্রটি হস্তগত হল। পত্র পাঠান্তে বিস্তারিত অবগত হয়ে হুজুর প্রতিত্তোরে বললেন যে, "এ দুটি কথাই তাকে লিখে দিও। যা বর্তমান বাস্তবতায় উপস্থাপিত।

প্রথমত হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এরশাদ

نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.

রমজানুল মুবারক সকল মাসের সেরা মাস। প্রতিটি নেকীকে শতগুণে বর্ধিত করে দেয় এ মাসে এবং মাদ্রাসার সাথে সম্পৃক্ত ছাত্র, শিক্ষক, সকল সদস্যের জন্য অবসরের মাস। সুতরাং এ সময় এ কাজকে শুরু না করা শয়তান কর্তৃক নিজকে অন্য কাজে লাগানোর সুযোগ করে দেয়ারই নামান্তর। মূলতঃ এ কাজকে এ মাসে বিশেষ গুরুত্বের সাথে করা উচিত। বিশেষত মাদ্রাসা ওয়ালাদের জন্য তো এ মাস অবসরের। এছাড়াও প্রত্যেক ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেই লাভবান হওয়ার বিশেষ একটা মৌসুম থাকে, আর এই দাওয়াত ও তাবলীগের পথে লাভবান হওয়ার উত্তম সময় এখনই। কেননা এ মাস খোদার নৈকট্য লাভের মাস। এটা শয়তানের স্পষ্ট ধোঁকা যে, এ কাজ এখন না, রমজানের পরেই শুরু করা যাক। হযরত নাজেম সাহেব হুজুরের সাথেও এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করুন।

দ্বিতীয়তঃ এই যে, নামাযের বাহ্যিকতা হচ্ছে শরীরের পোষাক স্বরূপ, আর তার মূল হল, খুশু-খুজু ও ইতমিনানে কলব, তথা অন্তরের প্রশান্তি। নামাযের বাহ্যিকতার উন্নতিতে খুশি হলে সামনের তারাক্কি থেকে বিরত রাখা হয়। এজন্য যতদূর সম্ভব, এর মূলত্বে এবং গভীরে পৌছতে হবে এবং নামাযকে পরিশুদ্ধভাবে একাগ্রতার সাথে পড়তে হবে। পরস্পর আরবী ভাষা শিক্ষা করার যে পদ্ধতি চালু করেছেন তা জানতে পেরে খুশি হলাম। হক তা'আলা অন্যান্য মাদ্রাসাগুলোকেও এ কাজে শরীক হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন। সকল বন্ধুদের প্রতি রইল আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা এবং দু'আর দরখাস্ত।

ইতি

এনামুল হাসান কান্দলভী

বিঃ দ্রঃ হুজুরের হাতে সময় না থাকায় আমাকে ডেকে উপরেল্লিখিত বিষয় ভিত্তিক পত্র লিখতে বলেছিলেন। ইতি/এনামুল হাসান



## ২৬নং পত্র

২ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩, রোজ মঙ্গলবার

বখেদমতে জনাব,

হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী সাহবে দামাত বারাকাতুহুম।

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আশাকরি ভালই আছেন। আপনার লিখা পত্রটি গত শুক্রবারে পেয়েছি। পত্র পাঠান্তেই বিস্তারিত জানতে পেরে খুবই খুশি হলাম।

যা হোক, আপনার হয়তো নিশ্চয় জানা আছে যে, স্নেহভাজন মোঃ ইউসুফ বর্তমান একটি জামাত নিয়ে গাশ্তের জন্য মেওয়াতে গিয়েছে। যদি সম্ভব হয় তাহলে খুবই ভাল হবে, আপনিও যদি আপনার কম-বেশী দু-চারজন সাথীদেরকে নিয়ে কিছুদিনের জন্য হলেও তাদের সাথে যোগ দেন। বিশেষত যদি মাওলানা মোঃ মঞ্জুর সাহেবকে রাজি করতে পারেন তাহলে তা হবে এ জামাতের জন্য বড়ই বরকতময়। আর তাছাড়া এ মুহূর্তে গাশতে শরীক হওয়ার দ্বারাই হয়তো এ কাজের হাকিকত খুলতে পারে।

ইতি

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

বকলমে মোঃ সুলাইমান,

## ২৭ নং পত্র

১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩ ইং

বখেদমতে জনাব, মুহতারাম সায়্যেদ সাহেব

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আশা করি ভালই আছেন। আপনার পাঠানো পোস্ট কার্ডটি পেয়েছি। পত্র পাঠান্তেই বিস্তারিত অবগত হলাম। স্নেহভাজন মোঃ ইউসুফ এবং এনামুল

হাসানদের জামাতসহ, এবার মেওয়াত থেকে নগদ জামাত বের হয়েছে প্রচুর। আলহামদুলিল্লাহ তাদের প্রচেষ্টায় বিপুল পরিমাণে লোকজন আসতেছে। করাচির জামাত ইতিমধ্যেই চলে গিয়েছে। মাওঃ এহতেশামুল হাসান সাহেব লাহোর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। গতকাল শনিবার নাগাদ হয়তো পৌঁছে গেছেন। লাহোরে জামাতের কাজ বেশ দৃঢ়তার সাথে করা হয়েছে। আল্লাহর মেহেরবাণীতে আশানুরূপ কামিয়াবীও হয়েছে। এবার উঁচু তবকার লোকজনের মতে একটু বেশি দৃঢ়তার সাথে করা হয়েছে। আল্লাহর মেহেরবাণীতে আশানুরূপ কামিয়াবীও হয়েছে। এছাড়া বিত্তবানদের মধ্যে এ ব্যাপারে একটু বেশী আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছে। এ সপ্তাহের শেষ নাদাগ হয়তো মৌলভী ইউসুফ সহ অন্যান্যরা একমাসের গাশ্‌ত শেষ করে ফিরে আসবে।

মৌলভী মঞ্জুর নো'মানী সাহেব বড় দৌলতমান্দ (উঁচু ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন) লোক, আর চোর সর্বদা এমন সব জায়গাতেই আসে। এজন্য আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে ইতিপূর্বে এদিকে না আসতে পারার যে বাধা ছিল, আশা করি তা এখন শেষ হয়ে গিয়েছে। যা হোক আমার এখন জানা দরকার যে, মাওলানা সাহেব আগামী কি মাসে আসার ইচ্ছা করেছেন। এ লিখনীটুকু এমন এক কার্ডের উত্তর, যে কার্ডে প্রেরকের কোন নাম ছিল না। সেহেতু মাওঃ আবুল হাসান আলীর নামেই পাঠালাম। বিষবস্তু মূলতঃ আসল প্রাপকের উদ্দেশ্যে।

ইতি

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

## ২৮ নং পত্র

জনাব, মুহতারাম মাওলানা সাহেব, দামাত বারাকাতুহুম

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আশা করি শরীর স্বাস্থ্যে সুস্থ্য থেকে ভালই আছেন। গত সপ্তাহের লিখা পত্রটি যথাসময়েই পেয়েছি। তারই প্রতিত্তোর আজকের এই পত্র। পর



সংবাদ,এই যে, লক্ষ্ণৌর ব্যাপারে শাইখুল হাদীস সাহেব যেতে না পারায় আপনার পত্র প্রাপ্তির পর খুবই অনুতপ্ত হয়েছেন তিনি স্বয়ং আমাকে ও কয়েকদিন তাকাযা করেছেন, প্রথমত জনাবের অসুস্থতা ও বড় বাধার কারণ যে, আপনার অনুপস্থিতিতে যাব কি যাব না। এতদ্বতীত এখানের একের পর এক নানান মশগলা ও বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এর মধ্যে মাওলানা এহতেশামুল হাসানের শারীরিক অসুস্থতাও শামিল। كُلُّ اَمْرٍ مَرْهُوْنٌ بِاَوْقَاتِهٖ সুতরাং এ পর্যন্ত দেরী হওয়াটা হয়তো ভালর জন্যই হতে পারে। আমি এখন আগামী শনিবার ১৩ই মার্চ মৌলভী জহিরুল হাসানের মেয়ের বিয়ে সংক্রান্তে কান্দালায় যাচ্ছি। ওখানে হয়তো শায়খুল হাদীস সাহেবও আসবেন। ওখানে দুজনে আলোচনা করে বিস্তারিত আপনাকে জানাব। আপনার শরীর স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেয়া খুবই প্রয়োজন। মৌলভী হেদায়েত আলী সাহেবকেও পত্র দিয়েছি। তার দেয়া প্রথম চিঠিটি আজও পর্যন্ত পেলাম না।

ইতি

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

বকলমে মোঃ সুলাইমান

বিঃ দ্রঃ বান্দা সুলাইমানের পক্ষ থেকে রইল আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা এবং দোয়ার দরখাস্ত।

## ২৯ নং পত্র

২৬ মার্চ ১৯৪৩ ইং

রোজ শুক্রবার

হযরাতুল মুকাররাম জনাবে মুহতারাম

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আশা করি সুস্থ্য শরীরে ভালই আছেন। আজ জুমার পর আপনার দেয়া

পত্রটি পেয়ে খুবই আনন্দিত হলাম।

পরসমাচার, সর্বাগ্রে দোয়া করি আল্লাহ তা'আলা পরস্পর মতানৈক্যকে দূরীভূত করে দিক। (১) আমাদের লাক্ষ্ণৌ আসার ব্যাপারে সঠিক রায়তো শায়খুল হাদীস সাহেবই দিবেন। তবে আমার ব্যক্তিগত অভিমত যা মাদ্রাসার মতানৈক্য দূরীকরণে অধিক হারে সহযোগী এবং পরস্পর মতৈক্যে পৌছতে বেশী উপকারী হবে বলে আশা করি। উহা এই যে, আপনারা মাদ্রাসার সর্বস্তরে এ ব্যাপারে বিশেষত আমাদের আসার ব্যাপারে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং এ কাজে তাদেরকেও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দিন। তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইনশাআল্লাহ পরস্পর সকল মতভেদ শেষ হয়ে যাবে। মৌলভী জিয়াউন্নবী সাহেব এখানে আসেননি। মাওঃ এহতেশামুল হাসান সাহেব বর্তমান কান্দালায় আছেন। আশা করি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন। এ ব্যাপারে মাওঃ মঞ্জুর আহমদ নো'মানী সাহেবকে বিস্তারিত জানালে খুবই ভাল হবে। কেননা ইতিপূর্বেও তিনি অনেক কাজে অনেক ক্ষেত্রে, সর্বক্ষণিকের জন্য অনেক সময় দিয়েছেন। তাই এবারের একাজের জন্যও যদি কিছু সময় ব্যয় করেন। বিশেষ আর কি লিখব। দু'আর দরখাস্ত জানিয়ে শেষ করছি।

ইতি

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

লিখক সুলায়মান

বিঃ দ্রঃ লেখক সুলায়মানের পক্ষ থেকে রইল আন্তরিক সালাম ও দু'আর দরখাস্ত।

---

*টীকা ঃ (১) দারুল উলুম মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক এবং প্রশাসনের মধ্যে কোন এক বিষয়ে মন কষাকষি চলছিল, সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে এ পত্রে।*



## ৩০ নং পত্র

৮ই জুন ১৯৪৩

মঙ্গলবার

জনাবে মুহতারাম,

সালামে মাসনূন বাদ আরজ এই যে, আপনার লিখা পত্রটি পেয়ে নিজেকে ভাবছি বড় গর্বিত। আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামদেরকে যে পথে, (সিরাতে মুস্তাকীমে) পাঠিয়েছেন, শয়তান কিন্তু মানব জাতিকে সে পথ থেকে পদস্খলন ও চির উচ্ছেদের জন্যই এসেছে। যে যতটুকু ঐ পথে লেগে আছে। শয়তান ঠিক ততটুকুই তাকে উচ্ছেদের প্রচেষ্টা করছে। সুতরাং উলামায়ে কেরামরা এরই অন্তর্ভুক্ত। তারপর আবার উলামাদের মধ্যে বিশেষত ঐ সমস্ত লোক যারা এই দাওয়াতী কাজে সম্পৃক্ত আছে বা সম্পৃক্ত হতে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে আপনিও একজন।

তাই আপনি যখন পূর্ণাঙ্গ এবং ওৎপ্রতভাবে এ কাজে জড়িত হওয়ার ইচ্ছা করেছেন, তখন আর অনাহুত এই দেরিতে লাভটা কি? আর কারণই বা কি? হয়তো নিজ এড়িয়াতেই কাজে লেগে থাকার নির্দিষ্ট কোন পন্থা অবলম্বন করুন, অথবা যতসম্ভব তাড়াতাড়ি এখানে চলে আসুন। ৬ই জুলাই ১৯৪৩ মোতাবেক ২৮ জমাদিউস্-সানি ৬২ হিজরী, রোজ শুক্রবার, নূহ প্রাঙ্গণে জলসা আছে। আপনি এর যত আগে সম্ভব চলে আসুন, মাওলানা মঞ্জুর নো'মানি সাহেবকে ও এ সংক্রান্তে খবর দিবেন।

বর্তমান আপনার মাদ্রাসায়তো ছুটি চলছে। ছাত্ররা নিশ্চয় অবসরে আছে। তাই রমজানের ছুটিতে যেভাবে তাদেরকে এ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে পাঠিয়েছিলেন। সম্ভবপরে মাদ্রাসা খোলার আগ পর্যন্ত এই চলমান ছুটিতে ও তাদেরকে এই দাওয়াতি কাজের প্রতি উৎসাহ দিয়ে, এখানে পাঠিয়ে দিবেন। আশাকরি তাদের জন্য খুবই ভাল হবে এবং এতে মাদ্রাসার অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ভাল থেকে ভাল হবে। ইসলামের আদর্শে গড়ে উঠবে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন।

মোঃ ইলিয়াছ

লিখক ঃ মোঃ সুলায়মান

## ৩১ নং পত্র

জনাবে মুহতারাম সায়্যেদ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আপনার পত্রটি যথাসময়েই পেয়েছি। কিন্তু নানান কারণে পত্রের উত্তর লিখতে একটু দেরি হয়ে গেল। সত্য বলতে কি, স্নেহভাজন মৌলভী ইউসুফ খুবই অসুস্থ্য, চিকিৎসার নিমিত্তে সাহারানপুর থেকে দিল্লীতে নিয়ে আসা হয়েছে। শারীরিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলাই দুষ্কর। এতদ্বতীত বাড়ির প্রায় অন্যান্য সকলেই ম্যালিরিয়ায় আক্রান্ত। স্বীয় স্বভাবজাত দুর্বলতার কারণে আজ এর মূল চিকিৎসাকে ছেড়ে (যা বস্তুত দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে দৃঢ়তার সাথে লেগে যাওয়া এবং আপনাদের মত ব্যক্তিত্বদের খেদমতে সদা সচেতন থাকা) জাগতিক চিকিৎসায় লিপ্ত আছি। মোটকথা যারপরণায় আমি খুবই লজ্জিত এবং বাস্তবতায় এটা পত্রোত্তরে দেরী হওয়ার কোন সুষ্ঠু ওজরও না। বরং আমি নিরবে স্বীকার করছি যে, এটা সত্যিকারার্থেই ভুল এবং আমার অক্ষমতারই বহিঃপ্রকাশ।

হযরত ফুফি সাহেবা (রাহঃ) এর এ নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায়ের সংবাদে আজ আন্তরিকভাবেই ব্যথিত হয়েছি। ফুফি সাহেবার অকৃত্রিম স্নেহশীষ ছ'য়া শুধু আপনার উপর থেকেই উঠেনি বরং এমন সকলের উপর থেকেই উঠেছে, যারা হযরত সাইয়্যেদ সাহেব (রাঃ)-এর আঁচলের সাথে সম্পৃক্ত এবং যাদের অন্তরে হযরত সৈয়্যেদ সাহেব (রাহঃ)-এর বড়ত্ত-মহত্তের সম্মান আছে এমন সকলেই আজ আপনাদের সমবেদনায় ব্যথিত। আল্লাহ তা'আলা মরহুমার সৎচরিত্র ও ভাল কাজের এবং আমাদের প্রতি তার যে হক আছে সে অনুযায়ী বরং আল্লাহ তার ফজল ও করমে উত্তম প্রতিদান এবং উচ্চমর্যাদা ও রেজায়ে এলাহী দান করুক, আমীন।

আপনার আগমনের সংবাদ জানতে পেরে খুবই খুশি হলাম। পক্ষান্তরে আপনার এ বেদনাঘন মুহূর্তে আমিও জানাই সমবেদনা। জনাবের নেক দৃষ্টিতে এ



দাওয়াত ও তাবলীগ যে পরিমাণ উপকৃত হয়েছে এ যাবত এ কাজে লাগানেওয়ালাদের মধ্যে অন্য কারো মাধ্যমে তা হয়নি। আল্লাহ তা'আলা আপনার সুদৃষ্টিকে এদিকে আরো বেশী বেশী লাগিয়ে রাখার তৌফিক দিক।

মরহুমার রুহের মাগফিরাত ও মরতবা বুলন্দির নিমিত্তে ইছালে সওয়াবের জন্য এই তাবলীগের চেয়ে উত্তম কোন পন্থা হতেই পারে না। বিশেষত আপনার মত জ্ঞানী-গুণী, তাক্ওয়া সম্পন্ন বুযুর্গ ব্যক্তিও যখন মনোযোগের সাথে আন্তরিকতার সাথে করবে, তখন মরহুমার রূহের প্রতি ইছালে সওয়াবের নিয়্যত করবেন বেশী বেশী। আপনার আগমনের অপেক্ষায় রইলাম। হযরত ফুফা সাহেব, জনাব চাচাজান এবং পরিবারে সম্পৃক্ত অন্যান্য সকলের প্রতি আমার আন্তরিক সালাম দিবেন। মৌলভী এহতেশামুল হাসান এবং কুরাইশি সাহেব, একটি জামাতের সাথে গত ২২ দিন হতে গেল বাংলায় গিয়েছে (পশ্চিমবঙ্গ)। সম্ভবত আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দিল্লী পৌছবে। আপনার সুদৃষ্টি এবং সৎ পরামর্শের আশাবাদি। পরিশেষে আপনার সার্বিক মঙ্গল কামনা করে এখানেই শেষ করছি।

ইতি

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

২৭ অক্টোবর ১৯৪৩ ইং

## ৩২-নং পত্র

জনাবে মুহতারাম,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

স্নেহভাজন ইউসুফের নামে লিখা আপনার পত্রটি পেয়েছি। পত্র পাঠান্তে জানতে পারলাম, আমার চিঠিপত্র গুলিকে পান্ডুলিপিকারে একত্রিত করা হচ্ছে। এই বাক্যে বড়ই ব্যথিত হয়েছি। কেননা আমি পূর্বের এক পত্রে মাওঃ আবুল হাসান সাহেবকে লিখেছিলাম যে, লিখনী শুধুমাত্র আমলের মাধ্যমে। আর আমার লিখনিইবা কি ? আমার লিখনী যদি যথেষ্ট হত তাহলে বলব, হযরত সায়্যেদ সাহেব, এবং হযরত মোজাদ্দেদ সাহেব (রহঃ) এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব (রহঃ) প্রমুখের লিখনীও তো কোন অংশে কম নয়। এছাড়া কুরআন হাদীস ও বর্তমান জামানায় আমল ব্যতীত যথেষ্ট হচ্ছে না। তাই এখন বেশী বেশী আমল করাই হচ্ছে যুগোপযোগী সময়ের একমাত্র দাবী। যেন অতীত লিখনীগুলোও কাজে আসে। আর এরই আলোকে এ মর্মে আবেদন করছি যে, আগামী ১৬ জানুয়ারী নূহ নামক স্থানে মেওয়াতের সকল চৌধুরী এবং মোড়ল মাতাব্বরদেরকে একত্রিত করা হচ্ছে। যাদেরকে মনে করা হচ্ছে মেওয়াতের ভবিষ্যতকর্মী। অথচ এরা এ কাজে খুবই অজ্ঞ ও আজনবি এবং এ কাজ থেকে অনেক দূরে। সুতরাং তাদেরকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর নিয়্যতে "জোড়ের পর পাঁচ দিন পূর্বে এবং পরে পাঁচ সাত দিন থাকার নিয়্যতে সাথী-সঙ্গীদেরকে যে পরিমাণ সাথে আনতে পারেন, সঙ্গে নিয়ে এসে আমলি ময়দানে জোড় প্রচেষ্টা করুন। পরিশেষে আর কি লিখব, সকল বন্ধু-বান্ধবের প্রতি আমার সালাম দিবেন।

ইতি

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ



## ৩৩ নং পত্র

হযরাতুল মুহতারাম, জনাব দামাত বারাকাতুহুম,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

সালাম মাসনুন বাদ, আশা করি ভালই আছেন। আমরাও এদিকে ভাল।

পরসংবাদ, আপনার দেয়া পত্রটি পেয়েছি। পত্র পাঠে তাবলীগ সংক্রান্ত অনেক কিছুই জানতে পারলাম। এপ্রিলে জামাত নিয়ে আসাকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। তবে খুবই ভাল হত যে, এপ্রিলে জামাত এখানে আসার পূর্বে যদি আপনার তত্ত্বাবধানে থেকে নিয়ম-শৃংখলা সহকারে কিছুদিন কাজ করতো এবং এইভাবে নিজেদের মাঝে কাজের কিছুটা ধরণ সৃষ্টি করে নিয়ে অতঃপর এপ্রিলে এখানে আসতো, তাহলে খুবই উপকৃত হত সুতরাং এখন নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে এ জামাতকে আপনি সম্পূর্ণ নিজ তত্ত্বাবধানে রেখে ওখানে কাজ করান।

আমি আমার সুস্থ্যতার জন্য দোয়া চাচ্ছি। (১) তবে এই শর্তে যে, আমি যেন স্বীয় সময়কে নিজ নিয়মানুবর্তিতার সাথে কাটাতে পারি এবং আমার কোন সময় যেন অহেতুক কাজে নষ্ট না হয়। যেমনটি চলছে এখন, আমার এই বর্তমান অবস্থা। যে কাজ আমাকে ছাড়া হবে না মনে কর, এখন থেকে সে সব কাজের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়। তা না হলে সবকিছুর সমাধান পরিশেষে সকলকে মিলেই করতে হবে। এ সবক আমি এই বিমারী থেকেই লাভ করেছি। মোহাম্মদ রাবে চলে গেছে। মৌলভী আব্দুল্লাহ সাহেব বর্তমান এখানেই আছেন। ছাত্ররা সব আগামীকাল চলে যাবে।

ইতি

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

বকলমে- মোঃ সুলায়মান, ১৪ মার্চ ১৯৪৪ ইং।

*টীকা ঃ (১) মাওলানা মৃত্যু শয্যায় শায়িতাবস্থায় ছিলেন এবং শারীরিক অসুস্থ্যতাও ছিল খুব। সে সময় এক পত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, আপনার জীবনটা একপ্রকার উম্মতের আমানত এবং দ্বীনের মালিকানাধীন। এজন্য দ্বীনের মদদ ও নুসরত মনে করে স্বীয় সুস্থতার জন্য দোয়া করুন।*

## ৩৪ নং পত্র

মুকাররাম ও মুহতারাম জনাব হযরত মাওলানা আবুল হাসান সাহেব, দামাত বারাকাতুহুম السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

গত ২০ এপ্রিল থেকে একাধারে শুধু আপনারই অপেক্ষায় অপেক্ষিত। মূলতঃ কাজের সাথে আপনি যেভাবে সম্পৃক্ত ও অন্তরঙ্গ ভাব, ফলশ্রুতিতে এখন শুধু আপনাকেই প্রয়োজন, আপনারই অভাব। এ সময় তাৎক্ষণিকভাবে আপনার খুবই প্রয়োজন, এজন্য যে, মুবাল্লীগিনদের বেশ কয়েকটি জামাত করাচি গিয়েছে। ওখান থেকে আপনার দাওয়াত নিয়ে একটি টেলিগ্রাম এসেছে। যার বিষয়বস্তু ছিল এই যে, হায়দ্রাবাদের সিন্ধে বড় একটা জলসা হতে যাচ্ছে। সেখানে দেশবরেণ্য প্রথম সারীর খ্যাতনামা উলামাগণ যেমন মুফতি কেফায়েতুল্লাহ সাহেব এবং মাওলানা তৈয়্যেব সাঃ প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। ওখানে দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনার জন্য আপনাকে খুবই প্রয়োজন। আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করে দ্বীন ও ঈমানের খাতিরে আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার সাথে, দাওয়াতের উদ্দেশ্যে হায়দ্রাবাদের সিন্ধে চলে যান। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ সবকিছুই আল্লাহর দরবারে আপনার জন্য বড়ই খায়ের ও বরকত এবং নৈকট্যলাভের কারণ হবে।

ইতি

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

লিখক- এনামুল হাসান

বিঃ দ্রঃ জনাবের খরচের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা শায়খুল হাদীসের থেকে নিয়ে নিবেন।

# দ্বিতীয় অধ্যায় (৫টি পত্র)

## মিঞাজি মোঃ ঈসার নামে পত্র

### ১ নং পত্র

ফায়েদা ঃ (১) শয়তানের আক্রমণ ও বাধা, ঐশর্য্যের উৎপত্তিস্থল এবং তার সর্বোচ্চ মূল্যের সমপরিমাণ হয়।

(২) তিনটি বস্তুর সমষ্টিগত নামই হল তরিকত। (ক) মুহাব্বাত তথা সংশ্রব (আদব ও আজমতের সাথে) (খ) নফসের হক সমূহ, (যখন জৈবিক বাসনা থেকে খালি ও মাহফুজ হয় এবং আল্লাহর হুকুমের দিকে পূর্ণ মনোযোগ থাকে, (গ) যিকির, (পাবন্দির সাথে দিলকে জাগ্রত রেখে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কষ্টকে স্বীকার করে নেয়া) (৩) কিয়ামতের অবস্থার ধ্যান এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্যতার মুরাক্বাবা করা।

নিজামুদ্দীন হইতে

জনাবে মুহতারাম,

মিঞাজি মোঃ ঈসা, আল্লাহ আপনাকে আলোকিত করুক নূরের আলো দ্বারা।

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আপনার দেয়া পরস্পর দুটি পত্রই যথাযথ পেয়েছি। আমার খুবই আফসোস হচ্ছে এবং আশ্চার্য হচ্ছি যে, প্রথম পত্রের উত্তর এখনও পৌছেনি। আমারতো যতদূর মনে পড়ে চিঠির উত্তর অবশ্যই লিখেছিলাম। মনে হয় ঐ উত্তর ফিরোজপুরে পৌছেছে এবং মিঞা ইলিয়াছ হয়তো পাঠায়নি এখনও। যাহোক আপনার বিস্তারিত জানতে পেরে নয়নের শীতলতা আর হৃদয়ে শান্তির

পরশ লেগেছে এবং খুবই আনন্দিত হয়েছি মানসিকভাবে।

আমার প্রিয় স্নেহাস্পদ! কোন কাজ না করা, একটি ত্রুটি। পক্ষান্তরে করাটায় রয়েছে শত ত্রুটি। পরকালের কাজের জন্য দন্ডায়মান ব্যক্তিদের জন্য শয়তানের আক্রমণ ও বাধা তার ঐশ্বর্যের উৎপত্তিস্থল তার সর্বোচ্চ মূল্যের সমপরিমাণ হয়। তবে আল্লাহর ফজল ও করম এবং তার খাচ রহমত যদি অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (অর্থাৎ নিশ্চয় শয়তানের ধোকা অতি দুর্বল)। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তার সকল প্রকার ধোকা থেকে হেফাজত করুন এবং স্বীয় রেজামন্দি তথা সন্তুষ্টি ও হেদায়াতের পথে দৃঢ়তা দান করুন।

যিকির সংক্রান্ত তাসবিহাতের মধ্যে বেশী বেশী সম্পর্ক মূল কথা এই যে, সুহবত তথা সঙ্গ ও সংশ্রব ছাড়া বলাটাও অনেকটা বিপদজনক। এই তরিকত মূলত তিনটি বস্তুর সমষ্টিতে একটি বস্তু। প্রত্যেকটিই যদি সমপরিমাণে থাকে তাহলে তা হয় জীবনের জন্য বড় উপকার, নচেৎ তা হয় বড়ই ক্ষতিকারক। আর এ তিনটির মধ্যে (১) প্রথমতঃ সুহবত তথা সঙ্গ ও সংশ্রব, যখন তা স্বশরীরে আদব ও এহতেরামের সাথে হবে। (২) দ্বিতীয়তঃ নফসের হকসমূহ। যখন জৈবিক বাসনা থেকে খালি ও মাহফুজ হয় এবং আল্লাহর হুকুম আহকামের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। (৩) তৃতীয়তঃ যিকিরের মাধ্যমে পাবন্দির সাথে দিলকে জাগ্রত রেখে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কষ্টকে বরণ করে নেয়ার প্রতিজ্ঞা করা। নফস কিন্তু প্রতিটি পদে পদে নিজ সুবিধামত নানান বাহানা বানাতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা যেন এসব থেকে হেফাজত রাখে। যিকিরের পরে যদি সম্ভব হয় তাহলে আমার সাথে সাক্ষাতের আগ পর্যন্ত যত সম্ভব দৃঢ়তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত সকল অবস্থাদি সংক্রান্ত তাকে সত্য এবং নিজের উপর অবশ্যই আসবে বলে মনে করে ধ্যান করবে এবং অতঃপর মনে প্রাণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে স্বীকার করবে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যা কিছু বলে গেছেন, তা সবই আখিরাতে কাজে আসবে।

(১) বেতেরের নামাযে কান পর্যন্ত হাত উঠাতে হবে যেমন নাকি তাকবিরে তাহরিমার সময় উঠানো হয়।



(২) ভুলক্রমে দুই রাকাতে একই সূরা পড়া থেকে বিরত থাকা উচিত। তবে নামায হয়ে যাবে।

(৩) প্রথম রাকাতে যদি কেউ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ পড়ে এ সম্পর্কে একটি ঘটনা আছে। উহা এই যে, বাদশাহ আলমগীর প্রায়ই ইমামদের পরীক্ষা করতেন। একবার এক ইমাম প্রথম রাকাতে قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ। পড়লো এবং এরপর দ্বিতীয় রাকাতে الٓمٓ। পড়লো। এতদর্শনে আলমগীর তার পদন্নোতি করে দিল। এতটুকুই স্মরণ ছিল আমার।

ইতি

বান্দা - মোঃ ইলিয়াছ

লিখক- মোঃ হাবিবুর রহমান

## ২ নং পত্র

দিল্লী নিজামুদ্দীন হইতে

ফায়েদা ঃ (১) মৃত্যু সময়ের কার্যকলাপই হল মানুষের মূল পরিধি।

(২) দ্বীনি কাজ শুধু মজা আসার জন্যই নয়, বরং কোন কাজ তার আজমতের সাথে করা এবং অন্তরের মাঝে খোদার রহমতের ইয়াকিন পয়দা করা।

(৩) বন্দেগীর পথে মাথায় করাত চলা এবং তখতে সোলায়মানি পাওয়া এতদুভয়ই তারতম্যের বিষয়।

(৪) বিনা সুহবতে আমল এবং সুহবত বিনা আমলে উভয়ই খতরা (ভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা) থেকে খালি নয়।

(৫) যে প্রথম থেকেই কাজে মন লাগা না লাগার মধ্যে পার্থক্য করতে অভ্যস্ত হবে না, সে পদস্খলিত হবে।

(৬) হালাল হারামের দিকে খেয়াল রাখার নামই হল দ্বীন, আর এর হুকুম

আহকাম থেকে নজর ফিরিয়ে অন্য কোন আদেশকে জরুরী মনে করার নামই দুনিয়া।

(৭) দ্বীনের কোন কাজ মন চাইল করলাম, এটাও দুনিয়া।

স্নেহাস্পদ মোঃ ঈসা সাহেব,

আল্লাহ তোমাকে সহি সমঝ ও বুঝ দান করুক এবং আরো দান করুক ঈমান ও ইয়াকিনের মিষ্টি মধুর স্বাদ গ্রহণের।

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আল্লাহ তা'আলার সহস্র কোটি শোকার যে,আল্লাহ তা'আলা যিকিরের শুরুতেই কবুলিয়াতের নিশানা বানিয়েছেন। দরবারে এলাহি থেকে ধাক্কা দিয়ে শুরু করেননি। এর শোকর যতই করা হোক না কেন তা হবে নিতান্ত কম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাকে উত্তরত্তর পূত ও পবিত্র করুন এবং এ কাজে দৃঢ়তা দান করে দুনিয়া ও আখিরাতের জেন্দেগিকে উত্তরোত্তর উন্নতির চরম শিখরে পৌছিয়ে মৃত্যুর সময় তারই যিকিরে ফিকিরে থেকে মৃত্যু দান করেন। কেননা মৃত্যু সময়ের কার্যকলাপই হল মানুষের মূল পরিধি। হে আমার স্নেহাস্পদ! কয়েকটি কথা সর্বদার জন্য স্বরণ রেখ।

প্রথমতঃ এই যে, দ্বীনের কোন কাজ শুধু মজা আনার জন্যই নয়। বরং কোন কাজ তার আজমতের সাথে করা এবং অন্তরের মাঝে খোদার রহমতের ইয়াকিন পয়দা করা। তন্মধ্যে আন্তরিকতা সৃষ্টি করা এবং ঘাবড়ে যাওয়া, যখন দুটিই বরাবর হয়ে দৃষ্টি শুধু এ কথায় দৃঢ় হতে থাকবে যে, আল্লাহর হুকুমের (যখন নিজের আমল হবে তার হুকুমানুযায়ী) সম্পাদন (নিজ কর্মতৎপরতার পরিমানুযায়ী) আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও রহমত এবং মাগফিরাতে ভরপুর হয়েছে এ কথার দৃঢ় বিশ্বাস হবে। তখন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি তার নিজ অবস্থা ও প্রতিক্রিয়ার প্রতি না হওয়া উচিত। বরং নির্দেশানুযায়ী এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা উচিত। মনে-প্রাণে বুঝে নাও যে, এ পথে চলতে গিয়ে মাথায় করাত চলা এবং তখতে সোলায়মানি পাওয়া এতদুভয়ই তারতম্যের বিষয়।



দ্বিতীয়তঃ বিনা সুহবতে (সংশ্রবে) আমল এবং সংশ্রব শুধু আমল ব্যতীত, এতদুভয়ই খতরা থেকে খালি নয়। আর প্রত্যেকটির জন্যই রয়েছে পৃথক পৃথক উসুল বা নিয়ম-কানুন। কেননা বিনা উসুলেও খতরা থেকে খালি নয়। আমার স্নেহাস্পদ! যা কিছু করতেছ যদিও তা গণিমত তথাপিও অত্যন্ত আজমতের সাথে পাশে এসে ক্ষণিকের জন্য হলেও সংশ্রবে থাকা প্রয়োজন। আর আসার পূর্বে সংশ্রবে থাকার আদব সংক্রান্ত জ্ঞাত থাকাও খুবই প্রয়োজন। কেননা আদব ব্যতীত কোন জিনিসই উপকৃত হতে পারে না। আর আদবের অর্থই হল উসুল তথা নিয়ম বা কানুন। এতে কখনো মন লাগা, আর না লাগাকে সুফীবিদ তথা তাত্ত্বিকদের পরিভাষায় কবয ও বাসত বলে। প্রত্যেক বস্তুই নিজ নিজ লাইনে এত আগে বেড়ে যায় যে, যার কোন সীমা পরসীমা থাকে না। কবয তথা কঠিন্যের লাইনে রয়েছে নানান মসিবত এবং অপছন্দনীয়, মানসিকতা বিরোধী ঘটনাপুঞ্জে ভরপুর। আর বাস্ত তথা ব্যাপকতার লাইনে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার মাখলুকাতের পক্ষ থেকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ মজাক মশকরার আধিক্য। আর এই এতদুভয় অবস্থায়ই বান্দার পরীক্ষার জন্য এবং প্রত্যেকটিতেই রয়েছে দু-দু'টি দিক। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির ও এবং অভিশাপেরও। যে প্রথম থেকেই কব্য ও বাস্ত এর আলোকে কাজে মন লাগা, না লাগার মধ্যে পার্থক্য করতে অভ্যস্ত হবে না, সে কোন না কোন একদিন পদসঙ্খলন হবেই। যতদিন মানুষ এ নশ্বর পৃথিবীতে থাকবে তাবৎ এ দুটি অবস্থা সামনে আসবেই।

দুনিয়ার সঠিক সংজ্ঞা বুঝতে আমরা সকলেই প্রায় ভুল করছি। দুনিয়ায় জীবন যাপনের নিমিত্তে দুনিয়াবী আসবাবের মধ্যে মশগুল হওয়ার নাম দুনিয়া নয়। কেননা দুনিয়া এক অভিশপ্ত। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে কখনো অভিশপ্ত বস্তু অর্জনের নির্দেশ হতে পারে না। সুতরাং যে বস্তুর প্রতি নির্দেশ আসছে, তার নির্দেশকে সঠিকভাবে বুঝে, তারই আলোকে হালাল-হারামের প্রতি খেয়াল রাখার নামই দ্বীন। পক্ষান্তরে খোদায়ী আদেশ নিষেধ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিজেই নিজ প্রয়োজনকে অনুভব করা এবং হুকুমের পরিবর্তে অন্য কোন কারণকেও নিজ প্রয়োজনীয়মনে করার নামই দুনিয়া। এমনকি দ্বীনের কোন কাজও যদি, মনে

ভাল লাগছে বলে করা হয় তাহলে এটাও দুনিয়া। কোন কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণগুলিকে খুব খেয়াল করবে যে, এটা কি এবং কেন? যদি তা মন চাচ্ছে বা ভাল লাগছে বলে করা হয় তাহলে তা দুনিয়া। চাই তা ইবাদতই হোক না কেন। আর প্রত্যেক হুকুমকে জেনে তার সঠিক শুদ্ধতার অনুসন্ধানে লেগে থেকে সে অনুযায়ী কাজ-কর্ম করার নামই দ্বীন। খুব স্মরণ রেখো আমি তোমার জন্য দু'আ করব এবং অন্যদের দিয়েও দোয়া করাব। তুমি ও আমার জন্য এবং আমার সমস্ত দোস্ত আহবাবদের জন্য দু'আ করবে।

রোযা অবস্থায় মেসওয়াক করা মুস্তাহাব। কোন ক্ষতি হবে না। কুরআন খতম ও খতমে খাজেখাহ ইত্যাদিতে শরীক হওয়া ভাল, এমনটির অভ্যাস ছিল আমাদের পূর্বোত্তরসূরী বুযুর্গদেরও। তবে বেদআতিদের সাথে যদি সামঞ্জস্যতার ভয় হয়, তাহলে না যাওয়াই ভাল। মিলাদের ব্যাপারেও ঐ একই উক্তি যে, যদি হুজুর (সাঃ)-কে হাজির নাজির মনে করে কিংবা বেদআতিদের সাথে সামঞ্জস্যতা হয়, তাহলে তা নাজায়েয। আর যদি অতি মুহাব্বাতের কারণে আন্তরিকতার সাথে পড়ে তাহলে কোন ক্ষতি নেই। তবে এটা এমনি এক সূক্ষ্ম বিষয় যে, এসবের মধ্যে ভ্রান্ত মত সৃষ্টির ক্ষেত্রে শয়তান যথেষ্ট সুযোগ পায়। যা বড়ই ক্ষতিকারক।

মুসার জন্য আল্লাহর নিকট বেশী বেশী দোয়া করবে এবং তার বড়দেরকে এখানে পাঠাতে চেষ্টা করবে। তাবলীগি কাজে লিখনীকারে বক্তব্যকারে আমলাকারে সর্বক্ষেত্রেই চেষ্টা করতে হবে। দ্বীন মূলতঃ তার দাওয়াত ও তাবলীগের সম্প্রসারণ ছাড়া কখনো সম্ভব নয়। সম্ভবপরে অন্যান্য সকল দোস্ত ও আহবাবদের প্রতি আমার সালাম রইল।

ইতি
বান্দা মোঃ ইলিয়াছ
লিখক ঃ শওকত আলী
৯ই শাওয়াল



## ৩ নং পত্র

ফায়েদা ঃ (১) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় ফজল ও করমে এমন জীবন নসিব করুক, যেন পূর্বোত্তরসূরীদের সম্মুখে লজ্জায় মস্তকাবনত হয়ে দাঁড়াতে না হয়।

নিজামুদ্দীন হইতে

বখেদমতে স্নেহাস্পদ, জনাব ঈসা সাহেব দামাত বারাকাতুহুম,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

গত কয়েকদিন আগে আপনার দেয়া পত্রটি পেয়েছি। পত্র পাঠান্তেই দ্বীনের তারাক্কী এবং দাওয়াতী কাজের অগ্রগতির সংবাদ জানতে পেরে আপনাকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। সাথেই দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা যেন উত্তরোত্তর তারাক্কি দান করেন এবং তার প্রতি প্রগাঢ় মহব্বত ও পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে তৎপর থাকা অবস্থায় মৃত্যু দান করেন। দুনিয়ায় যত তৎপরতাই থাকুক না কেন তা বস্তুত মৃত্যু অবদির জন্য। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফজল ও করমে এমন জীবন দান করুক যেন পূর্বোত্তরসূরীদের সম্মুখে লজ্জায় মস্তকাবনত হয়ে দাঁড়াতে না হয়। দাওয়াত ও তাবলীগ সম্পর্কে তো আমার মন চায় যে নির্দিষ্ট একটা সূচী নির্ধারণ করা হোক। যেন প্রত্যেকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে যায় তা, অর্থাৎ, মন চায় যে, যদি কোন শিক্ষিত লোক হয় তাহলে সে প্রথমত তা দেখবে, পড়বে ও বুঝবে এবং অতপর অন্যকে শুনাবে এবং তন্মধ্যে যে সব আমল থাকবে, সর্বাগ্রে নিজে দৃঢ়পদে আমল করবে। ছোট বড় সমাবেশে প্রচার করবে। বিশেষত পাঁচটি কিতাবের প্রতি গুরুত্ব থাকবে। ১। রাহে নাজাত, ২। জাযাউল 'আমাল, ৩। চল্লিশ হাদিস, (শায়খুল হাদীস প্রণীত), ৪। ফাযায়েলে নামায, ৫। হেকায়েতে সাহাবা। প্রত্যেকেরই উচিত এই পাঁচটি কিতাবের আলোকে নিজের জীবন গড়া। সুতরাং আপনিও এর প্রতি যথাযথ যত্নবান হয়ে আমাকে বিস্তারিত জানাবেন।

দাওয়াত ও তাবলীগের প্রায় সকল জামাতই নিজ এলাকায় ফিরে এসেছে। এখন বাহিরে আর কোন জামাত নেই। হায়! কবে আসবে এমন সময়, যেদিন জাতির লাখো মানুষ এ কাজে বের হবে, জাতির লাখো মানুষ, এ কাজ নিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরবে এবং এর আলোকে জীবন গড়বে। তবে এমনটি খুবই সহজ, আপনি চেষ্টা করুন ইনশাআল্লাহ সেদিন বেশী দূরে নয়। যাহোক একটা বড়ই সুসংবাদ যে, সিনাওয়ালি পাল গোত্রের লোকজন তাদের স্বগোত্রীয় সমস্ত লোকজনের মধ্যে দাওয়াতি কর্মপদ্ধতি চালু করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। আপনার পিতা ও চাচা চৌধুরী ইয়াসিন খান প্রমুখকে স্বগোত্রে সাহসিকতার সাথে কাজে নিয়োজিত থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন। আল্লাহ অবশ্যই দান করবেন এর উত্তম প্রতিদান। আপনিও ব্যক্তিগতভাবে ফিরোজপুরে নিজ দোস্ত আহবাবদের মাঝে জোড় প্রচেষ্টা করবেন। বড় আশ্চার্য্যের বিষয় যে, এ কাজে বাড়ি-ঘর ছেড়ে বের হওয়া বড়ই কঠিন। যদিও বা বের হয় তবুও বাইরে বেরিয়েও খুবই স্মরণ পড়ে বাড়ির কথা। হায়! তাবলীগের পরিবর্তে বাড়ি-ঘরে থাকা যদি এমনি কষ্ট হত যেমনটি আজকাল দাওয়াত ও তাবলীগে থাকতে কষ্ট হয়।

ইতি

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

লিখক ঃ মোঃ হাবিবুর রহমান

## ৪ নং পত্র

ফায়েদা ঃ (১) মানুষের জীবন যেমন দুটি শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে বিদ্যমান, ঠিক তেমনি তার উন্নতি, মনোবাসনা পুরা হওয়া, বাধা-বিপত্তির মধ্যে বিদ্যমান।

(২) কাজের মধ্যে কঠিন্যতাও প্রশস্ততা দরজায়ে নবুওয়াতী পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষের জন্য আবশ্যকীয়। অনেক সময় অনেক উদ্দেশ্য পূর্ণ না হওয়ায় ঘাবড়ে যায় মনমানসিকতা, আবার কখনো উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ায় দেখা যায় মানসিক প্রফুল্লতা।



(৩) ছোট থেকে ছোট মানুষের সাথেও প্রশ্নমূলক কার্যাদি থেকে বেঁচে থাক এবং বাস্তব প্রশংসিত গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে সময় কাটানোর নামই আদাব তথা শিষ্টাচারিতা।

(৪) যখন কোথাও দ্বীনি ওয়াজ নসিহতের মূল্যায়ন না করা হয়, তখন সেখানে সরাসরি তাবলীগ রূপে ওয়াজ নসিহত না করে বরং তার পার্শ্ববর্তী কোথাও তাবলীগ করা।

(৫) মানুষের মাঝে পরিবেশের প্রভাব পড়ে খুবই বেশী। এজন্য এ কাজে বেশী বেশী মেহনত করতে হবে, যেন এ কাজে সর্বস্তরের লোক দ্বীন এর মুবাল্লিগ হয়ে যায়।

(৬) দুনিয়ার কর্ম যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বীনি কর্মের তুলনায় কম না হবে তাবৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দ্বীনের দৌলত দ্বারা ভরপুর করেন না।

(৭) দ্বীন একটি কেল্লা স্বরূপ। যা নিজের মধ্যে ফিট হওয়াতে দ্বীনদারকে রক্ষা করে এবং উভয় জগতে সকল প্রকার নেয়ামত লাভের মাধ্যম হয়।

(৮) মানুষের মূর্খতা, শিথিলতা এবং সত্যাণুসন্ধানে অলস হওয়া সকল ফিৎনার চাবি।

(৯) সূদী কারবার করা, এ যেন খোদার সাথে বিদ্রোহেরই নামান্তর।

জনাব, মোঃ ঈসা সাহেব, দামাত বারাকাতুহুম,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

পত্রে আমার আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা নিবেন। আশা করি ভালই আছেন। শাওয়াল থেকে মহররম পর্যন্ত না জানি কত চিঠিই না দিয়েছেন। বলতে গেলে তা সবই পেয়েছি। কিন্তু তাবলীগি তৎপরতা এবং আপনার লিখা বিভিন্ন প্রশ্নের সঠিক উত্তরের সূক্ষ্মতা এবং অত্যাধিক সফরসহ নানান কারণে সময়মত পত্রত্তোর দিতে না পারায় আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এছাড়াও অনেক চিঠির বিষয়বস্তু মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘ হওয়াও অনেকটা বিলম্বের কারণ।

যা হোক, এখন আমার সামনে রয়েছে আপনার তিনটি পত্র। ১ম ১৬ই

শাওয়ালের লিখা, ২য় টিতে আপনার কোন তারিখ লিখা নেই, আর ৩য় পত্রটি ২ ফেব্রুয়ারীতে লিখা। দু'আ করি আল্লাহ যেন আপনার প্রত্যেকটি পত্রানুযায়ী কিছু না কিছু লিখার তৌফিক দান করেন।

কব্‌য ও বাস্‌ত (কঠিন্যতা ও প্রশস্ততা) সংক্রান্ত আমার পরামর্শ হল এই যে, এখন প্রথমত এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা না করাই ভাল। দ্বিতীয়, আমার লিখা পূর্বের পত্রগুলো মাঝে মধ্যে দেখবেন ও পড়বেন। তৃতীয়ত, সংক্ষিপ্তাকারে আপনার পত্রত্তোর এই যে, (যদিও এ সময় আমার মন-মানসিকতা খুব একটা ভাল না, তথাপিও যেহেতু আপনি একটু বলে দিয়েছেন তাই অবশিষ্ট কিছু সংক্ষিপ্তাকারে আমিও লিখছি)। আল্লাহ তা'আলা যেমন মানব জীবনের উন্নয়ন ও অগ্রগতির কেন্দ্রবিন্দু অন্তর্নিহিত রেখেছেন মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, শ্বাস এক বার ভিতরে যায় আর একবার বাহিরে আসে। এমনিভাবে এই দুই শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই মানুষ যা কিছু চায়, তা কখনো পূরণ হয় আবার কখনো নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়েই অন্তর্নিহিত রেখেছেন তার পার্থিব জীবনের উন্নয়ন ও অগ্রগতি। সুতরাং যখনই যে কেউ আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেক হুকুম আহকামের মধ্যে আল্লাহর আজমত ও বড়ত্তের প্রতি লক্ষ্য রাখাটা স্বীয় অভ্যাসে এমনভাবে পরিণত হবে যে, তার আ'জমত মহত্ত্ব ও বড়ত্ত্বের উপর লক্ষ্য রাখায় স্বীয় উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া না হওয়ার কোন প্রভাবই পড়বে না। আর এরই মধ্যে রয়েছে মানুষের পূর্ণতা। আর এই কোন কাজে মন লাগাই হল বাস্‌ত এবং কাজে মন না লাগা হল কব্‌য। আর এটা মানুষ মাত্রই শ্বাস-প্রশ্বাসের মত প্রত্যেকের জন্যই জরুরী। দরজায় নবুয়্যাতী পর্যন্ত প্রত্যেকের জন্যই আবশ্যকীয়, তবে মূলত উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া না হওয়া এ দুটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অনেক সময় উদ্দেশ্য পূরণ হওয়াতেও মন প্রফুল্ল থাকে।

আদব তথা শিষ্ঠাচারিতার জন্য আপনি মৌলভী ইউসুফ, মৌলভী আব্দুল গফুর প্রমুখ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্বদের থেকে কিতাবাদি বুঝে নিয়ে পড়তে থাকুন। মোটকথা সংক্ষেপে বুঝে নিন যে, ভয়-ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও স্নেহের সাথে তাদের



ছোট থেকে ছোট ওখানে অবস্থানরত সকলের সাথে পিয়ার ও ভালবাসা রেখে এবং প্রশ্নমূলক সকল কার্যাদি থেকে বিরত থেকে এবং বাস্তব প্রশংসিত গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টি রেখে সময় অতিক্রান্ত করার নামই শিষ্ঠাচারিতা। দ্বীনের প্রতি মনে যদি কোন সন্দেহের উদয় হয় তাহলে সাথে সাথে পড়ে নিবেন اٰمَنْتُ بِمَا اٰمَنَ بِهٖ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ কোন কাজে ঘাবড়ে গেলে তার জন্য একটা দু'আ আছে। আপনি আসলেই আমি হিসনে হাসিন কিতাবে তা দেখিয়ে দিব। তবে সবচেয়ে উত্তম হবে, আপনি একটি হিসনে হাসিন কিতাব ক্রয় করে শিক্ষিত, যোগ্যতা সম্পন্ন কাউকে পড়ে শুনান এবং প্রত্যহ এক একটি অধ্যায় পড়তে থাকেন। এরই মধ্যে ঘাবড়ানো অবস্থায় পড়ার দু'আটি পড়ে নিবেন। আশাকরি মনে কোন সন্দেহ সংশয় থাকবে না। এছাড়াও মুখে বলবেন এবং মনে মনে চিন্তা করবেন যে, এসব কিছুর বর্ণনা তো হুজুর (সাঃ)-এর সাথে সম্পৃক্ত।

আর মসিবতের সময় ঘাবড়ানো অবস্থায় দ্বীনি কোন কাজের উপর দৃঢ় থাকা গুণাবলীই পারে মানুষকে সাবিরীনদের তথা ধৈর্য্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করতে। যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট ঘোষণা اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ধৈর্য্যশীলদের পছন্দ করেন। বার তাস্‌বিহ্‌ সংক্রান্ত ব্যাপারটি সাক্ষাতের অপেক্ষায় রাখুন। খতমের যে পদ্ধতি আপনি লি-খেছেন, তাতে অপরের প্রতি প্রশ্ন করবেন না, বরং আপনি একাকী নির্জনে তা আমল করুন। এটা শোয়ার সময় পড়া সুন্নত। কিন্তু এ পদ্ধতিটা শরীয়ত কর্তৃক প্রচলিত না। হুজুর (সাঃ) এর প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করা একটি অতি উত্তম আমল। কিন্তু আপনি যে পদ্ধতি লিখেছেন এটাও পূর্বত্তোরসূরী প্রবীণ বুযর্গদের মধ্যে নেই। সুতরাং আপনি এখন নিজ ইচ্ছাধীন। তাই আপনার অনুসারী সকলে-কই এমর্মে বলে দিবেন। নিজ শ্বশুর বাড়ি এলাকায় জামাত পাঠানোর চেষ্টা করবেন। আর যখন তারা ওয়াজ নসিহতের কোন মূল্যায়ন করে না, তখন নিজ থেকে তাদেরকে সরাসরি ওয়াজ নসিহত করা ঠিক না। তার আশপাশে দু-চার ক্রোশ দূরে যে সব গ্রাম আছে যেমন-নাঙ্গ, সারগান, বাস্‌ওয়া প্রভৃতি গ্রামের

শিক্ষিত এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিদের অবস্থাদি জেনে তাদেরকে জামাতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন এবং এই সাময়িক চেষ্টার মাধ্যমে তাদেরকে আন্দাজ করুন, কথাবার্তা লক্ষ্য করুন, এভাবে তাদের মধ্যে হয়তো একদিন সত্যিকারেই যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যাবে অতঃপর তাদেরকে সম্বোধন করলে তা উপকারে আসবে। নচেৎ পরিস্থিতি যেমন আছে তার চেয়েও বেশী ভয়াবহ উল্টারূপ ধারণ করবে।

ফিরোজপুর, নামক এবং আডবর, চান্দিনী, নগলি, রুপড়া ইত্যাদি এলাকার লোকজনের মধ্যেও দাওয়াত ও তাবলীগি কাজে বের করার জন্য চেষ্টা করুন। ওদিকেও তাবলীগী জামাত পাঠান। মানুষ সর্বদা তার আশপাশ পরিবেশের প্রভাব প্রতিক্রিয়াকেই গ্রহণ করে। এজন্য তৃণমূল পর্যায়ে প্রচলিত হাওয়াকে বদলে দেয়ার জোড় প্রচেষ্টা করতে হবে।

মুছা খান সাহেবের সম্পর্কে আমিও চেষ্টা করেছি এবং জানতে পারলাম আপনার পিতাও নাকি চেষ্টা করেছেন। সুতরাং তার সম্পর্কেও ঐ একই পরামর্শ যা আপনার শ্বশুর-শাশুড়ীর জন্য ছিল। আম হাওয়াকে বদলানোর চেষ্টা করুন এবং তার মন-মানসিকতার খবর নিতে থাকুন, অতঃপর সম্বোধন করুন, ইনশ-আল্লাহ উপকার হবে। তবে আল হামদুলিল্লাহ এখন সে তাবলীগেই আছে। আগামী জুমআ করনালে পড়বে। আত্মতৃপ্তি এবং উৎসাহমূলক বিষয় সম্মিলিত একটি পত্র নওয়াব জুলফিকার আলী খান এর মাধ্যমে করনালের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিবেন। সময় পেলে নিজেই যদি আসতে পারি তাহলে খুবই ভাল হবে। তার খরচাদি ওখানেই পাঠিয়ে দিন। তাহলে এই তাবলীগি জমানায় কারো সাহায্য করা, ঘরে বসে সাহায্য করার চেয়ে সত্তর হাজার গুণ বেশী সওয়াব হবে। আল্লাহ আপনার সন্তান সাঈদকে উভয় জাহানে খোশনসিব দান করুন। আপনি আমার পরিবার-পরিজন, সন্তানাদি, আত্মীয়-স্বজন, ও বন্ধুদের মহব্বত করেন, আল্লাহ এজন্য আপনাকে দান করুক উত্তম প্রতিদান। আল হামদুলিল্লাহ এখন দু'জনেই ভাল আছে। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। তিন তসবিহ পড়া



সংক্রান্ত আপনি যে বিস্তারিত নিয়ম লিখেছেন তা ঠিক আছে, তাই আপনাকে জানাই মুবারকবাদ। আল্লাহ আপনাকে ঠিকমত আমল করার তৌফিক দিক। আপনার দ্বিতীয় পত্রটি যেটাকে একমাস অপেক্ষার পর লিখেছেন, তার উত্তর দেরিতে দেয়াতে আমি নিজেও খুব লজ্জিত। আল্লাহ আপনাকে ভাল প্রতিদান দিক এবং ক্ষমা করুক আমাকে। পত্রের মধ্যে তাবলীগি তৎপরতার কথা উল্লেখ আছে যে, আশিজন লোক এখানে তাবলীগে এসেছে এবং আরো পঁচিশ জনের জামাত প্রস্তুত আছে। যাহোক আল হামদুলিল্লাহ আল্লাহর বড়ই এহসান এবং ফজল ও-করম যে, তিনি এই নাযুক জামানায়ও যেখানে সর্বস্তরে এ কাজকে ঘৃণা ও হীন দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে এবং তার অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে সে অবস্থায় আশিজন লোক দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগের নিমিত্তে, দ্বীনি প্রদীপকে আরো তেজদ্দীপ্ত করণার্থে, বাড়ি-ঘর ছেড়ে বের হওয়া কম কথা নয়।

আমার প্রিয়! আল্লাহর লাখো কোটি শোকর আদায় করার পর নিজ অলসতা ও অপারগতার প্রতি ও লজ্জাবনত দৃষ্টিতে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করা উচিত যে, আজ দীর্ঘ পনের বছর আপ্রাণ প্রচেষ্টার পর, তাবলীগের এই তেজদ্দীপ্ত নূর ও বরকত এবং এই ইজ্জত এবং দুনিয়া জুড়ে এই নাম, এবং বিশ্ব জুড়ে সর্বপ্রকার এই উজ্জ্বল ভবিষ্যত, খোলা চোখে অনুভব করার পর দেখা যাচ্ছে সর্বমোট এই আশিজন লোক বের হয়েছে। তাহলে এবার এত লাখের তুলনায় এ সংখ্যা কত নগণ্য, কত কম, তদপরি আবার বের হওয়ার পর ঘরে ফেরার জন্য থাকে এতই ব্যতিব্যস্ত যে, তাদেরকে ধরে রাখাই মুশকিল। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রথমত ঘর ছেড়ে বের হওয়া বড় মুশকিল, তারপর আবার বেব হওয়ার পর বাড়ি ফেরার জন্য থাকে অস্থির, এই ক্ষণকালের বাড়ি-ঘর যদি নিজের দিকে এমনভাবে টানতে থাকে তাহলে এই দ্বীনের ঘর আবাদ হবে কিভাবে? যতক্ষণ পর্যন্ত বাড়ি-ঘরে থাকা এমন কঠিন না হবে, যেমনটি আজ তাবলীগে থাকা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাবলীগ থেকে ফেরা এত কঠিন না হবে যেমনটি আজ তাবলীগে আসা কঠিন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাবলীগের নিমিত্তে চার চার মাস দেশ থেকে

দেশান্তরে ঘোরা জীবনের একটা অংশ হিসেবে মেনে নেয়ার পূর্ণ প্রচেষ্টায় গুরুত্বের সাথে আপনারা না দাঁড়াবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত জাতি কখনও দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ মিষ্টি-মধুর স্বাদ উপলব্ধি করতে পারবে না। এবং সত্যিকারের ঈমানের স্বাদ নসিব হবে না এবং এ পর্যন্ত যে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তাতো অস্থায়ী, তবে যদি এ প্রচেষ্টা ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে জাতির অধঃপতন এর চেয়েও বেশি এবং এটাই নিশ্চিত। এখনও পর্যন্ত মূর্খতাই তাদেরকে হেফাজত করে চলেছে এবং অধিক অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে বিজাতিরা তাদেরকে কোন ব্যক্তিত্বের মধ্যে গণনা করে না এবং তাদের দিকে কোনরূপ দৃষ্টিও দিচ্ছে না। তবে এখনও যদি নিজেকে দ্বীনের কেল্লায় বন্দী করে হেফাজত না করা হয় তবে আশু সম্ভাবনা, অচিরেই বিজাতিদের শিকারে পরিণত হতে থাকবে এবং হয়ে যাবে।

যা হোক আমার বড়ই আফসোস ও দুঃখ হয় যে, সে অবশ্যই আসছে। কিন্তু মাঝখানে ক্ষণিকের জন্য বাধাগ্রস্ত হল নানান ঝামেলায় এবং তাদের কারণেই আজ পত্রত্তোরে দেরি হল। যতক্ষণ দুনিয়াবী কাজের মধ্যে যতখানি মেহনত ও প্রচেষ্টা করা হয়, তার থেকে বেশী দ্বীনের কাজে মেহনত ও-প্রচেষ্টা না করা হবে। তাবৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে দ্বীনের দৌলত দ্বারা ভরপুর করবেন না। আমি আশ্চর্যান্বিত, মনে বড় দুঃখ ও আফসোস যে, এখনও পর্যন্ত আপনার জাতি শুনছে না, মানছে না, দিল্লীবাসীদের মতই যেন কর্ণকুহুরে ঢুকিয়ে রেখেছে আঙ্গুলি, শুনেও শুনে না, ফিরিয়ে রেখেছে চক্ষুদ্বয় যেন দেখেও দেখে না। বস্তুত তাদের মাঝে দ্বীনের কাজে প্রচেষ্টাকারীর সংখ্যা খুবই কম। এমনিভাবে ফিরোজপুর থেকে পঁচিশ ব্যক্তি আসার ওয়াদাও এই দূর্বলতার কারণে শেষ পর্যন্ত আর পূর্ণ হল না। অথচ সারা বছরে দুই, তিন, বা চার-চার মাস করে দ্বীন শিখার নিমিত্তে দেশ থেকে দেশান্তরে সফর করা এখন সময়ের উত্তম দাবী। দ্বীনকে টিকিয়ে রাখারজন্য এটি অত্যন্ত জরুরী। দ্বীন মূলতঃ একটি কেল্লা স্বরূপ যে তার নিজ পরিশুদ্ধতার কারণে দ্বীনদারকে হেফাজত করে এবং উভয় জাহানে খোদাপ্রদত্ত সকল নেয়ামত লাভে উত্তম মাধ্যম হয়। তবে যারা দ্বীনের কাজে



প্রচেষ্টায় ব্যয়িত সময়কে দুনিয়াবী কাজের জন্য ক্ষতিকারক বলে মনে করেন, আমি বলব এটা তাদের বড় দূর্বল ও সংকীর্ণমনারই পরিচয়।

অধম ইলিয়াছের শরীর স্বাস্থ্য ভালই আছে, কিন্তু তার নিজস্ব একটি সখ যে, যাবত আপনাদের পক্ষ থেকে এ কাজের গুরুত্বারোপ সম্বলিত জোড়াল ভূমিকা ও উৎসাহব্যঞ্জক আচরণ সম্পৃক্ত না হবে, তাবৎ যেন সবই অসম্পূর্ণ। এ সময় করণালে আছি। তবে ব্যক্তিগত কাজে স্বইচ্ছার তেমন কোন দখল নেই। সুতরাং আপনি একটু গুরুত্ব দিয়ে লিখবেন যে, দুনিয়াবী কাজ কারবারে ব্যতিব্যস্ত থাকার চেয়ে উত্তম হল দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের নিমিত্তে ঘর বাড়ি ছেড়ে আল্লাহর রাস্তায় বেড়িয়ে পড়া। এ সময় আল্লাহ তা'আলা মিঞা সাহেবদেরকে কবুল করেছেন। সুতরাং প্রত্যাবর্তনের জন্য যেন তাড়াহুড়া করবে না। এই ধরনের বিষয়াবলী সম্বলিত চিঠিপত্র করণালে নওয়াব জুলফিকার আলী খান সাহেবের ঠিকানায় লিখবেন, আপনার ওখানের তাবলীগি খবরাখবর জানতে পেরে আন্তরিকভাবেই খুশি হয়েছি। আশাকরি এতদিনে আরো উন্নতি হয়েছে। বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানাবেন। স্থানীয় সমমনা সাথীদেরকে নিয়ে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে এ প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখবেন।

আপনার দ্বিতীয় পত্রে কিছু কিছু আমলের সর্বদা নিয়মানুবর্তিতার উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ আপনাকে তৌফিক দিক। এশ্‌রাক এবং চাশ্‌তের জন্য চার চার রাকাআতই যথেষ্ট। তাবলীগি জামাতকে আপনি সালাম বলেছেন, তবে ভাল হবে করণালে পত্রলেখা এবং তাদের নিকট দু'আ চাওয়া। আপনি কর্জ সংক্রান্ত লিখেছেন, আপনার এই আচরণে এবং আল্লাহর রাহে ঝুকে পড়াতে আমি আন্তরিকভাবেই খুশি। আপনি তাবলীগের কাজ চালিয়ে যান এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকেন। ইনশাআল্লাহ সকল মুশকিলই সহজ হয়ে যাবে। বর্তমান আমার কাছে তেমন কোন টাকা-পয়সাই নেই। তবে ঐসবের আশা অন্তর থেকে দূর করে দাও। হে আমার স্নেহাস্পদ! সূদের গুনাহ, কোন সাধারণ গুনাহ নয়। যে, মানুষ এত বড় গুনাহ করেও আবার ভাবতে পারে যে, হয়তো গুনাহ হয়েছে,

বরং আল্লাহ তা'আলা তো তাকে নিজের সাথে যুদ্ধের কথা ঘোষণা করেছেন। সূদী ব্যক্তিকে ধ্বংস ও বরাবাদের ওয়াদা করেছেন। এতো আল্লাহ তা'আলার বড় রহম ও করম এবং গায়েবী সাহায্য যে তওবা করার সুযোগ দিয়েছেন এবং আগামী দিনগুলো বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেছেন। আপনি নিজে এবং সংশ্লিষ্ট সকল বন্ধু-বান্ধবদেরকে তাবলীগি কার্যকলাপে তৎপর থেকে এবং রেখে এই গুনাহের কাফ্‌ফারা ও তওবার নিয়্যত করুন। আল্লাহর দরবারে আমার আশা আছে যে, তিনি তার নিজ গাফ্‌ফারী গুণে একদিন অবশ্যই ক্ষমা করবেন। সেদিন কবুল করে নিবেন সকলের তওবাহ। ইসহাক সাহেব অবশ্য কখনো এমন ছিলেন না যে, তার কাছে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও তাতে কোন রকম অবহেলা করেছেন। কিন্তু একথা আজ আমার তো সামর্থ্যের বাইরে, তবে আমি দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা যেন গায়েব থেকে কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে দেন।

আপনার ২ ফেব্রুয়ারীতে লিখা তৃতীয় পত্রটিতে কাজের প্রতি অনিহা এবং মন না লাগার কথা উল্লেখ করেছেন। এটা কিন্তু ঐ পূর্বোল্লিখিত কবয তথা কঠিন্যতারই প্রতিক্রিয়া। এ সময় দৃঢ়তার সাথে কাজে লেগে থাকায় দ্বিগুণ সওয়াব এবং এই দৃঢ়তা থেকে প্রকাশ পাবে অত্যাশ্চর্য্য বরকত এবং উভয় জাহানের কামিয়াবী ও ফিরিশ্‌তা কর্তৃক সুসংবাদ এবং দ্বীনের অপ্রকাশ্য রহস্য, দৃঢ়তায় পূর্ণতার পরেই লাভ হবে। আল্লাহ যেন আপনাকে মন ঘাবড়ানো এবং মন লাগা উভয় অবস্থায় কাজের মধ্যে সার্বিক নিয়মানুবর্তিতা দান করেন, যার মাধ্যমে লাভ করা যায় কাজে দৃঢ়তা। আর কান্নাকাটি করা এতো অনেক বড় দৌলত। ঐ সময় আখেরাত এবং আল্লাহর বড়ত্ত্ব ও মহত্ত্ব এবং তার ওয়াদাসমূহের কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখবেন। বিশেষত হুজুর (সাঃ)-এর এই প্রচেষ্টার কথাকে খুব বেশী স্মরণ রাখবেন।

আপনি তৃতীয় পত্রে আমার সম্ভাব্য অসন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। এ ধরনের খেয়াল কক্ষনো করবেন না এবং কক্ষনো অন্তরে জায়গা দিবেন না। পত্রত্তোরে দেরি হওয়ার মূল কারণ ঐটাই যা পত্রের শুরুতেই উল্লেখ করেছি।



আমি আপনার এবং সকল সাথীদের জন্য দু'আ করি এবং দু'আ চাচ্ছি যেন আল্লাহ তা'আলা আপনাদের সকলকে উভয় জাহানে সকল প্রকার আপদ-বিপদ, বালা-মসিবত থেকে হেফাজত করেন এবং উভয় জগতের নেয়ামত দ্বারা ভরপুর করে দেন। আমি আমার নিজের জন্য এবং আমার পরিবারবর্গ ও বন্ধু-বান্ধবের জন্য আপনার কাছে এবং আপনার অন্যান্য সকল বন্ধু-বান্ধবের নিকট দু'আ প্রার্থী।

ইতি<br>
বান্দা মোঃ ইলিয়াছ<br>
লিখক-হাবিবর রহমান<br>
১ জিলহজ্জ, ১৩৫৮ হিঃ

তোমার পাঠানো দুবারের দুটি ডাক টিকিট ফেরত পাঠালাম এবং তৃতীয়বারে পাঠানো খামটি পত্রত্তোরে ব্যবহার করলাম।

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

বেশী বেশী সফর ও মেহমানদের আগমন এবং অন্যান্য কাজকর্মে ব্যস্ততার কারণে পত্রত্তোরে দেরী হওয়ায় বন্ধুদের মনে ভিন্ন ধারণার উদয় হওয়ায় আমি আন্তরিকভাবেই লজ্জিত ও অনুতপ্ত। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফজল ও করমে এর উত্তম এলাজ দান করুক।

প্রিয় দোস্ত! আপনি আপনার ওখানে প্রত্যেক জিনিসের ক্ষেত্রেই "খোদা জানে" নামক ফেরকার আবির্ভাবের কথা লিখেছেন। দোস্ত! মানুষের জাহেল হওয়া এবং গাফেল হওয়া এবং সত্য সন্ধানের প্রচেষ্টায় অলস হওয়া, সকল ফেৎনার মূল বা চাবি। আর এ মন-মানসিকতা এবং জযবার মাঝে যে, না-মোবারক এবং খারাব গুণাবলী রয়েছে, তা থেকে দেখতে পাবেন আগামীতে না জানি আরো কত ফিৎনার জন্ম হবে। আপনারা কিছুই করতে পারবেন না। উঠতি ফিৎনার নিশ্চিহ্ন এবং আগামীতে আসা ফিৎনাকে বাধা দেয়ার জন্য

আপনার এলাকায় আসা স্কীম এর উপর চর্চা করার জন্য ইউপির এরিয়ায় বের হওয়া জামাতের এতই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া যে, সামান্য সংখ্যক লোক হওয়া সত্ত্বেও যার সংখ্যা গণনায় দুশতের ও কম এবং এতই অল্প সংখ্যক যা নিজ এলাকার তুলনায় নিতান্তই কম। এত অল্প সময়ে এমন প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিস্তার করেছে যে, সকলের মুখেই সমস্বরে বের হতে লাগল ইনকিলাবে আজীম শব্দ আর আপনার এলাকার জাহেল মূর্খ ব্যক্তিদের সকল নাপাক জয্বা, আজ দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের মুবারক জযবায় রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু এত কিছু প্রকাশ্যে প্রতীয়মান হওয়ার পরও আজ করণাল থেকে ফিরে আসার পর অবসর থাকা সত্ত্বেও ইউ,পির উদ্দেশ্যে বের হল না কেউ। ফিরোজপুর থেকে এখনও পর্যন্ত কেউ বের হল না। এটা বড়ই আফসোসের কথা। আপনি যদি সত্যিকারেই কোন কার্যকরি পদক্ষেপ নিতে চান, তাহলে শুধুমাত্র মনের জোশ এবং মুখের কথার উপরে নির্ভর করবেন না। বরং খুব জোড়েশোরে ধারাবাহিক লিখনির মাধ্যমে এবং রাত্রে আল্লাহর সাথে মশগুলিয়াতের পাবন্দি করে নিজ লোকজনকে ইউ,পির জন্য বের হবার তৎপরতায় আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

প্রিয় দোস্ত! গোয়ালদাহর চৌধুরী এবং রায়ে সিনার নেতৃস্থানীয় লোকজন এমর্মে কিছু ইচ্ছা পোষণ করেছেন যে, তারা এই তাবলীগি স্কীমকে স্বগোত্রের সকলের জন্য জীবন পাথেয় রূপে গ্রহণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। ফাযায়েলে নামায যে কিতাবটি আছে তা যেন শিক্ষিতরা পড়ে এবং অন্যকেও শুনাবে এবং নামাযের গুরুত্ব ও বেনামাযীর জন্য খোদার শাস্তি প্রতিজ্ঞা সংক্রান্ত সাধারণ জনগণকে অবহিত করবেন। আপনি যে সূদী কারবার করেছেন তজ্জন্য বর্তমান মসিবতের প্রতি নয় বরং আল্লাহর শাস্তির প্রতি দৃষ্টি রেখে সর্বাগ্রে লজ্জিত হউন এবং মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুন যে আগামীতে আর কোন সূদী কারবার করবো না। অতঃপর তওবাহ ও এস্তেগফার করবেন। সূদী কারবার মূলতঃ আল্লাহর বিরুদ্ধে কার্য পরিচালনারই শামিল। আপনি প্রত্যেক নামাযের পর ২০০ বার حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ পড়বেন এবং সাত বার নিম্নোক্ত দু'আটি



পড়ে দু'আ করবেন। দোয়াটি এই اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَاَعُوْذُبِكَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ এই দোয়ারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মনে উদয় হবে উপরোল্লিখিত ভাব অর্থাৎ (লজ্জা, এবং না করার পাক্কা এরাদা। খোদার শাস্তি, প্রতিজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি এবং পরিশেষে তওবা) কথা ছাড়াতো কখনো কোন কাজই হবে না। সুতরাং আপনি যদি তাবলীগি কাজে প্রচেষ্টার পাশাপাশি সার্বক্ষণিক নিজকে যিকিরের মধ্যে মশগুল রাখতে পারেন তাহলে ইনশাআল্লাহ দেখতে পাবেন এক আশ্চার্য্য ধরণের বরকত। ইতিমধ্যে তাহাজ্জুদ নামায শুরু করেছেন। তাই জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

ইতি

মোঃ ইলিয়াছ

বকলমে- হাবীবুর রহমান

## ৫ নং পত্র

ফায়দা (১) দ্বীনের রাহে প্রচেষ্টারতদের সকল ফায়দা ও প্রতিদানকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতী পর্দার আড়ালে লুকায়িত রেখেছেন। পক্ষান্তরে এই লাইনের সকল সমস্যা ও পেরেশানিগুলোকে উন্মুক্ত করে রেখেছেন চোখের সম্মুখে। কেননা সকল প্রচেষ্টা আল্লাহর কথা অনুযায়ী এতমিনানের সাথেই সম্পৃক্ত।

বখেদমতে মিঞা মোহাম্মদ ঈসা সাহেব দামাত বারাকাতুহুম আপনার দেয়া পত্রখানি বরং বলা যায় অনুভূতি নামাটি যথারীতিই পেয়েছি। আল্লাহ তা'আলা তার দেয়া সকল নেয়ামতের উপর অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ দান করুক। আপনি যে বিষয়টি অতি সূক্ষ্মভাবে অনুভব করতে পেরেছেন তা ধ্রুব সত্য যে, তাবলীগের ক্ষেত্রে সহি উসুল অনুযায়ী প্রচেষ্টা করার মত যোগ্য এবং এ

সময়ের একক কর্মীরূপী ব্যক্তিত্বের অধিকারী আল্লাহ তা'আলা এককভাবে আপনার গোত্রকেই দান করেছেন। সুতরাং আজ যদি এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা হয় বা অবহেলা করা হয় তাহলে তা হবে আপনার গোত্রের জন্য বড়ই ক্ষতিকর। আল্লাহ আপনাকে এর অবহেলা থেকে হেফাজত করুন। আর যদি সহি উসুল অনুযায়ী একনিষ্ঠভাবে আগ্রহের সাথে এ কাজে তৎঃপর থাকা যায় তাহলে শুধু মান-মর্যাদাই বৃদ্ধি হবে না বরং মুসলিম জাতির রাহবার তথা পথ প্রদর্শকরূপে আল্লাহর দরবারে এক পৃথক সম্মান পাবে। কিন্তু বলাবাহুল্য এ যাবৎ যা' দেখা যাচ্ছে এখনও পর্যন্ত প্রচেষ্টা এতই দূর্বল যে, আমাদের হাফেজ ইসহাক এবং মুন্সী মোঃ ইউসুফ বড় কষ্টে করণাল পর্যন্ত গিয়েছেন এবং অল্প কদিনের মধ্যেই বাড়ি-ঘরের চিন্তায় পড়ে গেছেন। এখন যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, সারাটা জীবনতো বাড়িতে বসেই কাটালেন। সুতরাং যে জিনিস ঘর থেকে বের হলে পাওয়া যায়, তা একমাত্র বের হওয়ার মাধ্যমেই পাওয়া যাবে। মূলতঃ সত্য এটাই যে,বর্তমান এ কাজের এ দৌলতের মূল্যায়নই নাই। আপনার যেমন মন চাচ্ছে যে, আপনার আসার দিনে এখানে যেন কোন না কোন জামাত থাকে। ঠিক তেমনি আমারও মন চাচ্ছে। চেষ্টা আপনিও করুন, আমিও করতেছি। কিন্তু আমি যেমন পূর্বের চিঠিতেও লিখেছিলাম যে,এখনও পর্যন্ত কোন সুষ্ঠু অনুভূতিশীল লোক পেলাম না। মোটকথা এ সব কিছুর মূলে হচ্ছে এ কাজে যে সব ফায়দা আছে, ঐ সব কিছু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতী পর্দার আড়ালে লুকায়িত রেখেছেন এবং এ লাইনের সকল পেরেশানি ও সমস্যাগুলিকে উম্মুক্ত করে রেখেছেন চোখের সম্মুখে। যেন ঐসব বিষয়ে সকল প্রচেষ্টা একমাত্র আল্লাহর কথানুযায়ী এতমিনানের সাথে সম্পৃক্ত হয়। সুতরাং এ লাইনে মেহনতের জন্য যখনই কেউ পা রাখবে আর ঐ মেহনত ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে যা কিছু আমলে পরিণত হবে এবং এ আমলের যে ফায়দা বা প্রতিদান হবে, অর্থাৎ মৃত্যুর পরের যে ওয়াদা (যাকে আমরা আজর ও সোয়াব বলে থাকি) সে যেই পরিমাণ বাস্তবে অর্জন করবে সে ঐ লাইনে ততটুকুই মজবুত হবে এবং ততটুকুই ফায়দা পাবে।



মোঃ ইলিয়াছ আপনার নিকট জামাত সংক্রান্ত যা কিছু লিখেছিল তা সত্য ছিল। কিন্তু হে স্নেহাস্পদ! মনে দারুন ব্যথা, দুঃখের কথা কিভাবে প্রকাশ করব, বছরের পর বছর অক্লান্ত প্রচেষ্টার পর বের হয়, অথচ এক মাস ও টিকে না। এই দ্বীনি কাজে কয়েকটি মাস ও চেষ্টারত থাকতে পারে না। আমার উদ্দেশ্য তো এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক বাড়ি থেকে একজন করে লোক সার্বক্ষণিকভাবে বাহিরে দ্বীনের ঘর তৈরীতে চেষ্টারত, অর্থাৎ তাবলীগি কাজে একের পর এক পর্যায়ক্রমে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে মেনে না নেবে তাবৎ দ্বীনের সাথে সুসম্পর্ক ও মহব্বত সৃষ্টি হতে পারে না। ঈসা! তুমি একটু চিন্তা কর এ নশ্বর দুনিয়াবী কাজের জন্য তো বাড়ির সবাই থাকে, আর সেখান থেকে দ্বীনের জন্য মাত্র একজন লোক চাওয়া হয়। অথচ এর জন্যও তৈরী নেই কেউ। তাহলে আখেরাতের মুকাবিলায় দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া হল কিনা? ঐ জামাতকে এসে স্বচক্ষে দেখে নেও যে, চিঠি লিখেছি আজ কদিন হল মাত্র, অথচ এরই মধ্যে তারা সকলেই ফিরে এসেছে। জামাতে বের হওয়ার খুশিকেও ভালভাবে প্রকাশ করতে পারে না। তার আগেই রব উঠে ফিরে আসার। আপনাদের এখানে মুন্সী মোঃ ইউসুফ এবং আপনার পিতা তো এক মাসও কাটালেন না। যাহোক আস্তে আস্তে ধীরে সুস্থ্যে বেরুনোর জন্য চেষ্টা কর এবং দ্বীনের রাহে বেরুবার সময়কে নষ্ট করো না। আমার তো মন চাচ্ছে যে, রজব এবং শা'বান মাসে সাহারানপুরে খুব জোড়ে-শোরে তাবলীগের কাজ করি। আর এই দু'মাসের বিশেষত্ব এই যে, রজব মাসের দিকে তো শিক্ষকরা সব অবসর হতে থাকেন আর শা'বান মাসের দিকে ছাত্র শিক্ষক উভয়েই অবসর থাকেন। সুতরাং রজব মাসে তাবলীগি কর্মতৎপরতা জোড়দার করতে হবে। আর এই তৎপরতানুসারেই সকলে সম্পৃক্ত হবে এ কাজে। আর এ কাজে তাদের সম্পৃক্ততার অর্থ আলেম সমাজে ছড়িয়ে পড়ার একটা অতি উত্তম মাধ্যম। শা'বান মাসে তো ছাত্রদের পরীক্ষা থাকে তাই তারাতো আর স্বক্রীয়ভাবে কাজে অংশ নিতে পারবে না তবে শিক্ষকদের কার্যক্রম দেখে অবশ্যই তাদের মাঝে পৃথক একটা অনুভূতি ও জাগরণ দেখা

দিবে এবং সেই অনুভূতি যদি পূর্ণাঙ্গ হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ তারা রমজান মাস মেওয়াতের অলি-গলিতে তাবলীগি কাজে কাটাবে। আর যদি অসম্পূর্ণ থাকে তাহলে মেওয়াত না গেলেও অন্তত নিজ এলাকায় গিয়ে তো অবশ্যই কাজ করবে ইনশাআল্লাহ আর এ সবকিছুর আজর ও সোয়াবের একটা অংশ মেওয়াতের জামাত পেতে থাকবে। মোটকথা, আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে, আপনার ছুটির সময়টা সাহারানপুরে তাবলীগি কাজে কর্মতৎপর থাকবেন এবং মেওয়াতের জামাত খুব সত্ত্বর পৌছে যাবে। আপনিও সাহারানপুর পৌছে যান। ইনশাআল্লাহ বড় বড় আলেমদের সাথে সাক্ষাৎ হবে যা অনেক বড় নূর ও বরকত এবং ইজ্জতের কারণ হবে।

সুতরাং আপনি খুব জোড় দিবেন, যে, সে যেন এ সময়েই জামাত নিয়ে যায় এবং সাহারানপুর গিয়ে আপনার জামাতের সাথে মিশে। সাহারানপুর পৌছার তারিখ জনাব শেতাব খানকেও জানিয়ে দিবেন।

ইতি

মোঃ ইলিয়াছ

# তৃত্বীয় অধ্যায় (২০টি পত্র)

## বিভিন্ন কর্মী ও বন্ধু-বান্ধবের নামে পত্র

### ১ নং পত্র

বখেদমতে জনাব হাফেজ সোলায়মান সাহেব,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আপনার দেয়া পত্রগুলো যথারীতি পেয়েছি এবং অন্যান্য চিঠি-পত্র মোঃ ইকবাল সাহেবের মাধ্যমে পেয়েছি। আপনাদের এ খালেস আন্তরিকতার জন্য সত্যই আমি গর্বিত ও ধন্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদের পরস্পরের প্রতি আন্তরিকতায় এখলাস দান করুক। মিঞাজি মোঃ দাউদ সাহেবকে, সালাম জানিয়ে একথা বুঝানোর চেষ্টা করবেন যে, বস্তুত কাজ-কর্ম যা কিছু সম্পন্নকারী সবকিছুরই মূলে আল্লাহ তা'আলা, হাজারো চেষ্টা করেও তার ইচ্ছা ব্যতিরেকে না আম্বিয়াগণ (আঃ) কিছু করতে পারেন, না কোন ওলি-আউলিয়াগণ। না কোন বড় থেকে বড় শক্তি। মোটকথা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতিরেকে দুনিয়ার কেউ কখনো কিছুই করতে পারবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার মধ্যে রয়েছে সকল প্রকারের কুদরত। যে, ছোট্ট ছোট্ট আবাবিল পাখিদেরকে বিজয় করেছিল বড় বড় হস্তিবাহিনীর উপর। তাহলে যখন আল্লাহই সবকিছু করেন এবং আল্লাহ ব্যতীত অপরাপর কোন শক্তির কোন দখল নেই, তাহলে যদিও আপনি যত দুর্বলই হন না কেন, এমনটি অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তা'আলা আপনার মাধ্যমে এমন এমন কাজ করাবেন, যা বড় বড় ওয়ায়েজ তথা বক্তাদের দ্বারাও হবে না। আর যদি আল্লাহ তা'আলা কোন কাজ না করতে চান তাহলে চাই তা কোন আম্বিয়াই (আঃ) হোক না কেন, আর যত চেষ্টাই করুক না কেন, তা সামান্যতমও করতে সক্ষম হবে না। আর যদি কিছু করতে চান, তাহলে সে কাজ আপনাদের মত দুর্বলদের দ্বারাও সুসম্পন্ন করতে পারেন, যা অনেক আম্বিয়াদের

(আঃ) দ্বারাও সম্ভব হয় নাই।

মোটকথা আমাদের নিকট যখন আপনাদের মত দুর্বলরাই আছে, তখন আল্লাহ তা'আলা আপনাদের মাধ্যমেই সম্পন্ন করবেন সকল কাজ। চালিয়ে যান, আপনারা কাজ করে যান এবং নিজেদের গরীবি ও দুর্বলতার দিকে দেখবেন না, বরং বাহ্যিকভাবে চেষ্টা করুন এবং বাতেনিভাবে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ুন। এখনি সিরাপ তৈরীর উপযুক্ত সময়, পর্যাপ্ত পরিমাণে বানিয়ে রাখবেন এবং যা মূল্য হয় লিখে দিবেন। যেন ইকবালের মাধ্যমে তা পাঠিয়ে দিতে পারি। তবে একটু তাড়াতাড়ি লিখবেন, যেন ইকবাল নিয়ে আসতে পারে।

ইতি
মোঃ ইলিয়াছ
বকলম হাবীবুর রহমান
১৯ জানুয়ারী ১৯২৯ ইং

## ২ নং পত্র

নিজামুদ্দীন মাদ্রাসা কাশেফুলউলুম হইতে
তাং ১০ই আগস্ট
বখেদমতে জনাব হাফেজ মোঃ সুলায়মান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম।

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

গত কয়েকদিন পূর্বেই আপনার দেয়া পত্রটি যথারীতি পেয়েছি। দাউদের ব্যাপারে আপনি বারংবার তাকাযা করে আসতেছেন এবং আমি ও আপনার লিখনীর যথার্থ সন্তুষ্টি করণে ভাবছিলাম যে, দাউদ ওদিকেই থাকুক। চাই তাবলীগের কাজে থাকুক চাই সাহার এর আশে পাশে কোথাও কোন মাদ্রাসায় শিক্ষকরূপে থাকুক, মোটকথা আপনারা দুজন যখন একই খেয়ালের লোক এবং দুজনই চান দ্বীনের প্রচার ও প্রসার তখন উভয়ের জন্যই ভাল হবে একত্রে থাকা



ও চলাফেরা এবং মেলামেশা। কিন্তু সমস্যা এই যে, বর্তমানে দাউদ বড়ই ঋণী। এমতাবস্থায় তার জন্য প্রয়োজন ইনকামের একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা, এদিকে আমার নিকটও বাহ্যিক এমন কোন ব্যবস্থা নেই যে, প্রয়োজনানুযায়ী তাবলীগের জন্য তার পর্যান্ত খেদমত করব। আর না ওখানে কোন আয়ের ব্যবস্থা আছে। যদ্দরুন তাকে পাঠাতে দেরি হচ্ছে। তাই আমি তাকে তুলনামূলক বেতন বেশী এমন এক জায়গায় রাখতে চাচ্ছি। তবে হ্যাঁ ঋণ পরিশোধের পর তাকে বিনা বেতনেও থাকার অনুমতি দিতে আপত্তি নেই। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত তার ঋণ আছে। তাবৎ আপনার নিকট আয়ের কোন ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তাকে পাঠাতে চাচ্ছি না। আঃ সামাদের ঘটনাগুলি অবশ্য ভাবাবেগের বিষয়। সুতরাং যদি আপনার কাছে ক্ষমা না চায় এবং আপনার কথামত চলতে না চায় তাহলে তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিন। এ সংক্রান্ত ইতিপূর্বেও লিখেছি।

মিয়া শায়েখ আকবর সাহেব এর কার্যাদি সম্পর্কে অবগত করবেন। আমি এজন্য অবশ্যই আসতাম। কিন্তু নানান বাধায় পড়ে আর আসতে পারিনি। আমার পক্ষ থেকে কাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে সালাম দিবেন এবং সবাইকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিন যে, ঝগড়ার ফল বড়ই খারাপ। পরস্পর মিল মহব্বত রাখ এবং সকল প্রকার মতানৈক্যকে মুলৎপাটন কর।

ইতি
মোঃ ইলিয়াছ
লিখক-হাবীবুর রহমান
১৬ই আগস্ট ১৯২৯ ইং

## ৩ নং পত্র

নিজামুদ্দীন থেকে মাদ্রাসা কাশেফুল উলুম
বখেদমতে জনাব, হাফেজ মোঃ সুলায়মান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম।

সালাম বাদ আরজ এই যে, আপনার মাদ্রাসার যে সব ছাত্ররা নামাজ পড়ানোর উপযুক্ত এবং পড়াতে পারে সে সব ছাত্রদেরকে 'সাহার'-এর মসজিদগুলোতে নির্দিষ্ট করে দিন। যেসব মসজিদে বেশী বেশী মুসল্লী হয় সে সব জাগায় যেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই পড়িয়ে দেয় এবং যে সব জাগায় বেশী মুসল্লী হয় না, সেখানেও যেন দু-এক ওয়াক্ত পড়িয়ে দেয়। এমনটি খুবই ভাল হবে। এতে দ্বীন ও দুনিয়া উভয় জাহানেরই কল্যাণ হবে। আপনার নিজের এবং সাধারণ মানুষেরও।

ইতি

মোঃ ইলিয়াছ

লিখক-হাবীবুর রহমান

৬৫ হিজরী।

## ৪ নং পত্র

নিজামুদ্দীন হইতে

বখেদমতে মিয়াজী ক্বারী দাউদ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম ও মিয়া ইশরত দামাত বারাকাতুহুম

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

পত্রের প্রারম্ভে জানাই আপনাদেরকে একরাশ প্রীতি ও শুভেচ্ছা, আরো জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের মেহনতকে এখলাসের সাথে সম্পৃক্ত করে কবুল করুন এবং তারই বরকত ও বদৌলতে উভয় জাহানে দান করুক কল্যাণকামী প্রতিদান। আল হামদুলিল্লাহ, আমি ভালই আছি, তবে বর্তমানে একটু কাশির ভাব আছে। তাই বন্ধু-বান্ধব সকলের নিকটে আন্তরিকভাবেই দোয়াপ্রার্থী এবং পরস্পর সকলেই স্বীয় মান-মর্যাদার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও সকল প্রকার পেরেসানি থেকে মুক্তিলাভের দু'আ চাই।

মোঃ ইলিয়াছ

লিখকঃ হাবীবুর রহমান- ১৯২৯ ইং



## ৫ নং পত্র

নিজামুদ্দীন হইতে

বখেদমতে জনাব মৌলভী সৈয়্যেদ রেজা হাসান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম।

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আজ প্রায় এক সপ্তাহ হতে গেল, আপনার দেয়া পত্রখানি যথারীতি পেয়েছি। বিস্তারিত অবস্থাদি জানতে পেরে বেশ খুশী হলাম। কিন্তু এই রমজানের মত পবিত্র মাসে আজ জামাত থেকে বঞ্চিত হওয়ায় আন্তরিকভাবেই দুঃখিত। তবে আপনি যেহেতু সন্তানাদি ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মিল-মহব্বত ও সাক্ষাতের উদ্দেশ্যেই গিয়েছেন। সেহেতু আমার এ দুঃখ পাওয়াতে আপনার হয়তো মনকষ্টের কারণ হতে পারে। তাই কিছু মনে নিবেন না। বাড়িতে ছোট বড় সকলের প্রতি আমার সালাম রইল। আজ অনেক দিন গত হতে গেল আপনার অপেক্ষায় আছি। এতদিনে হয়তো দ্বিতীয়পত্র ও প্রায় আসার উপক্রম। হয়তবা এ পত্রে আপনার আগমনের তারিখও লেখা থাকবে। আল্লাহ আপনাকে সর্বদা দৃঢ়পদ, সদা সত্যান্বেষী ও সুস্থ্য সবলভাবে দৃঢ়তার সাথে, খোদ র রাহে লিপ্ত থেকে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের তৌফিক দান করুক।

ইতি

মোঃ ইলিয়াছ

১৯ রমজান ১৩৫৫ হিঃ

## ৬ নং পত্র

ফায়েদা ঃ (১) যে গোত্র বা জাতি কালেমায়ে তাইয়্যেবাহ এবং নামাযের পরিশুদ্ধতা এবং কালেমায়ে শাহাদাতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত জ্ঞাত না,

তাদের জন্য এর চেয়ে উপরী পর্যায়ের বিষয়াবলীতে লিপ্ত থাকা এক মারাত্মক ভুল।

(২) যে কোন বিষয়ে সঠিক প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে কক্ষনো কুণ্ঠাবোধ করো না। তেমনি ইসলামের মান ও মর্যাদাকে কখনো বিরুদ্ধবাদীদের হাতে তুলে দিও না।

নিজামুদ্দীন হইতে

বখেদমতে জনাব হাকিম রশিদ আহমদ ও মৌলভী নূর মোহাম্মদ সাহেবদ্বয়।

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

পর সংবাদ এই যে, বান্দা বেওয়া নামক স্থান থেকে এক ছাত্রের মাধ্যমে হাফেজ আঃ হামিদ সাহেবের নামে একটা চিঠি এবং একটা চামড়া পাঠিয়েছিলাম। জানি না এখনো পর্যন্ত দিল্লী না পৌছানোর কারণ কি। যতদূর সম্ভব কাউকে আসার মত পেলে তার মাধ্যমে পাঠিয়ে দিবেন।

এ পর্বে বিশেষ জরুরী কথা হল এই যে, হে আমার প্রিয় বন্ধুরা! একান্ত একনিষ্ট, স্ব-স্ব প্রচেষ্টা এবং মন-মানসিকতা ও আন্তরিকতার সাথে একাগ্রচিত্তে তাবলীগের কাজে নিজকে মশগুল রাখবে। আর এই মুনাজারার নতুন ফিৎনা ইনশাল্লাহ্ অচিরেই শেষ হয়ে যাবে। তা না হলে পরিস্থিতি খুবই খারাবের দিকে যাবে। কেননা, মুনাজেরা তথা পরস্পর কথা কাটাকাটি মূলতঃ মন-মানসিকতার উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। ফলে আল্লাহ না করুক কোথাও মানসিকতার অভাব দেখা না দেয়, আর এছাড়া অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, মুনাজেরার ফলাফল সর্বদা খারাপই হয়ে থাকে। তবে হ্যাঁ স্পষ্ট অস্বীকারকারীর সামনে যদি কখনো সকলের রায় এবং সুষ্ঠ প্রমাণাদি উপস্থাপনের সুযোগ পাওয়া যায় তাহলে কখনো কখনো ঐসব প্রমাণাদির বলে বড় জোড়েসোড়ে সত্য কিছুর দাবী করাতে কোন অসুবিধা নেই। আর তা না হলে আমার তো মন চায় যে, দেশের সকল জামে মসজিদে এবং ছোট-বড় সকল প্রকার জনসমাগমের মাধ্যমে এমর্মে


প্রচারের ব্যবস্থা করা যে, সে গোত্র বা জাতি, কালেমায়ে তাইয়্যেবাহ এবং নামাজের পরিশুদ্ধতা এবং কালেমায়ে শাহাদতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত জ্ঞাত না। যা ইসলামের মূলমন্ত্র ও বুনিয়াদি বস্তু। আর মূল বুনিয়াদি বস্তুকে ছেড়ে উপর পর্যায়ের কোন বিষয়াবলীতে মশগুল হওয়া এক মারাত্মক ভূল। কেননা উপরের জিনিস কখনো বুনিয়াদি তথা মূল বস্তু ছাড়া সঠিক হয় না।

স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন জায়গায় এবং বিশেষত তাদের বিভিন্ন জনসমাগম ও স্থানীয় এজতেমাস্থ গ্রামগুলিতে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ সামাজিক পর্যায়ে স্ব স্ব উসূল মোতাবেক অত্যন্ত একনিষ্ঠভাবে তাবলীগী প্রচার ও প্রসারের কাজ ব্যাপকহারে বাড়িয়ে দিন। যতদূর সম্ভব বাকবিতন্ডা ও কাদা ছোড়াছুড়ি থেকে বিড়ত থাকুন। এতকিছুর পরও যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সুষ্ঠু প্রমাণাদি উপস্থাপনে যেন কোন রকম কার্পণ্য করা না হয়। আর ইসলামের মান-মর্যাদা যেন বিরুদ্ধবাদীদের হাতে শেষ না হয়। মোটকথা মূল উদ্দেশ্য এই যে, যদি তাদের সাথে কঠোর ব্যবহারের দরুণ, চিরদিনের জন্য তাদেরকে ভ্রান্ত মতাদর্শ থেকে বের করে সত্যের পথে আনা যাবে বলে মনে করেন, তাহলে এমনটি নিষেধ করছি না।

প্রিয় বন্ধুরা! আপনারা মাদ্রাসার বাহ্যিক কোন চাক-চিক্যতার ধোঁকায় পড়বেন না। আমারতো মাঝে মাঝে ভাবতে গেলেও গা শিউরে উঠে যে, আল্লাহ না করুক কোথাও আবার আমার বন্ধুরা ও বাহ্যিক চাকচিক্যের ধোঁকায় পড়ে না যায়। আমার তো আন্তরিক ইচ্ছা যে, তাদের এই বাহ্যিকতা যেন ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি বলে মনে করা হয় এবং তাকে সেরকম বেহুদা নজরেই দেখবেন। কোন রকম আন্তরিকতার দৃষ্টিতে যেন দেখা না হয় এবং তাদের কোন কর্মে স্বীয় কর্মতৎপরতা ও মন-মানসিকতা যেন সামান্যতমও অংশ না নেয়।

ইতি

মোঃ ইলিয়াছ

## ৭ নং পত্র

ফায়েদা ঃ (১) দ্বীনের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব থাকার কারণে লোকজন মকতব এবং মাদ্রাসায় সাহায্য করতেছিল, তা যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে এবং অচিরেই হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে আস্তে আস্তে সকল রাস্তা।

(২) যে সব উদ্দেশ্য ও ফায়দার জন্য এলেম অর্জন করা হত সে সব উদ্দেশ্য এখন আর ঐ এলেমের সাথে সম্পৃক্ত না। যারপরনায় দিনে দিনে এলেম যেন বেকার হতে যাচ্ছে এবং ওর থেকে কোন ফায়দাই হয় না।

(৩) মাদ্রাসাগুলো তার কার্যক্রমে অবহেলা করা কিংবা বন্ধ হয়ে যাওয়াটা বর্তমান প্রজন্মের জন্য এক ভয়াবহ রূপ নেবে।

বখেদমতে জনাব হাজী রশিদ আহমদ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম।

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

হযরত হাজী শায়েখ সাহেব! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাকে যে ইজ্জত ও মর্তবা এবং বিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্ব দান করেছেন, সেদিকে দেখতে গেলে আজ আপনার প্রতি পত্রমাধ্যমে আমার এ অশুভ আচরণ ও অসঙ্গতিপূর্ণ লিখনী মূলত এক বড় ধরনের গোস্তাখীই বলা চলে। তথাপিও আপনার দেয়া উচ্চাশা, উৎসাহ-উদ্দীপনাই যেন এ অধম খাদেমের জন্য গুস্তাখীর মূল কারণ যে, জনাবের সাথে অত্যাধিক নিগুঢ় সু-সম্পর্ক ও আপনার উদারতার সুযোগ নিয়েই আজ সাহস পাচ্ছি আপনার শানে দু কলম লিখতেও দুটি কথা বলতে। চাই পরবর্তিতে তার দরুন শরমিন্দাই পেতে হোক না কেন। এরই আলোকে এক জরুরী আরজ, বর্তমান নিজামুদ্দীন সংক্রান্ত আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উহা এই যে, বর্তমান লোকজনের মন-মানসিকতা সংক্রান্ত, আজ থেকে পনের বছর পূর্বেই স্বীয় অদূরদর্শী, কিন্তু খোদাপ্রদত্ব জ্ঞানে এতটুকু আন্দাজ করা হয়েছিল যে, বর্তমান যে মন্থর গতিতে মাদ্রাসা ও মসজিদ চলতেছে তাতে দুটি খারাবি বিদ্যমান। প্রথমত এই যে, বর্তমান মাদ্রাসাগুলো যেভাবে চলছে অর্থাৎ লোকজনের আন্তরিকতা এবং



দ্বীনের প্রতি তাদের গুরুত্বারোপের কারনেই বস্তুত মক্তব ও মাদ্রাসার স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু এই একনিষ্ঠ প্রচেষ্টাকারী এবং চাঁদা দাতারা যে চাঁদা দেয় তা অচিরেই শেষ হয়ে যাবে এবং অচিরেই বন্ধ হয়ে যাবে তার সব রাস্তা। দ্বিতীয় কারণটি এই যে, এলেম যে সব উদ্দেশ্য ও ফায়দার জন্য অর্জন করা হত এবং যে সব উদ্দেশ্য সাধনে তালাশকরা হত, সে সব উদ্দেশ্য এখন আর ঐ এলেমের সাথে সম্পৃক্ত না থাকার কারণে দিন দিন যেন সব বেকার হয়ে যাচ্ছে, এখন এলেম থেকে সেসব উদ্দেশ্য ও ফায়দা লাভ হচ্ছে না, যা ছিল এলেমের গুরুত্ব ও অর্জনের মূল কারণ। এই দুটি কথার প্রতি দৃষ্টি রেখে এমন এক নিয়ম নীতির দিকে খেয়াল দিয়েছি, যা আপনি দেখতেছেন এবং জানেন। আপনার মত সকল বোযর্গ ও দোস্ত আহবাবদের কাছে আমার একটাই চাওয়া যে, আপনারা আমার উপদেষ্টা ও সাহায্যকারী হন। বরং এপথে এমনি এক সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে দাঁড়িয়েছি যে, এর মূল আপনাকেই মেনেছি। কেননা আপনার শক্তি, সাহস, আপনার উৎসাহ ও মন-মানসিকতা এবং আপনার ব্রেন সত্যিকারার্থেই এর যথার্থ উপযুক্ত। আপনিই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি যে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে পারে, গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিধায় আপনাদের মত ব্যক্তিত্বদেরকে খোশামদ করছি। যতটুকু সাহস করেছি এবং লোভাতুর হয়েছি এবং পদমর্যাদা থেকে হটে গিয়ে অত্যন্ত ন্যক্কারভাবে গোস্তাখি ও বেআদবী হলে ও আপনাদের কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। এতে যদিও বা আমার দুর্ভাগ্য ও অযোগ্যতার কারণে পরিশেষে এতটুকুর উপরেই যথেষ্ট হলাম যে, আমি যে কাজে লেগে আছি ওতেই লেগে থাকব এবং এই লেগে থাকার ফলে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে মক্তবগুলির যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বা হচ্ছে। শুধুমাত্র সেগুলিকে তরুতাজা করার দায়িত্ব আপনি নিয়ে নিন। যাহোক, জনাব যখন মক্তবের ব্যাপারটি নিজে হাতে নিলেন এবং আপনার তত্ত্বাবধানে থেকে যেভাবেই হোক মক্তবগুলি চলতেছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি যা ভাবছিলাম অনেকটা তাই হলো যে, প্রথম থেকে যেসব দাতারা ছিল তাদের মধ্যে তো এখনও কোন ধারাবাহিকতা নেই। আর নতুনদের মাঝেও তেমন কোন সাড়া নেই। মোটকথা সাড়াদাতাদের মধ্যেতো পিছু হটতেছে বহুত

আর নতুনভাবে হয়তো বহু চেষ্টার পর সাড়া দিচ্ছে দু-একজন।

যাহোক হুজুরের খেদমতে মক্তবের সম্প্রসারণ সংক্রান্ত আমার নিকট যা উত্তম মনে হচ্ছে পেশ করতেছি। চেষ্টা ব্যতিরেকে কোন কাজ হয় না, আপনি আপনার মন-মানসিকতাকে দৃঢ় করুন। নির্বাচনের সময় যে সমস্ত লোক আপনার দ্বারা উপকৃত হয়েছে এবং অহেতুক লড়াই ঝগড়ায় প্রচুর মালি ক্ষতি থেকে রক্ষা পেয়েছে। তাদের সাথে খায়েরখাহি এবং কল্যাণময়ী ব্যবহার এতেই নিহিত যে, তাদেরকে এই কল্যাণের পথে খরচের জন্য এবং দ্বীনের পথে মেহনতের জন্য উৎসাহিত করা। কেননা এপথে প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের মন-মানসিকতায় পরিবর্তন আসতে পারে এবং এপথে খরচের দ্বারা তাদের মাল পবিত্র হবে। তবে শুরু শুরুতে একটু দেরীতে হলেও ইনশাআল্লাহ এ রাস্তা পুনঃর্জীবিত হবে এবং বিশেষভাবে ঐ সব লোকদেরকে এমর্মে বুঝাতে হিম্মত করুন যে, এই যে শত শত মক্তব মাদ্রাসা যদি আজ আমাদের অলসতার দরুণ নষ্ট হয়ে যায় বা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে এর জন্য আমাদের প্রতি খোদায়ী গজব এবং আল্লাহর দরবারে আসামী রূপে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। কুরআন আজ দুনিয়া থেকে বিলুপ্তির পথে অথচ আমাদের পয়সা তার কোন কাজে এল না এবং এর জন্য আমাদের অন্তরাত্মা সামান্যতম কাঁপলো না, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ও ভয়ানক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার সামান্যতম প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ইনশাআল্লাহ এ বিপুল সংখ্যক মক্তব মাদ্রাসা কায়েম থাকতে পারবে এবং সচ্ছল অবস্থায় যদি কিছুদিন অতিক্রান্ত হয় তাহলে ঐ প্রবাদ কথার মত যে, "এক তরমুজের রং দেখে আরেক তরমুজ রঞ্জিত হয়" ঠিক এমনিভাবে এগুলো যদি স্বচ্ছল হয়ে যায় তাহলে এদের দেখাদেখি আরো অনেক লোক তৈরী হবে এবং এসব বিষয়াদি, আপনার সাথে সম্পর্ক রাখে এমন সব বহিরাগতদের সামনে উপস্থাপন করবেন কিংবা বাহিরে কোথাও ডাক মারফতে লিখনীকারে উল্লেখ করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করবেন। নওয়াব সাতারীর নিকট বিপুল পরিমাণের ওয়াকফকৃত সম্পত্তি রয়েছে। আব্বাজীর জীবর্দ্দশায় আববাজানের (রহঃ) মাধ্যমে শত শত বিধবা এতিম এবং মিসকিনের মাসিক ভাতা নির্ধারণ ছিল। আমি



আসার পর স্বয়ং আমার নামেও নিয়মিত মাসিক পাঁচ টাকা আসত। কিন্তু সুষ্ঠ যোগাযোগের অভাবে আজ তাও শেষ হয়ে গেছে। মোটকথা আপনি সামর্থবানদের প্রতি কল্যাণের পথে খরচের জন্য সম্বোধন করুন এবং তাদের প্রতি তৎপর হওয়ার মশক করুন। তাহলে অচিরেই দেখবেন এ আন্দোলন দ্বীনের একটি অন্যতম শাখাকারে কাজ করছে। দ্বীনের রাহে যতটুকু প্রচেষ্টা করবেন এবং সফলতা অর্জন করবেন, মৃত্যুর পর আখেরাতেও ঠিক ততটুকুই পাবেন।

ইতি

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ পুনরায় উল্লেখ করছি যে, প্রথম সুরত যা আমি করছি এটা যদি সম্ভব না হয় তাহলে দ্বিতীয় সুরত। আর যদি এটা ভাল না লাগে তাহলে এটাই কর, যা আমি করছি এবং এটাই দ্বীনের সর্বোত্তম দিক। আল হামদুলিল্লাহ হিম্মতকে সর্বদা দ্বীনের উত্তম শাখায় কাজ করার জন্য প্রস্তুত রাখ। হিম্মত যদি কম থাকে তাহলে তা চাঙ্গা করো। দেখবে জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এত অধিক খুশি হবেন যে ভাষায় বর্ণনাতীত এবং আল্লাহ যদি চান তবে কাজ-কর্মে এত অধিক তারাক্কি দেবে যা বস্তুত কল্পনাতীত। যাহোক আপনার দ্বারা যদি তাবলীগের কাজ সম্ভবপর না হয় তাহলে অন্তত দ্বিতীয় কাজটিই করুন। এটাও দ্বীনের শাখা এবং একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য শাখা। আমার এ পত্রটি মাঝে মধ্যে দেখা ও পড়ার জন্য সংরক্ষণ করবে।

## বন্ধু-বান্ধবএবং প্রিয়জনদের উদ্দেশ্যে লিখা (১৯৩২ সালের শেষ দিকে)

### ৮ নং পত্র

ফায়দা ঃ (১) দারুল কদুরত তথা দুনিয়ায় পরস্পর মেলামেশা করাও খারাবী থেকে খালি নয়।

বাদ, সালামে মাসনুন, সর্বাগ্রে জানাই ঈদের আগাম একরাশ প্রিতীও শুভেচ্ছা।

দেশের টান, বন্ধু-বান্ধবের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা, ছোটদের দেখার আন্তরিক ইচ্ছা এবং পরিবার-পরিজনদের সাথে একান্ত সম্পর্ক, এ যেন প্রত্যেকটিই ছিল এক একটি চম্বুক। কিন্তু এতকিছুর পরও কি যেন একটি বস্তু এমন আছে, যা আজ এ সবকিছুর উর্ধ্বে থাকায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারপরণায় আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে, আমার এ উদ্দেশ্য সাধনে দোয়া করবেন যেন সর্বদা সুস্থিরভাবে মিলেমিশে গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারি। কেননা এ অশান্ত দুনিয়াতে পরস্পর মেলামেশা থেকে খালি নয়। অশান্তি একটু থাকবেই। এখানে আরাম-আয়েশে, একচ্ছত্র শান্তি কোথাও নেই।

ইতি
বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

### ৯ নং পত্র

জনাব মৌলভী হাকীম রেজা হাসান সাহেবের উদ্দেশ্যে আজ থেকে তের বছর পূর্বে।



ফায়দা ঃ (১) ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তো মূলত এটাই যে, আল্লাহ ও রাসূলের প্রদর্শিত দ্বীনকে জিন্দা করার নিমিত্তে সকল প্রকার জানি-মালি খরচকে জোড়েসোড়ে করতে থাকা। কিন্তু মুসলমানরা আজ এ থেকে বড়ই গাফেল।

তাবলীগের সাথে দীর্ঘদিন যাবত এ অধম যেভাবে সম্পৃক্ত তা হয়তো জনাবের অজানা নয়। মূলত সর্বদা যে বিষয় নিয়ে চিন্তা ফিকির করাহয় তাতে ক্রমশই সে ঐ বিষয়ে গভীর থেকে গভীরে মূলের দিকে অটোমেটিকভাবেই মন-মানসিকতায় সার্বিকভাবে চলে যেতে থাকে। যা নাকি সত্যিকারার্থে والذين جاهدوا فينا الآية আয়াতের বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

এ সময় আমার ধারনা, যা অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা, যে দিকে সাধারণ মুসলমানদেরকে আকৃষ্ট নাকরে দুনিয়ার বুকে ইসলামের কোন কাজই করা সম্ভব না। আমার মন চাচ্ছে যে, হুজুরের খেদমতে আমিও তা উপস্থাপন করব, হয়তো আল্লাহ তা'আলার মেহেরবাণীতে হুজুরের শোনা ও গ্রহণ করা আমারজন্য কাজে অধিক অভিজ্ঞতা ও শক্তি সঞ্চারের কারণ হবে। আর উহা এই যে, মুসলমানরা সাধারণত আজ ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে ভুলে গেছে। মূলত ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তো এটাই যে, আল্লাহ ও রাসূলের প্রদর্শিত দ্বীনকে জিন্দা করার নিমিত্তে সকল প্রকার জানি মালি খরচকে জোড়েসোড়ে করতে থাকা। কিন্তু মুসলমানরা আজ এ থেকে বড়ই গাফেল। আমার মন চাচ্ছে যে, হুজুর যদি জীবনের এ ক্রান্তি লগ্নে এ কাজে মেহনতের জন্য ইচ্ছা পোষণ করতেন তাহলে এর জন্য উপযুক্ত প্রয়োজনাদির ব্যবস্থাদি ঠিকঠাক ভাবেই করতাম। এ কাজের জন্য আমার ব্রেনে কিছু এমন উসূল তথা পয়েন্ট আছে, যা খুবই স্বল্প এবং গুরুত্বপূর্ণ। তা যদি সঠিকভাবে কার্যে পরিণত করা যায়, তাহলে সব কাজই সহজ হয়ে যাবে এবং দ্বীনি কাজেও অত্যন্ত সুফল দেখা দিবে।

ইতি
বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

## ১০ নং পত্র

(মেয়ের নামে চিঠি) ২৬ শে মে ১৯৩৬ ইং

আমার স্নেহাস্পদ বেবি,

তুমি যদি আমার বুদ্ধিমতি মেয়ে হও, তাহলে আশা করি দ্বীনের এবং আখেরাতের কাজ-কর্ম মন লাগিয়ে করবে এবং ঐ সব কাজের সাথে আন্তরিক মহব্বত গড়তে চেষ্টার কোন ত্রুটি করবে না। যেমন- নামাজ, কোরআন, দরুদ, তাসবীহ এবং গরীবদের সাথে মহব্বত ও আন্তরিকতা এবং পরপোকারী, হাসিখুশি, সদালাপি ও মিষ্টভাষী এবং দুনয়াবী জীবনের কিছুতেই মন লাগাবে না। আর না দুনিয়ার কোন দুঃখ কষ্ট এবং আরাম আয়েশের পরওয়া করবে।

ইতি,

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

## ১১ নং পত্র

বখেদমতে জনাব মোহতারাম,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আমি স্বীয় ভুলের কারণে ৮টা থেকে ৯টা এবং ৯টা সাড়ে নয়টা পর্যন্ত এন্তেজার করতে ছিলাম যে, কাহারো আগমনে আমার এ অন্ধকারচ্ছন্ন বিদুরিত হবে। আলোকিত হবে চারদিক। কিন্তু পরমুহূর্তেই যখন খেয়াল করলাম এবং গভরিভাবে চিন্তা করে দেখলাম যে ওয়াদা, তো ছিল পরসুদিনের (নাকি কাল অর্থাৎ কিয়ামতের পরের দিন) আর আমি কিনা স্বীয় ভুলের বশবর্তি হয়ে অপেক্ষা করছি আজ। তবে মন চাচ্ছে যে,এ দুনিয়ায়ও আপনার সামান্যতম সাক্ষাৎ নসিব হোক এবং আপনার ওয়াদা, সাক্ষাতের দিনের জন্য সঠিক পাথেয় সম্পর্কে আপনার সুপরামর্শ দান করবেন।

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

লিখক- মোঃ হাবীবুর রহমান



## ১২ নং পত্র

ফায়েদা ঃ (১) ফিতনার গতি ডাকগাড়ি তথা ট্রেনের চেয়েও বেশি দ্রুত। আর তার প্রতিদ্বন্দ্বীর গতি পিপিলিকার চেয়েও বড় ধীর।

(২) ফেৎনার জমানায় কাজে মশগুল থাকায় খোদাপাকের নৈকট্য ও সন্তুষ্টির এতবেশি আশাবাদী হওয়া যায়,যত বেশী অন্ধকার ফেৎনার মাঝে থাকে।

বখেদমতে জনাব মোকাররম ও মোহতারাম,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

গত কয়েকদিন আগেই আপনার পত্রখানা পেয়েছি এবং ভাবছি বিস্তারিত জানিয়ে একটি পত্র লিখবো। বর্তমান পরিস্থিতি চারদিকে এমন যে, কি আর লিখবো, হে বন্ধুবর! আজ চারদিকে নানাভাবে নানা রকম ঈমান বিধ্বংসী ঈমান হরণকারী ফিৎনা ফাসাৎ এত দ্রুত গতিতে এগুচ্ছে যে, তার গতিসীমা রেলের চেয়েও দ্রুত আর এরই প্রতিদ্বন্দ্বী যা বাস্তবতায় এই সামান্য এক স্কীম, যা ঐ অন্ধকারকে চাচ্ছে আলোয় রূপান্তরিত করতে। তার গতি মূলত সামান্য পোকা-মাকড়ের চেয়েও মন্থর। মূলত ফেৎনার অগ্রযাত্রা দেখলে মনে হয় না যে, এ স্কীম তৃষ্ণার্ত কণ্ঠের জন্য যথেষ্ঠ হবে।

যাহোক আল্লাহ তা'আলা আপনাকে খুশি রাখুক যে, আজ এহেন ফিৎনার জমানায় এ কাজের সাথে সম্পৃক্ত রাখার জন্য মান-মর্যাদায় বৃদ্ধি এবং খোদাপাকের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভে এত বেশী আশাবাদী হওয়া যায়, যত বেশী অন্ধকার ফেৎনার মাঝে থাকে। আর একটি কথা খুব খেয়াল রাখবে যে, আমার পত্রত্তোরের অপেক্ষা না করে বরং আপনি নিয়মিত আপনার অবস্থাদি জানাতে থাকবেন। বান্দা অধম (আমি) আজই আগ্রা এবং জয়পুর জেলাস্থ থানা ডুডারিভস এবং ওদিকের একটি প্রশাসন হানডুন থেকে ফিরে এলাম। আল্লাহ তা'আলা ওখানের লোকজনের মাঝে দ্বীনের হাওয়া চালু করে দিয়েছে। জনসাধারণ স্বতস্ফুর্তভাবে অংশ নিচ্ছে এ কাজে। সবাই মিলে-মিশে কাজ করছে একনিষ্ঠভাবে। কিন্তু এতকিছুর পরও এ জোয়ার যেন পূর্ণ করতে পারছে না সব

চাহিদা। এ জখমকেও তারা পারবে না পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যত্তিজ করতে, কেননা আজ তারা আসল থেকে এতই অপরিচিত আজনবি যে, যজ্‌বা ও আবেগে এসে শুধু হ্যাঁ বলাটাই যেন শেষ আমলরূপে রয়ে গেছে। তাই আমলের জন্য যদি বিশেষভাবে উৎসর্গিত হয়ে কোন ব্যক্তি যদি নমুনা স্বরূপ না দাঁড়ায়, তাহলে এই উপস্থিতির ময়দান থেকে আমলের রাস্তায় উঠা বড়ই কঠিন হবে।

ইতি

বান্দা ইলিয়াছ

## ১৩ নং পত্র

ফায়দা ঃ (১) এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য শুধু কলেমা ও নামাজকে শুদ্ধ করাই নয়।

বখেদমতে জনাব মোহতারাম,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

এ যাবত কাজ করনেওয়ালাদের সম্পর্কে আমি পরীক্ষিত যে, কাজের মধ্যে সামান্যতম পার্থক্যের কারণে, কাজের ধরন ক্রমশই বেকার থেকে বেকারের পর্যায়ে পৌছে যায়। অল্প অল্প করে পর্যায়ক্রমে অধিক কামানোর আশাও অনেকটা কম। এ ব্যাপারে আমি খুবই চিন্তিত যে, এ কাজ মানুষকে কিভাবে বুঝাব। অনেকেই তো মনে করে যে, এসব নিছক বক্তৃতা মাত্র। যাহোক বক্তৃতার পাশাপাশি লিখনীর মাধ্যমেও চেষ্টা করছি যে, হয়তো বা বুঝে আসবে। আল্লাহ আমার এ ক্ষুদ্র লিখনীকে আপনাদের উঁচু মানসিকতার জন্য উপকারীরূপে কবুল করুক। আর তার জন্য প্রয়োজন দুটি জিনিস। (১) যা না হওয়া উচিত, তা হচ্ছে ও করতেছে। (২) আর যা হওয়া উচিত তা হচ্ছেনা ও করছে না। প্রথমটি তো হচ্ছে কালেমা এবং নামাযকে পরিশুদ্ধ করার কোন প্রচেষ্ট না করা। যা কিছু করে তা উদ্দেশ্যমূলক করে মাত্র, যেমনটি এই তাহরীকের উদ্দেশ্য। অথচ মূলে কিন্তু এটা উদ্দেশ্য না। আর যা করে না তা হচ্ছে এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত স্ব স্ব



কর্মব্যস্ততা ও মশগলাকে ছেড়ে বাড়ী-ঘর ছেড়ে এই আন্দোলনকে নিয়ে বাহিরে না বেরুবে। তাবৎ মশগলা তথা কর্মব্যবস্থার অন্ধকারাচ্ছন্নের ঘনাঘটায় মন-মস্তিষ্কের ধ্যান-ধারণার সাথে কালেমার পরিশুদ্ধতা এবং তার জ্যোতির্ময় খায়ের ও বরকতকে গ্রহণ করার যোগ্যতা কখনো সৃষ্টি হতে দিবে না এবং বের হবার পরও অন্যের জন্য চেষ্টা করার মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার রহমতকে মাধ্যম না বানাবে এবং অপরের পেছনে মেহনত করার মধ্য দিয়ে আল্লাহর রহমতের তালাশ না করবে। তাহলে তো এর পরিণতি সংক্রান্ত আল্লাহ তা'আলার স্পষ্ট বিধানই রয়ে গেছে যে, مَنْ لَايَرْحَمُ لَايُرْحَمُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাহারো উপর দয়া পরবশ হবে না, তার প্রতিও কেউ দয়া করবে না। এছাড়াও অন্যত্র ঘোষণা করেন– اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ অর্থাৎ তোমরা জমীনবাসীর প্রতি দয়া করো, তাহলে আসমানবাসীরাও তোমাদের প্রতি দয়া করবে। এভাবে এই নিয়্যতে যতক্ষণ পর্যন্ত অপরের জন্য প্রচেষ্টা করে খোদার রহমতের আশাবাদী হবে, ততক্ষণ পাবে। অতঃপর যদি অবসরে মেহনত না করা হয়, তাহলে সে পর্যন্ত কালেমা এবং নামাজের মূল বরকত, যদ্দরুন হয়তো সারাটা জীবন ঠিক হয়ে চলবে কিন্তু কিছু লাভ হবে না।

আমি অত্যন্ত আগ্রহ ও আন্তরিকতার সাথে আশাবাদী যে, এ কাজের দাওয়াত দেয়ার জন্য পরস্পর পরামর্শ করে সকলেই হিম্মত করবে। শুরুতে একটু অসুবিধা হবে। কিন্তু উদ্দেশ্য থাকবে দ্বীন জিন্দা এবং দ্বীনের সহজ সরলতার সম্পৃক্ততা, মূলতঃ ঐ দাওয়াতী কাজকে যিন্দা করার মধ্যেই নিহিত। আজ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যে সব সমস্যায় জর্জরিত, তা মূলত ঐ একটারই অভাবে সুতরাং এ বিষয়ে পরস্পর আলোচনা ও পরামর্শ করে, দাওয়াতের জন্য হিম্মত করবে এবং সকল জামাতই মাঝে-মধ্যে নিজ নিজ কারগুজারী সংক্রান্ত পত্র মাধ্যমে জানাবে।

ইতি

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

লিখক-কাজী মঈনুল্লাহ নদভী

## ১৪ নং পত্র

বখেদমতে জনাব মুন্সী নাসরুল্লাহ খান, হাফেজ সিদ্দীক ও হাকিম রশীদ আহমদ এবং আঃ গনি ও অন্যান্য দোস্ত আহবাব,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

প্রথম থেকেই তাবলীগের বড় গরম গরম খবর এবং বড় বড় ওয়াদা অঙ্গীকারের কথা শুনে আসতেছি। কিন্তু এ যাবত জামাতবন্দী হয়ে তো একজনও এলো না। এত বড় মর্তবাওয়ালা কাজকে নিয়ে কোনরূপ অলসতা ও অবহেলা করাতো মূলত খোদার রহমত ও নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার নামান্তর ও কারণ। প্রত্যেক মারকাজের উদ্দেশ্যে এক একটি জামাত পাঠানো উচিত। যারা প্রত্যেক মারকাজ থেকে এক একটি জামাত বের করে পরে অন্যত্র যাবে। বিশেষত নূহস্থ যে জলসা হতে যাচ্ছে ঐ জলসায় আগমনকারী দোস্তদের মাঝে, বহু কষ্ট করে হলেও এমন জামাত বানিয়ে দিন, যারা প্রত্যেক মারকাজে গিয়ে পূর্ণ মেহনতের সাথে নতুন জামাতের তাশকিল করতে পারে। আর প্রত্যেক জামাতেই তিন প্রকার লোকদের মিলিয়ে দিবেন। কোন জামাতেই যেন শুধু একই প্রকারের লোক না হয় বরং তিন প্রকারের লোকই যেন সকল জামাতে থাকে।

ইতি

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

## ১৫ নং পত্র

বখেদমতে জনাব মৌলভী সোলায়মান সাহেব ও মুন্সী বশীর আহমদ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম।

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আমি আজ আপনাদেরকে বিশেষ একটি কাজের প্রতি ইঙ্গিত করছি।



আপনারা একটু মনোযোগ দিন। মেওয়াতবাসীদের মাঝে আল্লাহ তা'আলা এমন যোগ্যতা দান করেছেন যে, যদি অত্র এলাকায় মক্তবের জন্য মেহনত করা হয় তাহলে সামান্য প্রচেষ্টাতেই তা কায়েম হতে পারে। কিন্তু যারা পড়ানোর উপযুক্ত, তারা তো অধিকাংশই বেকার এবং যারা পড়ায় বা পড়াচ্ছে, তাদের মধ্যেও অনেকটা সুষ্ঠু পরিদর্শনের অভাবে যতটকু ফায়দা হওয়ার দরকার ছিল, তা হচ্ছে না। উহার মধ্যে অনেক এমন লোকও আছে, যারা অল্প খেয়াল করলেই অনেক ভাল করতে পারে। কিন্তু তাদের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপই করা হচ্ছে না। এমনিভাবে মাসিক পরীক্ষাদি এবং নেগরানি তথা পরিদর্শনের কাজেও যথেষ্ট গাফলতি হচ্ছে। এমনটি কক্ষনো হওয়া উচিত নয়। মারকাজী তথা কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগুলো বড় গুরুত্বের সাথে হওয়া উচিত। প্রয়োজনে কড়াকড়িও করতে হবে। এমনিভাবে তাদের মধ্যে অনেক এমনও আছে যারা অনেক বড় বড় দায়িত্ব ও পুরা করিতে পারে। কিন্তু তাদের জন্য উপযুক্ত জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। এদের মধ্যেই এমনি একজন উপযুক্ত এবং বড় উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক জনাব হাফেজ মোঃ ইউসুফ চানদিনিওয়ালা। আমি যতটুকু উপলব্ধি করেছি তার মধ্যে কোন দুনিয়াবী লোভ নেই, তদুপরি পড়াইবার জন্য সে নিজেই আগ্রহী। এদিকে তার যোগ্যতানুসারে চাঁদনীতে পর্যাপ্ত ছাত্র নেই। এ জন্য তাকে এমন জাগায় রাখা উচিত। যেখানে আছে কমসেকম ৬০/৭০ জন ছাত্র। তিনি বড় দায়িত্বশীল কাজ ও আঞ্জাম দিতে পারেন। যদি চাঁদনীতে ৬০/৭০ জন ছাত্রের জোগাড় না হয়, তাহলে যেন সিনহা অথবা রায়েসিনাবাসীদের নিকট বলা হয় যে, তারা যেন ৬০/৭০ জন ছাত্রের দায়িত্ব নেয়। তবে হাফেজ ইউসুফ এর জায়গায় ওখানকার ছাত্রের পরিমাণানুযায়ী ওস্তাদ নিযুক্ত করে দিন এবং এমন লোককে নিয়োগ দিবেন, যারা তাবলীগের কাজে বিন্দুমাত্র পার্থক্য না আসে।

ইতি

মোঃ ইলিয়াছ

লিখক- হাবীবুর রহমান

৯ই মার্চ ১৯৪০ ইং

## ১৬ নং পত্র

বখেদমতে মেওয়াতের প্রিয় সাথীবৃন্দ!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

হে আমার প্রিয় বন্ধুরা! দ্বীন এবং ঈমানী তারাক্কিয়াতের জন্য অতি সূক্ষ্মাদি সূক্ষ্ম মূল একটি বিষয়ের প্রতি সজাগ করার নিমিত্তেই আজকের এ লিখনী। আল্লাহ যেন নিজ ফজল ও করমে এবং স্বীয় রহমতে এ কাজকে বরকতের উসিলা বানান, আমীন। আমার দ্বারা আমলে পরিণত হয়ে যাক এবং অন্তরে কবুলিয়্যাত ও হোক এবং আল্লাহ পাক যেন উহার মুনাসেব জিন্দেগী গঠনের তৌফিক দান করেন। অতঃপর দ্বীনের জড়ে সঠিক সিঞ্চন এবং আল্লাহ তা'আলার রেজামন্দি ও সন্তুষ্টি নাজিল হোক, আমীন- ছুম্মা আমীন।

প্রিয় বন্ধুরা আমার! এই তাবলীগের কাজে সঠিকভাবে উসুলের সাথে প্রচেষ্টা করা, কথাটিকে খুব ভালরূপে চিন্তা কর যে, উহা কি জিনিস বুঝতে হবে এবং খুব ভাল করে বুঝে নাও যে, এই দ্বীনের প্রতিষ্ঠানগুলি এবং যত প্রয়োজনীয় কার্যাদি আছে ঐ সব দ্বীনি কার্যাদির জন্য তাবলীগের সহি উসুলের সাথে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘোরাফেরা করা, প্রচেষ্টা করা, বাকি অন্যান্য সকল কার্যাদির জন্য মূলত জমীন তৈরীর তথা উর্বরা করার পর্যায় এবং বৃষ্টির পর্যায়। আর অন্যান্য যত কার্যাদি আছে, তা যেন ঐ ধর্মীয় জমীনের উপর লাগান বাগানের পর্যায়। আর বাগানের মধ্যে রয়েছে হাজারো প্রকার গাছ-গছালি। কোথাও খেজুরের, কোথাওবা আনার, কোথাওবা সেব, আবার কোথাওবা ফুলের বাগান। বাগানতো হাজারো রকমের হতে পারে। কিন্তু কোন বাগানই, দুটি বস্তুর মধ্যে পূর্ণ প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে কোনরূপ সম্ভব না। প্রথমতঃ জমীন উর্বর ও ঠিক করে তোলা। জমীনকে উর্বর করে গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে অথবা স্বয়ং নিজেই ঐ বাগানে স্বীয় প্রচেষ্টায় লালন পালন দেখাশুনা করা ব্যতীত কোন বাগানই সঠিকভাবে গড়ে তোলা সম্ভব না। সুতরাং দ্বীনের জন্য তাবলীগি মেহনত, ইহা হল মাজহাবের জমীন স্বরূপ এবং সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো বাগান



স্বরূপ। আর এখন বর্তমানে মাজহাবের জমীন এতই অনুর্বর ও অসমতল যে, তাতে সকল প্রকার ফসলাদিও বাগ-বাগিচা উৎপন্নের এতই অনুপযোগী যে, তাতে আর কোন বাগানই উৎপন্ন হবে না। আর এটাই একমাত্র কারণ যে, বর্তমান যতগুলি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আছে, তা সবই আজ জমীন অনুর্বর হওয়ার কারণে ক্রমশই খারাপ ও বরবাদ হতে চলেছে। আর এর জন্য সবচেয়ে বড় কারণ হল এই যে, আমাদের পরীক্ষার জন্য আমাদের চির দুশমন নফস ও শয়তানতো নির্ধারিত। সে আমাদের ইচ্ছা, নিয়্যত এবং আমলের উপর কিছুটা এমন প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে যে, আজ অন্যান্য কাজের তুলনায় দ্বীনের কাজেই সর্বাধিক ক্ষতিসাধন করছে। আমরা আজ বাগানের সজিবতার নেশায় এতই মত্ত যে, নিচের দিকে জমীন এবং জড় খারাপ হচ্ছে, এর প্রতি কোন খেয়ালই নেই। অথচ যদি দুটি জিনিসের মধ্যে নিজের কোশেষ ও হিম্মতকে একনিষ্ঠ ও দৃঢ়তার সাথে জারী না রাখা হয়, তাহলে না জমীন ঠিক হবে আর না বাগান বাঁচবে।

এ সময় আমার উদ্দেশ্য মাদ্রাসায়ে নূহর জন্য খাদ্যাদির ব্যবস্থার দিকে খেয়াল করা যে, এ সময় দুটি জিনিসের বড় অপূর্ব সুযোগ। অর্থাৎ, প্রথমত মাজহাবের জমীন সমতল ও উর্বরা করার জন্য লোকজনকে বাহিরে বের করা। আর অপরটি হল মাদ্রাসার মত দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য খাদ্য জোগাড় করা। আজ যদি তোমরা এই সাজানো বাগানকে সজীবতায় রূপ দিতে না পার এবং গাফেল থাক তাহলে তোমাদের মধ্যে ভবিষ্যতে অন্যান্য জরুরী কথা বলে রাখছি এবং এ কথাটিই মূলত আজকের এ পত্রের মূল ও সারাংশ এবং ঈমানের জড়। আর ঈমানকে তার সঠিক রাস্তায় ঐ পর্যন্ত চালাতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ভিতরে মুনাফেকি চালের ভয় না হবে এবং উহার সুরত এই মনে করবে যে, এই যে বিভিন্ন কাজ-কর্ম যা কিছু আমি করছি এ সবই শয়তান করাচ্ছে, আমি তো এত ভাল কখনো ছিলাম না যে, আল্লাহর ভয়ে, আল্লাহর সন্তুষ্টির্জানে এসব করবো এবং স্বীয় নফসের মুনাফেকানা দালায়েল গুলির অনুসন্ধানে সর্বদা লেগে থাকবে এবং একাকিত্তে নির্জনে নিজকে সম্বোধন করে বলবে, তুই তো এক

মিথ্যাবাদী। সুতরাং আপনার এলাকায় এ পর্যন্ত মাদ্রাসাগুলোর সওক ও ইচ্ছার কথাই উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক। আমার তো মনে হয় মাদ্রাসাগুলোর ইচ্ছা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য ছিল না। বরং শয়তান আমাদের কাঁধে চড়ে পরস্পর লড়ায়ের বাহানা তালাশ করছিল যেন মাদ্রাসার বাহানায় মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর লড়াই-ঝগড়া, ফেৎনা, ফাসাদের মাধ্যমে ইসলাম এবং মুসলামনদেরকে বরবাদ করে দিতে পারে। এখনো পর্যন্ত তাবলীগের বরকতে অনেক ক্ষেত্রে তার চাল সফল হয়নি। এজন্য সে ঐ ফরমূলা যা তোমাদেরকে ঐ কাজের প্রতি উৎসাহ করেছিল, তা সে ছেড়ে দিয়েছে এবং ইহা মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ছিল না, তাইতো আজ মাদ্রাসার উন্নতি থেমে গেছে। যদি মাদ্রাসাগুলোর প্রচেষ্টা খোদার সন্তুষ্টির জন্য হতো, তাহলে আমাকে বল দেখি, এমনটির কারণ কি যে, এবার ফসলাদিও ভাল হয়েছে এবং জনসাধারণের মধ্যে দ্বীনের ফিকিরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাহলে মানুষের মধ্যে দ্বীনের বুঝ আসা এবং ফসলাদির উৎপাদন বৃদ্ধির পরও খাদ্যের ব্যবস্থাদি এতটুকুও হয়নি, যতটুকু দুর্ভিক্ষ এবং মানুষের মধ্যে দ্বীনের অজ্ঞতার সময় হয়েছে। এমনটির কারণ কি? আমার মতে, যদি খোদার সন্তুষ্টির জন্য হত তাহলে আজ হাজারো মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হতো। এ সময় দ্বীনদার লোকজনের এ কাজে প্রচেষ্টা না করায় পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, আমাদের চির দুশমন ফেৎনা ফাসাদের দিকে উস্কাচ্ছিল। উহ'তে যখন নিজের উদ্দেশ্য নজরে আসেনি তখনি সে উহাকে ত্যাগ করেছে। আল্লাহর সন্তুষ্টির এতটুকু মাত্র চাহিদাই নেই যে, সে উহার জন্য জীবন বাজি রেখে প্রচেষ্টা করবে। আমার উদ্দেশ্য শুধু এলজাম দেয়া নয়,বরং যা হবার হয়ে গেছে। এখন পুনরায় একনিষ্ঠভাবে একাগ্রচিত্তে এতমিনানের সাথে বেশী বেশী খোদার জিকির এবং বেশী বেশী নামাজ পড়ে জীবনকে বাজি রেখে আপ্রাণ প্রচেষ্টার জন্য সাহস করতে হবে এবং ঐ দুটি কাজে পূর্ণ প্রচেষ্টা করবে যেন, মানুষ দ্বীনের রাস্তায় বেশী বেশী বের হয়, যেন জমীন তৈরী হয় এবং মক্তব বৃদ্ধি পায় এবং মুসলিম জীবনের সেই স্বর্ণ যুগ ফিরে আসে যে, মুসলমানদের প্রত্যেকটি মসজিদই যেন ওখানকার শিশুদের জন্য এক একটি মক্তবে পরিণত হয়। নিজ শত্রুদের পাতা



ফাঁদ থেকে হুঁশিয়ার থাক এবং হক্ব তা'আলা শানুহুর সন্তুষ্টির্জানের জন্য প্রয়োজনে জান উৎসর্গের নমুনার জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা কর।

ইতি

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

লিখক- বশির আহমাদ

বিঃ দ্রঃ এ পত্রের অনুলিপি সম্ভব পরে অন্যদের নিকটও প্রেরণ করবে।

## ১৭ নং পত্র

বখেদমতে, মোহতারাম মিঞা সাহেবদ্বয়, দামাতবারাকাতুহুম।

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

প্রিয় বন্ধুরা! আল্লাহ তা'আলা আপনাদের হিম্মতকে বলন্দ করুক এবং আপনাদের বানাক তার দ্বীনের একনিষ্ঠ সাহায্যকারী ও খায়ের খাহী এবং আপনাদের আপ্রাণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে দ্বীনকে করুক আরো অধিক তরুতাজা ও উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর। এবার নাঈর জলসা অত্যন্ত অদূরদর্শিতার সাথে করা হয়েছে। তবে এটা বাস্তব সত্য যে, আপনাদের আপ্রাণ চেষ্টা ও সাহসিকতায় জলসা যথেষ্ট বড় হয়েছে এবং অনেক বড় বড় লোকদেরও সমাগম ঘটেছে। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যেন, জলসায় নিম্নলিখিত কথাগুলোর কমি ছিল।

(১) জলসার মূল উদ্দেশ্যানুযায়ী ছয় নম্বরের উপর কোন প্রামাণ্য আলোচনা উপস্থাপন করা হয়নি। শুধু সমষ্টিগতভাবে কিছু পর্যালোচনা হয়েছে। অথচ উচিত ছিল যে, প্রত্যেক নম্বরের উপর পৃথক পৃথক আলোচনা করা, তার ফজিলত ও মর্তবা এবং তা নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করার দ্বারা দ্বীনের সহিহ বুঝ ও তরক্বী এবং একটি পূর্ণাঙ্গ মুসলিম জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা করার প্রতি জোড় তাগিদ করা।

(২) প্রত্যেক এলাকাভিত্তিক এবং গোত্র ভিত্তিক এবং পৃথক পৃথক জামাত

ভিত্তিক উচিত ছিল পৃথক পৃথক স্বীকারোক্তি নেয়া এবং গাশ্তের কাজে নিয়োজিত করা।

(৪) বহুদিন থেকেই আমার আকাংক্ষা ছিল যে প্রত্যেক গোত্র থেকে ভিন্ন ভিন্ন জামাত বের করা। এই জলসা থেকেই প্রয়োজন ছিল, নাঈস্থ প্রত্যেক গোত্র থেকে পৃথক পৃথক জামাত বের করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টার নিমিত্তে চারদিনের জন্য একটি জামাত মুকীমরূপে গাশ্ত করার জন্য চেষ্টা করা এবং প্রত্যেক গোত্র থেকে পৃথক পৃথক জামাত বের করা।

(৫) শুধু তালিমের জন্য একটি জলসার প্রয়োজন ছিল। সেখানে সকল শিক্ষক, মুবাল্লেগগণ একত্রিত হয়ে শুধুমাত্র তালিমী নম্বরের দিকটা নিয়ে চিন্তা করে পর্যালোচনা করে তালিমী সম্প্রসারণে জোড় দিবে এবং এই জলসার তারিখ ও নির্দিষ্ট করে দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাও করা হল না।

(৬) ইউ,পিতে জামাত পাঠানোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্বীকারোক্তি নেয়া প্রয়োজন ছিল। তাও হয়নি। ইন্নালিল্লাহি---------------- রাজেউন। এই যা কিছু লিখলাম, তা শুধুমাত্র এই জন্য লিখেছি যে, এই জলসায় উপরেল্লিখিত বিষয়সমূহে অকৃতকার্যের কারণে, বিনয়াবনতের সাথে আল্লাহর কাছে তওবা ও ইস্তেগফার করতে হবে এবং আগামীতে ঐসব বিষয়গুলিতে বিশেষভাবে একনিষ্ঠ ও সাহসিকতার সাথে সজাগ থাকার প্রচেষ্টায় তৌফিকের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে থাকবে।

ইতি

মোঃ ইলিয়াছ

## ১৮ নং পত্র

ফায়দা ঃ (১) দ্বীনের খাতিরে প্রচেষ্টা করা, কেমন যেন হুজুর (সাঃ)-এর ব্যথাতুর মনের উপশম।

নিজামুদ্দীন হইতে

২৪/৭/৩৮ ইং



বখেদমতে জনাব চৌধুরী মিঞাজি চান্দমল সাহেব এবং চৌধুরী আমরাউ সাহেব ও নম্বরদার ফত্তু সাহেব দামাত বারাকাতুহুম।

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

প্রিয় বন্ধুরা! মানুষের জন্য উচিত স্বীয় মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টিকে স্বীয় মণ-প্রাণ এবং নিজ অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার চেয়ে বেশি প্রয়োজন মনে করা। আর মৃত্যু পরবর্তী জীবনের পূঁজিকে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামানের তুলনায় প্রাধান্য দেয়া। বন্ধুরা! দ্বীনের রাহে প্রচেষ্টারত ব্যক্তিরা মৃত্যুর সময় থাকবে বড় সতেজ এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাক্ষাৎ হবে বড়ই হাস্যজ্জোল অবস্থায়। পক্ষান্তরে দ্বীনে মুহাম্মদী (সাঃ) থেকে উদাসিন ও গাফেলাবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর চেহারা হবে বড়ই বদসুরত এবং সম্ভব হবে না তারজন্য রাসূল-ুল্লাহ (সাঃ)-এর সাক্ষাৎ, উপরন্তু মৃত্যু হবে তার বড়ই ভয়াবহ। বস্তুত দ্বীনের রাহে প্রচেষ্টা করা, কেমন যেন হুজুর (সাঃ)-এর ব্যথাতুর মনের জন্য মলমও উপশম। আর এত বড় ব্যক্তিত্বের ব্যথাতুর মনের ব্যথা উপশমে কাজ না করা এ কত বড় মূর্খতা ও খারাপ কথা। সুতরাং আমি বড় গুরুত্বের সাথে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে, অসীম সাহসিকতার সাথে এদিক-ওদিক থেকে যাদেরকে দ্বীনের কাজে প্রচেষ্টাকারী মনে কর, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে নিজ গ্রামের প্রতিটি বাড়ি থেকে একজন করে দুই-দুই মাসের জন্য দ্বীনের খাতিরে খোদার রাহে বের হওয়ার মত পরিবেশ অবশ্যই সৃষ্টি করবে।

প্রিয় বন্ধুরা! তোমরা একটু বুঝার চেষ্টা কর এবং অপরকেও বুঝাও যে, বাড়িতে যত লোকজন আছে তারা সকলেইতো এই ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীর মাল-সামানায় লেগে আছে। তাই প্রতি বাড়ি থেকে অন্ততঃ একজন করে লোক মৃত্যুর পরবর্তী বিশাল জিন্দেগীর সামান ও পুঁজি লাভে ব্রতী থাকা প্রয়োজন। কেননা পরিশেষে ওখানের সামানেরও তো দরকার। এমনটি বড় বরকত ও পূর্ণময় হবে। তোমরা বরং নম্বরদার মেহরাবের কার্যকলাপকে একটু দেখনা। সে তার বাড়িতে একা হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের কাজে চেষ্টা করতেছে এবং প্রচেষ্টার দরুণ তার দুনিয়াবী কাজে কোন সামান্যতম পার্থক্য আসছে না। বরং তার প্রতিটি

কাজই যেন বরকতময়।

প্রিয় বন্ধুরা! মৃত্যুপরের সময়টি বড়ই ভয়াবহ সময় এবং মৃত্যুর পরবর্তী ক্ষতিটাই বড় ক্ষতি। আর এত ভয়াবহ ও কঠিন মুহূর্তের জন্য এতটুকু মাত্র কাজের চেষ্টা করা, এটা তেমন কোন কঠিন তো কিছু না। তাইতো বলছি, বন্ধুরা! এ পথে সামান্য প্রচেষ্টা করলে হুজুর (সাঃ)-এর হাজারো সুন্নত জিন্দা হবে। আর প্রত্যেক সুন্নতে রয়েছে একশ শহীদের সওয়াব। তুমিএকটু চিন্তা কর, কত বড় ইজ্জত ও মর্তবা একজন শহীদের।

প্রিয় বন্ধুরা! আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এ পথে যারা বের হয়, তাদের পাও ফেরেস্তাদের পাখার উপরে পরে এবং আল্লাহর দরবারে সে বড় সম্মানি হয়ে দাঁড়ায়। দুনিয়ার যাবতীয় মাখলুক এবং আসমানে ফেরেস্তাদের অন্তরে এপথে মেহনতকারীর মহব্বত ও ইজ্জত সৃষ্টি করে দেয়।

প্রিয় বন্ধুরা! ইতিপূর্বে দ্বীনের সকল কাজেই তোমাদের গ্রাম সর্বদাই অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছে এবং তোমরা সর্বাধিক বাহাদুর ওপাহলোয়ান, কর্মঠরূপে খ্যাত। সুতরাং প্রতি বাড়ি থেকে একজন করে খোদার রাহে বের হওয়া এটাও একটা নতুন আন্দোলন। আমি চাই,এখানেও তোমরা সকলের আগে যাও। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইনশাআল্লাহ তোমরা যদি এ পথে দৃঢ়তার সাথে জমে থেকে চেষ্টা কর, তাহলে খোদার রাহে, আল্লাহ প্রদত্ত্ব সাহায্যে কামিয়াব অবশ্যই হবে। অতঃপর এতদর্শনে অন্যেরাও উৎসাহ পাবে এবং উৎসাহিত হয়ে তারাও এপথে প্রচেষ্টা করবে এবং তাদের কৃতফলে সোয়াবে তোমরাও শরীক থাকবে। আমার এই বলাটাকেও তোমরা গণিমত মনে কর। কেননা আজকাল ভাল কথা বলা লোকেরও বড় অভাব। দেখ, ভাল কাজে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করে নেও, কেননা মৃত্যুর পর আর কোনরূপ চেষ্টার কোন সুযোগ পাবে না। যদিও আকাংখা হবে খুব।

ইতি

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ



## ১৯ নং পত্র

মাওঃ ইমরান খান সাহেব নদভীর নামে।

বখেদমতে জনাব মুহতারাম ও মুকাররাম,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ইতিপূর্বে একটা পত্র দিয়েছিলাম। যন্মধ্যে আগামী ১৬ই জানুয়ারী মেওয়াতের নূহস্থ চৌধুরী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকদেরকে তাবলীগি কাজে তাশকিলের উদ্দেশ্যে এক তাবলীগি এজতেমা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তা এখন মুলতবি করা হয়েছে। যেহেতু আমি এখন খুবই অসুস্থ আর ডাক্তারী নির্দেশ মতে চলাফেরা এবং কথাবার্তা বলা সম্পূর্ণ নিষেধ। অথচ সাথীদের মশওয়ারায় আমার উপস্থিতি খুবই জরুরী মনে করা হয়েছে। যারপরনায় এজতেমাটি মুলতবি করতে বাধ্য হলাম। এমর্মে আপনাদের অবগতির জনই লেখা আজকের এই পত্র। মাওলানা মঞ্জুর নোমানী সাহেবকেও জানিয়ে দিবেন। এদারায়ে তালিমাতে ইসলামিয়াকেও এমর্মে জানিয়ে দিবেন।

ইতি

বান্দা ইলিয়াছ

লিখক ঃ এনামুল হাসান।

বিঃ দ্রঃ- লিখকের পক্ষ থেকে জনাব মাওঃ ইমরান সাহেবের প্রতি রইলো আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা। মাওলানা আবুল হাসান সাহেবকে যদি না পান তাহলে পত্রটি এদারায়ে তালিমাতে ইসলামিয়ায় পৌছে দিবেন।

## ২০ নং পত্র

বখেদমতে জনাব বন্ধুবর মৌলভী সুলায়মান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

বাদ সালাম, আরজ এই যে, বিশেষ এক জরুরী কাজে আজ আপনাকে কষ্ট

দিচ্ছি এবং পুনরায় বাধ্য হলাম নতুনভাবে লিখতে। উহা এই যে, আমাদের এই ঈমানী আন্দোলন, যার সত্যতা আজ সমগ্র দুনিয়াব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। এটাকে আজ বাস্তবতায় রূপ দিতে গেলে এবং আমলে পরিণত করা, একমাত্র উপায় স্বীয় জান কোরবান করে দেয়া। এছাড়া আর কোন উপায় আমি দেখি না। আজ দুনিয়ার ফয়সালাও এটাই এবং এটাও পরিলক্ষিত যে মাথার উপর এই আসমান, দুনিয়ার হাজারো উত্থান পতনের নমুনাকে দেখেছে বহুবার। আমি আমার শক্তি-সাহস সবকিছুই তোমাদের মেওয়াতিদের পেছনে খরচ করে ফেলেছি। আমার নিকট এখন নিজকে আরো অধিক এপথে কুরবান করে দেয়া ছাড়া অন্য কোন পুঁজি নেই। সুতরাং আমার সঙ্গ দাও। এ মুহূর্তে আমার তাৎক্ষণিকভাবে খুবই প্রয়োজন আগামী শনিবারে বারাটুনটি থেকে আনুমানিক পাঁচটা বাজে গাড়িযোগে ধুলিয়াতের জলসায় রওনা করব, সুতরাং আপনি এমন কিছু সাথী-সঙ্গী সহযোগেএকটি জামাতরূপে ওখানে পৌছে যাবেন, যেন জলসায় আগন্তকদের উদ্দেশ্যে শুরু থেকেই ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে তাবলীগি তাশকিল করে ইউ,পি সহ অন্যান্য জাগার জন্য জামাত তৈরী করে সকল প্রকার প্রাথমিক কাজ-কর্ম সম্পাদন করে রাখা হয়, যেন জলসা শেষ হওয়ার পর তাদের শুধু দোয়া করা বাকি থাকে এবং দোয়া করেই যেন সকলে রওনা হতে পারে। তবে খুব ধীরস্থিরভাবে পত্রের বিষয়বস্তুর প্রতি চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিবে। ঝটপট কোন সিদ্ধান্ত করবে না এবং মনে রেখ চিন্তার সময় হিম্মত, মেহনত এবং দৃঢ়তার প্রতি খুব খেয়াল রাখবে।

ইতি

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ



# চতুর্থ অধ্যায় (৬টি পত্র)

# মেওয়াতে কর্মরত কর্মীদের নামে পত্র

## ১ নং পত্র

ফায়দা ঃ (১) তাবলীগি পথে বের হওয়ার সারাংশ মূলত তিনটি বস্তুকে জিন্দা করা। যেকের, তালিম ও তাবলীগ।

প্রিয় স্নেহাস্পদ সাথী ও বন্ধুরা! এ পথে তোমাদের এক-এক ছাল সময় লাগানোর দৃঢ় প্রত্যয়ে আমি এত খুশি, এত খুশি যে তা ভাষায় বর্ণনাতীত। দোয়া করি আল্লাহ তোমাদেরকে কবুল করুক এবং আরো অধিক তৌফিক দান করুক, আমীন। আজকের এ পত্রে কয়েকটি কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণই আমার উদ্দেশ্য।

(১) নিজ নিজ এলাকায় ঐ সমস্ত লোকজনের একটা তালিকা একত্রিত করে আমাকে এবং সাইখুল হাদীসকে দিবে, যারা জিকির ও ফিকির শুরু করেছে অথবা শুরু করেনি তবে সংকল্প নিয়েছে কিংবা প্রথমে করতো কিন্তু এখন ছেড়ে দিয়েছে।

(২) যারা বায়আত হয়েছে এবং বায়আতের পর তাদেরকে যা কিছু বলা হয়েছে সে সর্ম্পকে তারা সজাগ আছে কিনা।

(৩) প্রত্যেক মারকাজে মক্তব আছে কিনা। থাকলে সেগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া এবং না থাকলে নতুন মক্তবের প্রয়োজন মনে করে কার্যকরি পদক্ষেপ নেয়া।

(৪) তোমরা নিজেরাও ব্যক্তিগতভাবে যেকের ও তালিমের মধ্যে মশগুল আছ কিনা। যদি না থাক তাহলে যত সম্ভব তাড়াতাড়ি অতীত কৃতকর্মের প্রতি লজ্জিত হয়ে, নবউদ্যোমে কাজ শুরু করে দাও।

(৫) এক নং থেকে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, যাদেরকে বার তাসবিহ সংক্রান্ত বলেছি, তারা পাবন্দির সাথে তা পূরা করে কিনা? এবং যারা করতেছে তারা কি

আমার থেকে জেনে নিয়েছে? নাকি অন্যের দেখাদেখি শুরু করে দিয়েছে। প্রত্যেকের কাছেই পৃথক পৃথকভাবে বিস্তারিত জেনে তালিকাভুক্ত করে আমাকে জানাও।

(৬) নিজ নিজ মারকাজ থেকে প্রত্যেক নম্বর সংক্রান্ত বিস্তারিত জেনে নম্বর ভিত্তিক কারগুজারী আমাকে এবং শায়খুল হাদীস সাহেবকে পত্র মাধ্যমে লিখে পাঠাবে।

(৭) যারা বার তাসবিহের জিকির নিয়মিত পালন করছে, তাদেরকে উৎসাহ দাও যেন সাহারানপুর জেলাস্থ রায়পুরে এক এক চিল্লা সময় লাগায়।

(৮) হযরত থানভী (রাহঃ)-এর প্রতি ইসালে ছোয়াবের দিকটা খুব গুরুত্ব দিবে। সব ধরনের ভাল কাজের সোয়াব তার রূহের প্রতি পাঠাবে। বেশী বেশী কোরআন খতম করবে। এমনটি কোন জরুরী নয় যে, সকলে মিলে একত্রে বসে খতম করবে। বরং প্রত্যেকেই পৃথক পৃথকভাবে পড়াটাই বেশী উত্তম। তাবলীগি পথে পা বাড়ানো সর্বাপেক্ষা বেশী সওয়াব। সুতরাং এ পথ অবলম্বনের মাধ্যমেই বেশী বেশী সোওয়াব পৌছাও।

(৯) হযরত থানভী (রাহঃ) থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য বর্তমান উত্তম মাধ-্যম তার কিতাবাদি থেকে উপকৃত হওয়া, তার কিতাবাদি পড়ার দ্বারা জ্ঞান আসবে এবং তার লোকজন থেকে পাবে আমল। উপস্থিত এ কয়েকটি কথাই লিখলাম। আগামীতে তোমাদের কারগুজারী পেলে, বান্দার নিকট যা ভাল মনে হবে, ইনশাআল্লাহ তোমাদের জানাব।

(১০) স্নেহাস্পদ প্রিয় বন্ধুরা! তাবলীগি পথে তোমাদের বের হওয়ার সারাংশ মূলত তিনটি বস্তুকে জিন্দা করা। জিকির, তালিম ও তাবলীগ। অর্থাৎ তাবলীগের জন্য বাইরে বেরহওয়া এবং সেটাকে যিকির ও তালিমের পাবন্দ বানানো।

(১১) পুরাতন সাথীদের বিশেষত যারা আমার ভাইর সমসাময়িকীর লোক, তাদেরকে গুরুত্বের সাথে নিজেদের সঙ্গে মিশিয়ে কাজ করার প্রতি তৎপর হতে হবে।



(১২) নিজ সময়ের মূল্যায়ন কর এবং বেহুদা কার্যকলাপ থেকে নিজকে বাঁচায়ে রেখে অপরকেও উৎসাহিত কর। একদিন হয়তো তোমাদের আমল অপরের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াবে।

(১৩) শয়তানের বিজয় মূলত দুটি কাজে, প্রথমত বেহুদা কাজ, দ্বিতীয়ত নিজের আরাম আয়েশের পিছে পরে যাওয়া।

(১৪) নিজ নিজ কারগুজারীর মধ্যে শাইখুল হাদীসের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। কেননা শয়তানের শত চক্রান্ত ও ধূর্ততার পরেও তোমাদের এপথে বের হওয়ার মূলে শাইখুল হাদীসের একান্ত আন্তরিক তাওয়াজজুহ বরকতই প্রধান। সুতরাং খোদার রাহে বের হবার পর আমাদের গাফলতির কারণে যদি কোনরূপ কষ্ট হয়ে থাকে তজ্জন্য আন্তরিকভাবেই ক্ষমাপ্রার্থী। তাই বলে وَلٰكِنْ لَا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ অর্থ্যাৎঃ তোমরা নসিহতকারীদের অপছন্দ করো না। বরং নিজ নসিহতকারীর প্রতি বেশী বেশী খুশী হবে।

(১৫) সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন নিজ নিজ ভুল-ভ্রান্তির উপর যত বেশী লজ্জিত হবে। ঠিক সে পরিমাণেই اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ (নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তওবাকারীদের পছন্দ করেন) এর আলোকে তার প্রিয়পাত্র হয়ে যাবে। আর এ কাজের প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর এবং শেষ রাত্রে দোয়ার প্রতি বেশী মনোযোগী হবে। মনে রাখবে। দোয়াই হচ্ছে সকল ইবাদতের মূল। বিশেষভাবে এর প্রসারের জন্য সূরা-ইয়াসিন শরীফ খতম করে বিশেষ দোয়ার ব্যবস্থা করবে এবং অপরের দ্বারাও দোয়া করাবে।

ইতি

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

## ২ নং পত্র

আমার মোহতারাম দোস্ত!

আল্লাহ তোমাদের দ্বীনি জযবাতকে কবুল করুক। সত্যিকারার্থে দ্বীনের প্রতি

আপনাদের একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা এবং জযবাও জোশ দেখে ঈর্ষান্বিত না হয়ে পারছি না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকেও স্বীয় মর্জিমাফিক চলার তৌফিক দান করুন। আমার বোযর্গ দোস্ত! সব কাজ সবাই পারে না ও জানে না। আমার নিকটতো দ্বীনের প্রতি সহিহ বুঝ ও একাগ্রতা সৃষ্টির জন্য তাবলীগই একামাত্র সর্বোত্তম পথ এবং এ সংক্রান্ত বিস্তারিত টুকিটাকি সর্বদা স্থানীয় উলামারাই ভাল জানেন। তবে হ্যাঁ আপনি যদি তাবলীগের সাথে সম্পৃক্ত হতে চান তাহলে অবশ-্যই আসবেন।

ইতি

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩৮

## ৩ নং পত্র

বখেদমতে জনাব ওমক, ওমক ও বান্দার সকল স্নেহাস্পদ বন্ধুরা! মূলতঃ আল্লাহ ও রাসূলের এবং প্রকৃত বন্ধুত্বতো মযহাব ও মিল্লাতের জন্যই।

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

মুসলমানদের আসল জিন্দেগী এবং মাখলুকাতের প্রতি আল্লাহ তা'আলার খাস রহমতওয়ালা জিন্দেগী এবং অপরাপর বিভিন্ন কাজে মশগুল থেকে মুসল-মানদের থেকে বালা মসিবত দূর করার জিন্দেগী এবং সকল প্রকার উদ্দেশ্যগুলোর তরুতাজা করণেওয়ালা জিন্দেগী। শুধুমাত্র এ পথে মেহনতের পরিমাণেই হবে। এ নিয়মতান্ত্রিক জিন্দেগী হতে গাফেল থেকে বালা মসিবত কম হওয়ার আশা করা নিছক কল্পনাই বলা চলে এবং এক প্রকার ভ্রান্ত ধারণারই নামান্তর। সুতরাং আমি এ রেসালা পাঠাচ্ছি এবং নিজ দোস্ত-আহবাব ও খোদা ও রাসূলের সাথে দোস্তি স্থাপনকারীদেরকে জোড় তাকাযার সাথে বলছি যে, এ পথে মেহনতের সাথে লেগে থাকা ব্যতীত কক্ষনো খোদায়ী রহমতের আশা করিও না এবং মন থেকে বালামসিবত দূর হওয়ার ওয়াসওয়াসাকে দূর করে দাও। বস্তুত এ



কাজের মেহনতই হলো, বালামসিবত চিন্তা ফিকির দূর হওয়ার একমাত্র উপকরণ। এ বিষয়ে কিছু লিখাতে গেলে আমার মনটা খুবই অস্থির হয়ে যায়। তাই এখানেই শেষ করছি।

ইতি

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

## ৪ নং পত্র

বখেদমতে জনাব মোহতারাম দোস্ত বোযর্গ।

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আলওয়ারের ঘটনাপুঞ্জ এক শিক্ষনীয় ঘটনা। একটা কথা, সর্বদা মনে রেখ কামকরণেওয়ালার প্রত্যেক কাজই কাজের সময়, কেননা কোন মুশকিল এবং অসুবিধা পেশ হওয়া, খোদায়ী বিধানাবলীর মধ্য হতে একটি অন্যতম বিধান। আর কাজের এক একটি প্রহর যেন এক একটি পুস্তিকার একটি অধ্যায় শেষ হয়ে আরেকটি শুরু হওয়া। সুতরাং নতুন বই খোলার অর্থ হবে দুনিয়া ও দুনিয়াবী সকল মাখলুকাত থেকে মুক্ত স্বাধীন হয়ে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে নিজ সামর্থ্যানুযায়ী একনিষ্ঠভাবে কাজ করা। তাহলে তো আগে লেড়ে আল্লাহ তা'আলা আরো অধিক মান-মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। আর যদি এমনটি না করা হয়, তাহলে নিজ পূর্বাবস্থা থেকেও নিচে পড়ে যাবে। তবে যদি আল্লাহর সাহায্য শামিল হয়ে থাকে এবং বালামসিবত থেকে নাজাত দান করেন, তাহলে তার জন্য খোদার দরবারে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ওয়াজিব। আর এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সর্বোত্তম পন্থা হল, এ পর্যন্ত যা কিছু করা হয়েছে এবং তাতে যা কিছু ঘটেছে বা যতটুকুই কামিয়াব হয়েছে, তা যেন কক্ষনো নিজ প্রচেষ্টার ফলাফল মনে না করা হয়। এমনটি মনে করা প্রায় শিরক পর্যায়ে। তাই শুধু আল্লাহর মেহেরবাণী মনে করবে এবং বেশী বেশী নামাজ ও তাসবিহ পাঠের দ্বারা বিশেষভাবে নিম্নোক্ত দোয়া দুটি বেশী বেশী পাঠ করে, শুধুমাত্র আল্লাহর রহম ও

করমের কৃতজ্ঞতাকে মৌখিকভাবে প্রকাশ করবে।

দু'আ দুটি এই

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِعِزَّتِهٖ وَجَلَالِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

(٢) اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا وَلَكَ الْمَنُّ فَضْلًا "ط"

দ্বীনের কাজে মেহনতের পরিমাণ শতগুণ বাড়িয়ে দাও। আর সে যদি কালকের পর থেকেই এতদুভয়কেই যথাযথ পালন করে তাহলে নিশ্চয় সে শুকরিয়া আদায় করলো। আর যদি এমনটি না করে তাহলে তা হবে নেয়ামতের কুফরী তথা অস্বীকারকারী। আর নেয়ামতের অস্বীকারকারীর প্রতি রয়েছে ভয়াবহ আযাব ও শাস্তির কথা। এ ব্যাপারে কোরআনে এসেছে إِنْ كَفَرْتُمْ اَلخ এবং যখন শাস্তি হবে, তখন অবশ্য তার পাকড়াও হবে। আর এ ব্যাপরে কুরআনে এসেছে إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ الخ

যাহোক এখন সময় এসেছে সুতরাং উভয়ভাবে খোদার শুকরিয়া আদায় করতে হবে এবং সমগ্র দেশ জুড়ে সর্বত্র এ নিয়মে শুকরিয়া আদায়ের জন্য জোড় প্রচেষ্টা করা উচিত।

প্রত্যেক মারকাজ থেকে দ্বীনের রাহে হাজারে হাজারে লোক বের করার চেষ্টায় সবাইকে লেগে থাকতে হবে। এ দ্বারা আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন, মান-মর্যাদা বাড়বে। দুনিয়ার বড় বড় সম্মানী স্থানে তোমার সম্মান থাকবে এবং মৃত্যুর সময় তো সকল প্রকার বালামসিবত থেকে নাজাত পেয়ে উন্মোচন হবে এক বাদশাহী জীবনের নব অধ্যায়। আর যদি এমনটি না করি, তাহলে আমাদের জীবন হবে কুকুর শৃগালের চেয়েও বদতর, অর্থহীন, সুতরাং আমার এ পত্র প্রাপ্তির পর মেহনতকে জরুরী মনে করে এ পথে জোড় প্রচেষ্টা চালিয়ে নিজেদেরকে সফল কর এবং সকল মুবাল্লিগদের সমন্বয়ে মজবুত ভাল একটি জামাত গঠন করে গোয়ালদাহ্ তো অবশ্যই এবং অন্যান্য মারকাজে পর্যাপ্ত সময় নিজেদের উপস্থিতি মেহনত ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে যতদূর হয় কাজে বের করে আসবে এবং আসার সময়ে এমন ব্যবস্থা করে আসবে যে, মারকাজ থেকে রীতিমত রুটিনমাফিক জামাত বের হওয়ার ধারাবাহিকতায় যেন ফাটল সৃষ্টি না হয়। তাবলীগি কাজ



থেকে ফিরে আসা জামাতের তুলনায় তাবলীগে বের হওয়া জামাতের পরিমাণ সর্বদাই চৌগুণ থেকে দশগুণ বেশী হওয়া উচিত। আমার এ প্রকারের লিখনীগুলো সর্বদাই বিশেষভাবে জনাব নূর মোহাম্মাদ প্রমুখদের মত লোকের কাছে পাঠিয়ে দিবে। মৌলভী ইব্রাহীম সাহেব, যদি কয়েকদিনের জন্য আমার নিকট এসে যেতেন তাহলে ভাল হতো।

ইতি

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

## ৫ নং পত্র

ফায়েদা ঃ (১) আমাদের এ আন্দোলন এবং ইসলামী তাবলীগ না কারো আহাজারীকে পছন্দ করে, আর না কোন ফেৎনা-ফাসাদের কথা শুনতে চায়।

(২) অন্যের দোষ-ত্রুটি দেখা বা ধরা মূর্খতার পরিচয় এবং কাজের মধ্যে বে-নূর পয়দা হয়।

দিল্লী কাশেফুল উলুম হতে

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

জনাবে মোহতারাম,

আশা করি ভালই আছেন। পত্র প্রাপ্তিতে আপনাদের মেহনতের বিস্তারিত জানতে পেরে খুবই খুশি হলাম। একটি কথা খুব মনে রাখবেন, আমাদের এ তাহরীক এবং ইসলামী তাবলীগ না কারো আহাজারীকে পছন্দ করে, আর না কোন ফেৎনা-ফাসাদের কথা শুনতে চায়। আপনারা সাম্প্রতিক কিছু কিছু এলাকার লোকদেরকে বেদআতী বলে সম্বোধন করেছেন। যে কথায় বা কাজে ফিৎনা সৃষ্টির আশংকা হয়, এমনটি থেকে বেঁচে থাকা উচিত। বরং সর্বদা কথায় বা লিখনীতে এমন শব্দ প্রয়োগ করতে হবে যদ্দরুন যেন বিশেষ কোন জাতি বা দলের উপর কোন অপবাদ না আসে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এখনও তো

অনেক জায়গার লোক সন্দেহ, সংশয়ে পড়ে আছে। আমরা আমাদের কমজোরী ও দুর্বলতার দরুন, তাদের সে সব সন্দেহ সংশয়কে দূর করতে পারিনি। পারিনি তাদের প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে। স্বীয় দোষ-ত্রুটি তালাশ করে তৎপ্রতি লজ্জিত হয়ে খোদার দরবারে তৌবাহ্ ও এস্তেগফার করবে, এতে নিজের ঐ ত্রুটি বিচ্যুতির অনেকটা ক্ষতিপূরণ হয়। পক্ষান্তরে অন্যের দোষ-ত্রুটি দেখা বা ধরা, মূর্খতার পরিচয় এবং কাজের মধ্যে বে-নূর পয়দা হয়। অন্যের দোষ-ত্রুটি তালাশ করা মূলত নিজেরই ক্ষতি। তবে নিজের দোষ-ত্রুটি তালাশ করাতে নিজের পুঁজির মধ্যে কোন ঘাটতি আসবে না এবং তদোপুরি যদি তওবাহ ও এস্তেগফার করা হয় তাহলে তার প্রতি নাজিল হয় খোদায়ী রহমত ও বরকত। মোটকথা বক্তৃতায় বা লিখনীতে কখনো এমন কোন কথা ব্যবহার করবে না, যদ্দরুন কোনরূপ ফিৎনা-ফাসাদের সম্ভাবনা হয় এবং এমন কোন ধারণাও কখনো পেশ করবে না, যদ্দারা মানুষের মনে খারাপ ধারণার জন্ম হবে। মুসলমান মাত্রই পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তাদেরকে যখন নম্রতার সাথে এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে ডাকা হবে, তখন নিজেরাই একদিন লাইনানুযায়ী সত্যের রাহে এসে যাবে। নূহ থেকে জামাত আনতে চাচ্ছে ? এ সংক্রান্ত কথা হল এই যে, ওখানকার লোকজনকে আপনারা নিজেরাই উৎসাহিত করুন এবং রীতিমত দেখাশুনা করে, আপনাদের তত্ত্বাবধানে বেশী বেশী জামাত বের করার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। মৌলভী ইব্রাহিম সাহেবকে বলে দিয়েছি যে, সে যেন এ জামাত নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। মুন্সী বশির আহম্মদ সাহেবের গত চিঠির উত্তর এভাবে লি-খেছি নিম্নে তা হুবহু তুলে ধরলাম।

প্রিয় বশির! যে মহান পরওয়ার দেগার আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে আম্বীয়া আলাইহিমুস্ সালামদেরকে এ পথে দৃঢ়তার সাথে কাজের জন্য পাঠিয়েছেন। এটা খোদারী হেকমত যে সাথে সাথে এ পথ থেকে লাইনচ্যুত ও হটানোর জন্য শয়তানকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং যাবত তোমরা দোয়া ও একাগ্রতার সাথে বাধা-বিপত্তি গুলোকে পরাস্ত করার প্রচেষ্টা না করবে, তাবৎ তোমরা এ পথে চলতে পারবে না। হুজুরের শরীর খুবই অসুস্থ্য, তাই নিজেও



দোয়া করবেন এবং অন্যকেও দু'আ করতে বলবেন।

ইতি

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

## ৬ নং পত্র

ফায়দা ঃ আমলী বস্তুর ক্ষেত্রে উম্মতে মোহাম্মদীর এক অতি পুরাতন রোগের অন্যতম কারণরূপে বেমহল ও অপ্রয়োজনীয় ওয়াজ মাহফিলই যথেষ্ট।

দিল্লী নিজামুদ্দীন হতে।

বখেদমতে জনাব মাওলানা ক্বারী মোঃ তৈয়্যেব সাহেব দামাত বারাকাতুহুম।

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

মুহতারাম! কোন কাজই তার নির্দিষ্ট নীতি ছাড়া চলতে পারে না। তবে এ সময় তাবলীগের কাজ এমনি এক আজিমুশ্বান পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তার প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল দিকই যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ। জানা-আজানা এই সংক্ষিপ্ত লিখনীতে প্রকাশ করা সম্ভব, না আজকেই পূর্ণাঙ্গ বুঝতে সক্ষম। আমি অবশ্য এ সংক্রান্ত ইতিপূর্বেও বলেছিলাম যে, এর বিস্তারিত যা কিছুই আছে, মূলত তা এক আয়োজনের উপরে চলছে। আর কোন আয়োজনের উপর প্রথম বারেই কাউকে চালান খুবই কঠিন। তাই আজকের এ কাজ চলার জন্য আমার সর্বাপেক্ষা বেশী যে বস্তুটির প্রয়োজন তা হচ্ছে মশায়েখে তরিকত ও উলামায়ে শরীয়ত এবং মশহুর ইসলামী রাজনীতিবিদদের পর্যাপ্ত সংরক্ষক সদস্যের সমন্বয়ে একটি জামাত গঠন হয়ে সে জামাতের পরামর্শের অধীনে পরিচালিত হওয়া। আর নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রয়োজনানুযায়ী পরামর্শগুলিকে সার্বিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং সকল আমলী বস্তুগুলোকেও ঐ নিয়মনীতির অধীনে হতে হবে। তবে উপস্থিত, সর্বাগ্রে এমন একটি মজলিস অনুষ্ঠিত হওয়া একান্ত জরুরী এবং দ্বিতয়ীত বর্তমান আমলী বস্তুর ক্ষেত্রে উম্মতে মোহাম্মদীর অতি পুরাতন রোগের

অন্যতম কারণরূপে বেমহল ও অপ্রয়োজনীয় ওয়াজ মাহফিলই যথেষ্ট, আর এর মুকাবেলায় কথার সাথে আমলকে ও বাড়ানো একান্ত জরুরী। সুতরাং আগামীতে যারা তাবলীগের কাজে মেহনত করতে চান, তারা যেন ইতিপূর্বে ময়দানে কাজ করেছে এমন সব লোকদের সাথে জীবন কাটায় সময় লাগায়।

এ সময় মাওলানা সাহেবের দিল্লী আগমনে, দিল্লীবাসীদের অন্তরে তাবলীগি কাজে ভয়ের পরিবর্তে বরং মহব্বতই জন্মেছে। আর ভাল কাজের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হওয়া এটা ভালরই নমুনা। সুতরাং জনাবে মোহতারাম যদি সকল মোবাল্লিগদেরকে মেওয়াতে পাঠিয়ে দেন এবং কমছে কম মৌলভী আব্দুল জব্বারকে পাঠিয়ে দেন, তাহলে অন্তত দ্বিতীয়বারের জন্য বড়ই উপকার হবে ইনশাআল্লাহ্।

ইতি

বান্দা মোঃ ইলিয়াছ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.